শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

ওপারের কথা

প্রথম প্রবাহ

১

সন্তু,—তোর চিঠি পেয়েছি। তোরা জেনে রাখ্ যে এ রাজ্যে সকলের চেয়ে সোজা কাজ—লোকের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা। এই কাজ সাধনের সময় সমালোচক সব-জান্তা বা বিধাতাপুরুষ-পদে নিজেকে বরিত করেন, আর যার সম্বন্ধে সমালোচনা করা হয় সে বেচারা—জলে-চোবান, কপালে-সিঁদুর-লাগান ৺মা'র বাড়ীর হাড়িকাঠে-গলা-দেওয়া পাঁঠা হ'বার সুবিধা না পেয়ে সাধারণ বধ্যস্থানের পশুর মত আচরিত হ'চ্ছে। এই ভাবে

সমালোচনা

ত্রিকালজ্ঞ-নর-নারীর দৌলতে কি-না মোলায়েম্ খেলাই চ'লছে! সুতরাং মানুষের আবাসভূমি পশুবধশালা ও মানুষের বাক্যগুলো শাণিত ছুরিকা! Human habitations are slaughter-houses : men and women are butchers!

শুনেছিস্ ত বোবার শত্রু নেই। তা হ'লে বুঝা সহজ কথা—যে যত কথা কয় সে তত কথা শুন্‌বেই শুন্‌বে। যত কথা শোনা যায় ততই বোঝা বেড়ে যায়। যত বোঝা বাড়ে ততই ঘাড়, পিঠ, ও সময়ে সময়ে, মায়েদের পেটটার মত, পেটটা চড়্ চড়্ ক'রবেই ক'রবে। মানুষের দশা ভাবলে মনে হয়—তাদের চড়্-চড়ানির, ঝন্-ঝনানির, কট্-কটানির বা এই ধরণের যা-কিছুর শেষ নেই। সহজেই যখন মানুষের হালগুলো বড়ই শোচনীয়,—তখন নিজের নিজের মাথা গোঁজ্‌বার স্থান-গুলোকে কসাইখানায় পরিণত ক'রবার ও নিজেদের কসাই ক'রবার এত আয়োজন কেন? তা হ'লে মানুষ নর-ঘাতী? কোন কর্ম্ম প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সাধলে, তার ফলগুলো যখন বিধির বিধানে নিতেই হবে, তখন সমালোচকগণও একদিন না একদিন বধ্য-পশু হবেন। মানুষ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কতবার এই কাজ সেধেচে ও সাধ্‌চে! তা হ'লে মানুষ এই কাজ সেধে, দিনের দিন পশুই হ'য়ে যাচ্চে! পশুর পশুত্ব না ঘুচলে—চোক্-কান খোলা সম্ভব কি? পশুর কাছে তুমি অমুক তমুক হবে বা দশজনের একজন হ'য়ে সেজেগুজে বেড়াবে তাতে বিচিত্রতা কি?

"নিকুলে-ঝিকুলে ঘর, সাজ্‌লেগুজ্‌লে বর"। তবে কি, মানুষ,—এই ভাবে তোমার আবাসভূমি তোমারই আত্মীয়-আত্মীয়াদের রক্তে নিকায়ে, তুমি কসাই-রূপী বর সেজে থাক্‌বে? যে অন্যের রক্তে রঞ্জিত হ'তে সাধ পোষে বা যে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হয় না, তার ব্যথা নিয়ে তাকেই জ্ব'লতে-পুড়তে হবে না কি? যে আপনার আত্মীয়-আত্মীয়াদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে কুণ্ঠিত, তার প্রতি **জগতের পরমাত্মীয়** সহানুভূতি দেখাতে পারেন কি? বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক প্রভৃতি নরঘাতী প্রাণীগুলো বনেই লুকায়ে থাকে, কিন্তু মানুষ,—তুমি মানুষ সেজে ও গণ্য মান্য হ'বার সাধ পুষে কি খেলাই না খেলচো? সুতরাং তোমার সুখ-আশা অলীক নয় কি? তোমার ধরণ-করণ বুঝে তুমি যেটুকু সুখ পা'চ্ছ, সেটা উপরি লাভ নয় কি? ন্যায়ের বিচারে তুমিই বধ্য নও কি?

আজ আপিসে আস্‌তে আস্‌তে আর একটা কথা মনে জাগিয়ে দিলে। 'ক'বাবু 'খ'বাবুর উপর অত্যাচার ক'রলে বা তার নিন্দা এর তার কাছে ক'রলে। পূর্ব্ব কোন কর্ম্মের জন্যেই 'খ'বাবুর এই হাল হ'ল। এই মর্ম্ম প্রাণে প্রাণে বুঝে, 'খ'বাবু তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে উঠে প'ড়ে লাগলেন। তার মানে,—'ক'বাবুর উপর বিদ্বেষভাব রাখলেন না,—বরং নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রলেন। সে অবস্থায় 'খ'বাবুর প্রশান্তভাবটা 'ক'বাবুর দিকে ছুট্টে দেবেই দেবে, কারণ 'ক'বাবু 'খ'বাবুর কথা মাঝে

অপরের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের উপায়

মাঝে না ভেবে থাক্‌তে পারেন না। সুতরাং 'খ'বাবুর প্রশান্ত ভাবটা,'ক'বাবুর প্রাণে ঠেকে, 'ক'বাবুকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে। ঠাণ্ডা বা প্রশান্ত হওয়া মানে,—মানসিক তুলাদণ্ডকে সোজা রাখা। তা হ'লে সমালোচনা না ক'রে,মহাশত্রুর দিকে সুচিন্তার প্রবাহ ছুটায়ে মনের জোর অনুসারে তাকে বশে আনা সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়,—বাস্তবিক এই ঘটনা ঘ'টেচে।

তুই কিছুদিন যথাসম্ভব মুখটা বুজিয়ে, চোক দুটোকে ও কাণ দুটোকে খুলে থাক্ দেখি। তা হ'লেই জগতের ব্যাপার দিনের দিন বুঝতে পারবি। মুখ বুজিয়ে থাকা মানে—হাসি খুসি বন্ধ করা নয়, বরং সেটার মাত্রা কমাস্ নে। কোন কথা শুন্‌লে বা কিছু দেখ্‌লে বা শিখ্‌লে, খালি কতটা ঠিক বা বেঠিক হয়, এইটা দেখে যাস্।

মাগো,—হাবাতে ছেলেকে কি অমন ক'রে বাড়িয়ে লিখতে হয় মা? তা স্নেহের এমনি ধারাই বটে। ব'লতে কি মা, তোর চিঠি প'ড়তে প'ড়তে এ পোড়া চোখে নোনা জল এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পোড়া প্রাণে সাধও হ'য়েছিল যে, 'মা'-'মা' ক'রে পা' জড়ায়ে কাঁদি, কাঁদি,—প্রাণভ'রে কাঁদি,—যদি ছার মনের ময়লা-গুলো ধু'য়ে পুছে যায়। মাগো, শ্রীগুরুর কৃপা অহরহ ঝ'রুচে ও কত শত লোকের আশীর্ব্বাদ এ হাবাতে পাচ্ছে; তবুও মা, সময়ে সময়ে সেই পাদপদ্ম ভুলে যাই,—তবুও মা, ছার ইহজগতের সুখের কথা প্রাণে জাগে। তাই মা, সদাই ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হ'য়েছে। তাই মা,—সাধ হয় বলি, বলি—সকলের সাম্‌নে বলি—সকলের পদরজ মাথায় ধারণ ক'রে,—না, না, সর্ব্বাঙ্গে মেখে,—তাও নয়,—মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে,—তাও নয়,—সকলের কাছে নাকখৎ দিয়ে বলি,—ওগো তোমরা একটুখানি,—তা না হয়—একবার—কেবল মাত্র একবার,—তাঁর কাছে—সেই তাঁর কাছে—এ পাষণ্ডের মা—মা-জননী, মা গর্ভধারিণীর কাছে,—বটে, বটে,—বাবা—বাবা-জন্মদাতার কাছে,—ঠিক, ঠিক,—প্রাণনাথ—প্রাণ-সখা—প্রাণবল্লভের কাছে,—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে—তাঁর শ্রীচরণ-সরোজে,—বল, বল—প্রাণ খুলে বল,—এ মূর্খের যাক্‌, যাক্‌,—চিরদিনের তরে,—অনন্তকালের জন্যে যাক্‌,—তিনি ছাড়া এ ছার বুকে,—এ পোড়া মনে, যা মাঝে মাঝে জাগে, জাগে—

খুব জাগে। মাগো,—প্রাণের কথা, প্রাণের জ্বালা, প্রাণের উত্তাপ বা প্রাণের আগুন প্রাণেই র'য়ে গেল। এর উপরে, মা—তোরা এ মূর্খ ছেলেকে বাড়িয়ে লিখেছিস্। তা তুই যে শুধু লিখেছিস্,—তা নয়। অনেক চিঠিই ঐ ধরণের। তা ব'লে, মা—তোর উপর, বা তাঁদের উপর,এ হাবাতে তিলমাত্র রাগ করে না। তবে, মা—খেলাটা দেখে,—সেই পোড়ারমুখোকে,—সেই ছুঁচো শালাকেই সময়ে সময়ে গালাগালি দিয়ে ফেলি। মনে হয়, সেটাও তার—তারই কাজ। আরো মনে হয়,—তার গালাগালি খাওয়াই রোগ, বা ঐটাই তার প্রাণের সাধ।

যাক্,—তোর কথাগুলোর একে একে উত্তর দিয়ে ফেলি :—

মাগো,—সেই পুরাণো গানটা তোর বুঝি মনে নেই? কি, শুন্‌বি?—

"ধরম করম সকলি গেল লো
শ্যামা পূজা বুঝি হ'ল না।
মন নিবারিতে, নারি কোন মতে,
ছি ছি কি জ্বালা বল না॥
কুসুম-অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম পড়ে সখি মনে,
পীত-বসনে হেরি লো নয়নে,
হেরিতে দিগ্বসনা;—
ভাবি, নরমালী কালী অসি করে,
হেরি, বনমালী মুরলী অধরে,

ত্রিনয়না-ধ্যানে, বঙ্কিম নয়নে,
হেরে হই সই বিমনা।
একি লো, একি লো ছলনা,—
মোরে নিদয়া হর-ললনা॥"

গানটা ঠিক্‌ঠাক্ মনে প'ড়লো না। তবু এই থেকে বুঝ্‌তে পারবি যে,—সেই, নিজমূর্ত্তি ছেপে রেখে, প্রিয়জনের মূর্ত্তি ধরে।

ধ্যানে ভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন

ওমা,—জলের ফোঁটা রাশিখানেক জলেই আছে। তিনিই জগদ্ব্যাপী,—তাঁতেই তোর প্রিয় সামগ্রী মিশিয়ে আছেন। তবে, এ ভাগ্যটা সকলের হয় না। তোর কর্ম্মগুণে,—বিশেষতঃ এ হাবাতের মুখ দিয়ে যেগুলো বের ক'রেছিল,—সেই কথা পালন ক'রেছিলি ব'লে,—তিনি—তোর প্রিয়জন—উচ্চরাজ্যে আছেন, আরো উচ্চতররাজ্যে যাবেন—খুব যাবেন—নিশ্চিত যাবেন,—যেদিন সেই পোড়ারমুখোর ছবিখানাকে আপনার বাবা—মা—ঠিক্‌ঠাক্ ব'লতে—আরো ব'লতে পারবি,—সব ভাবনাগুলো তার ঘাড়ে চাপাতে পারবি,সব সাধগুলো দুর ছাই ক'রে—তার জন্যে তাকে পাবার চেষ্টায় থাক্‌বি। সেও যা,—তোর সেই প্রিয়জনও তা। তবে তুই ধ্যান ক'রবি,—সেই বুড়ো শালাকেই। তারপর,—উপরন্তু, যিনি আসেন ভাল—বা না আসেন,—তাতে আসে যায় না,—এইভাবে থাক্‌লে আত্মহারা হ'বি না, কাউকে হারাবি না, ও শেষে হাস্‌তে হাস্‌তে মিশ্‌বি—খুব মিশ্‌বি,—তাঁর সনে—যে তোর,—তুই যাঁর।

ওমা,—ভয় পাস্‌নে, ভাবিস্‌নে,—যা' ক'চ্ছিস্‌ খুব ক'রে যা,—তাকে ডেকে ডেকে উস্‌তম্‌ খুস্‌তম্‌ ক'রে দে,—তাকে নাইতে, খেতে, শুতে দিস্‌নে, এমন ক'রে ডেকে যা,—তা হ'লেই চিরদিনের তরে, অনন্ত কালের তরে,—অনন্ত সুখে, অনন্ত আনন্দে, অনন্ত শান্তিতে থেকে, অনন্ত জীবন পা'বি,—পা'বি—নিশ্চয় পা'বি। মিথ্যা কথা নয়, মিথ্যা আশা নয়,—সত্য, সত্য,—খুব সত্য, ধ্রুব সত্য।

তোর উন্নতি হ'চ্চে, কি অবনতি হ'চ্চে, সে কথা তোর জানবার কি দরকার? তুই তাহ'লে—ক'চ্চিস্‌? ওঃ—তোর ত সবই যোগ্যতা আছে! যদি তাই থাক্‌বে,—তা এতদিন হয়নি কেন? এতদিন কেনই বা ভূত-পেত্নী সেজে ছিলি? নয় কি,—তাই নয় কি? মায়া-মোহের ও ইহজীবনের কথাগুলো প্রাণে গজ্‌ গজ্‌ ক'রতো নাকি? ওমা,—যার ভাবনা সেই ভাব্‌চে—তুই খালি যা যা শুনেছিস্‌ বা শুনবি, সেইমত ক'রে যা'বি।

সেই ধন্য, মা, যে এ জগতের সাধগুলোকে 'ঝাঁটা মার,' 'ঝাঁটা মার' ক'রে তাড়ায়। ওমা,—সেই সুখী, মা,—যে সব ভাবনাগুলো তার ঘাড়ে চাপায় মা; ওমা,—সেই তাঁর কোলে ব'স্‌তে পায়, অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়,—যে আপনাকে তাঁর পাদপদ্মে বিকিয়ে রাখে।

আত্মসমর্পণেই সুখ

ওমা,—মজা, মজা,—হরদম মজা! ওমা,—তাজা, তাজা,—হরদম তাজা! তাই বলি মা,—ডোব্‌, ডোব্‌, আরো ডোব্‌,—দেখবি, খুব দেখবি, প্রত্যক্ষ ক'রবি, প্রাণভ'রে দেখবি,—তাঁর রূপটা, আরও

কত রকম রূপ। আহা,—মরি, মরি, সে কথা কি বলা যায় মা,—সে কথা বলবার যে ভাষা নেই মা,—সে কথা বলবার যে শক্তি নেই মা! ওমা, সে কথা এ জগতের নয়! ওমা, সে রূপ এ জগতে নাই,—নাই কিছুতেই নাই! ওমা,সে হাসি,—হাসতে জানে না,—পারে না, কেউ পারে না! ওমা সে ভালবাসা মানুষ কি বুঝবে!

তাই সাধ হয় মা,—তোর মত আর সকলেও মাতুক, খুব মাতুক,—ডুবুক, খুব ডুবুক,—মজুক, খুব মজুক। দেখুক—ভাল ক'রে দেখুক,—প্রাণে প্রাণে বুঝুক,—এ জগতের স্বামীতে, আর সেই স্বামীতে কি তফাৎ; এ জগতের সুখে,—তা যে সুখই বল্ না,—আর সেই সুখে,—কি ভয়ানক প্রভেদ! ওহো হো,—মরি, মরি—কি আনন্দ, কি আরাম, কি প্রাণ-মাতান সোহাগ, কি প্রাণ-জুড়ান আদর!

তাই এ হাবাতে ছেলে,—আবার বলে, পায়ে ধ'রে বলে, মা,—ভোল্, ভোল্—সব ভোল্,—পা', পা'—খুব পা' তাঁকে,—তাঁকে, যাঁতে তোর সবই আছে। তাঁকে পেলেই সব পাবি, তাঁকে হারালে সব হারাবি।

ভায়েরা ও দিদিমণিরা এ হাবাতেকে মনে রেখেছে, একি কম আনন্দের কথা।

ওমা, তোর হাবাতে ছেলে আজ এই পর্য্যন্ত লিখে ক্ষান্ত হ'ল।

৩

মাগো,—তোর চিঠি প'ড়ে এ হাবাতে খুসী হ'য়েছে। তোর ভয় হয় যে তুই অমুক-তমুকের মত ডাক্‌বার সময় পাস্‌নে, তাই তোর বুঝি এ জন্ম সার্থক হ'ল না। আবার সাধ হ'য়েছে যে, গানটা লিখে পাঠাস্। তা যখন সাধ জেগেছে, ওটাকে পূরণ ক'রে ফেলিস্।

এখন তোর ভয়টার সম্বন্ধে একটা ছোট খাট গল্প শোন্ ঃ—

নারদ বেড়াতে বেড়াতে একদিন কৈলাসে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে সাধটাও হ'য়েছিল যে, জগজ্জননী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞেস্ করেন, তাঁর মত আর কেউ ভক্ত আছেন কি না।

শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ

নারদ কি মনে ক'রে আস্‌চে—এ কথাটা সেই গো'রবেটীর আগে থেকেই জানা ছিল। তাই চুলোমুখী নারদকে দেখেই ব'ল্লে,—"কি নারদ, আজ যে ঘেমে নেয়ে এঁসেছ! আর মনে হয়, পেট্‌টাও চুঁই-চাই ক'চ্চে। তা এস, ব'স।" তারপর একথা সেকথার পর ব'ল্লেন,—"নারদ, ঐ ঘরের ভেতর দুধের বাটিটা আছে, সেইটা এখানে আন দেখি"। নারদ বাটিটা আন্‌তে ছুট্‌লেন। ঘরে গিয়ে দেখেন যে বাটিটার কানায় কানায় দুধ। মা'র প্রসাদী দুধ প'ড়ে গেলে যদি একটা কাণ্ড-কারখানা দাঁড়ায়, এই ভয়ে নারদ পা-পা ক'রে সেই বাটিটাকে কোন রকমে নিয়ে এলেন। মা'র সাম্‌নে এলে পর মা ব'ল্লেন,—"নারদ, ঐ দুধটুকু তুমি খাও, আর বাটিটাকে মেজে ঘরে রেখে এস"। মায়ের হুকুম মত কাজ ক'রে নারদ আবার

মায়ের কাছে উপস্থিত। কিন্তু এই সামান্য কাজ ক'র্‌তে নারদের প্রায় ঘণ্টা খানেক বেরিয়ে গেল। তারপর আবার একথা সেকথার পর নারদ মা'কে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন,—"হাঁ মা, আমার মত তোমার আর কোন ভক্ত আছে?" ছেনাল বেটী কিন্তু উত্তরটা ঘুরিয়ে দিলে। ব'ল্লেন,—"হাঁ, তুমি তাদের মধ্যে একজন।" এ কথাটা কিন্তু নারদের ভাল লাগ্‌লো না। "তাদের মধ্যে একজন! তবে প্রথম নই!" এই কথাটা যখন মনে গুলোচ্ছিল তখন, হারামজাদী ব'ল্লে,—"নারদ, কথাটা ভাল লাগ্‌লো না? আচ্ছা, অমুক জায়গায় গিয়ে অমুক লোকের বাড়ীতে তিন দিন থেকে এলেই বুঝতে পার্‌বে।" সেই কথা শুনে নারদ মা'কে প্রণাম ক'রে পিট্টান দিলেন। যথা সময়ে সেই লোকটার বাড়ীতে দেখা দিলেন। লোকটা তখন ঘর-কন্নার কাজে ব্যস্ত থাক্‌লেও অতিথি এসেছে শুনে, পা ধুইয়ে দেওয়া, আসন এনে দেওয়া ইত্যাদি কাজ সেরেই, তাঁর আহারাদির বন্দোবস্ত ক'রে দিলে। নারদ মা'র হুকুম মত তিন দিন থেকে যা দেখ্‌লেন তাতে কিন্তু তাঁর মায়ের উপর মনটা আরো বিতিকিচ্ছি ধরণের হ'য়ে গেল। তিনি দেখলেন যে, লোকটা সকাল বেলা বিছানা হ'তে উঠে 'মা'-'মা'-'মা' ক'রে তিনবার ডাক ছাড়ে ও বলে,—"তোর কি কাজ ক'রতে হবে ক'রিয়ে নিস্‌।" আর সমস্ত দিন ভূতের ব্যাগার খেটে রাত্রে শোবার সময়—"অমুক জায়গা হ'তে চাল আন্‌তে ভুলে গেলুম, এই মাচাটার খড় দিতে সময় পেলুম না' ইত্যাদি কথা, ও 'মা' 'মা' ক'রে চেঁচিয়ে,—

অনাসক্ত কর্ম্ম—
"তাঁর মূর্ত্তি এঁকে হৃদে, কর্ম্ম যত যাবি সেধে।"

"তা মা তুই সময় ক'রে দিলে ও ক'রিয়ে নিলেই সব কাজ করা সম্ভব" ইত্যাদি ব'লেই নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। নারদের ঘুম নেই, কারণ নারদের কাজ সেই লোকটাকে দেখে নেওয়া। তিন দিন বাদে নারদ সে স্থান হ'তে বিদায় নিয়ে মায়ের কাছে উপস্থিত। মনে মনে বুদ্ধি এঁটে গেছ্‌লেন যে, মা'কে ভু-কথা ভাল ক'রেই শুনিয়ে দেবেন। যথা সময়ে মায়ের কাছে গেলে পর, ছুঁচোবেটী জিজ্ঞেস্ ক'ল্লে,—"নারদ, কি দেখ্‌লে?—কেমন কথা ঠিক নয়?" নারদ কিন্তু একটু মুচকে হেসে ব'ল্লেন,—"মাগো, সেই যদি তোমার ভক্ত হয়, তা হ'লে ভক্ত কথাটা লোপ পাওয়াই ভাল।" পাজী বেটী ব'ল্লে,—"কেন নারদ, সে কি কম ভক্ত? আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি, তুমি যখন ঘর থেকে দুধের বাটিটা এনেছিলে ও দুধটা খেয়ে বাটি মেজেছিলে, তখন কি আমার নাম ক'রেছিলে?" নারদ মা'য়ের কাছে কি ক'রে মিথ্যা কথা বলেন, সুতরাং মান্‌তে হ'ল যে পাছে দুধ চোল্‌কে পড়ে এই ভয়ে তিনি অতি আস্তে আস্তে এসেছিলেন ও দুধটার দিকেই নজর ছিল; সঙ্গে সঙ্গে আরও মান্‌লেন যে, মা'য়ের বাটি ভাল ক'রেই মাজা দরকার, সুতরাং বাটিটা মাজ্‌তেই মন ছিল। ঝাঁটা-খেগো বেটী আরো জিজ্ঞেস্ ক'ল্লে,—"আচ্ছা নারদ, তুমি যখন সে লোকটার বাড়ীতে ছিলে, কতটুকু আমার নাম ও কতটুকু তার ভাবনা ভেবেছিলে?" এ কথার কি উত্তর দিবেন, নারদ একেবারেই চুপ। তখন সেই মহাজঞ্জাল বেটী ব'ল্লে—"শোন নারদ, তুমি এই সামান্য কাজ ক'র্‌তে গিয়ে আমাকে পদে পদে

ভুলেছিলে, শুধু সময় আছে ব'লেই নাম গান করে। ওর কিন্তু ধ্যানটা আমার দিকে, কারণ যা কিছু করে সব আমার, যা কিছু নাড়ে চাড়ে সবই আমার; সে খালি মুটে বা চাকর মাত্র,—আমার সংসার, এ জ্ঞান সকল সময়ে তার গজ্ গজ্ করে। বুঝ্‌লে নারদ, এই জন্যেই ও লোকটা আমার প্রধান ভক্ত"। নারদ তখন জ্ঞানচক্ষু পেয়ে মা'য়ের শ্রীচরণ বন্দনা ক'রলেন। তারপর কে যেখানে যাবার বা থাক্‌বার গেলেন ও থাক্‌লেন। আমার গল্পটী ফুরালো, নটে গাছটী মুড়ালো ইত্যাদি।

'তাঁর সংসার'—জ্ঞানে কর্ম্ম-সাধন

তবে বুঝ্‌লি মা,—সংসার তোর নয়, ছেলে মেয়ে জামাই ইত্যাদি তোর নয়। তুই তাঁর জিম্মা জিনিসগুলা নাড়িস্ চাড়িস্, দেখিস্ রাখিস্—ইত্যাদি ভাবগুলো প্রাণে গেঁথে, কাজ ক'রে গেলেই ও সময় পেলে অন্য ভাবনা না ভেবে বা অন্য কথা না ক'য়ে, তাঁর ভাবনা ভাব্‌লে বা তাঁর কথা ক'ইলেই, তিনি খুব ধরা দেন। দেনাচুক্তি না হ'লে কিন্তু ছুটি নেই, নেই—কখনই নেই।

ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জন

হে,—অসু—জান্‌তে সাধ পোষে তাদের হ'চ্ছে কি না হ'চ্ছে। অত খতাবার দরকার কি? যে যত খতাতে যায়, সে তত ঠকে। তাঁর আমি, তিনিই ক'রে নেবেন। আমি চাই, চাই—তাঁকে চাই। যায় যাক্, সব যাক্—আমি তাঁর, তাঁর—তাঁরই হব। ছি, ছি, আবার,—আবার অসতী, ঘোর অসতী হ'য়ে এর-তার

ভাবনা, এর-তা'র কথা নিয়ে থাক্‌বো ? না, না,—কখনও না ! ঢের হ'য়েছে, বেশ শিক্ষা পেয়েছি, যেমন কাজ তেমনি ফল পেয়েছি,—না, না ঢের কম সাজা পেয়েছি,—হাঁ হাঁ আরো, আরো চোখের জলে ভাসা উচিত। ছি ছি, শত ছি ছি—না, না—হাজার ছি ছি, তাও নয় অসংখ্য—অসংখ্য ছি ছি ! আমি সোণা ফেলে আঁচলে গেরো বেঁধেছি, আমি,—আমি মহা-পাপীয়সী, আমি,—আমি দ্বিচারিণী, শতচারিণী, সহস্রচারিণী। ওহো-হো ! কি সাহস, কি দাপট্, কি সাধ, কি সতী ! তাই,—তাই মাথা তুলে বেড়াই, তাই,—তাই 'আমি মানুষ' ব'ল্‌তে ঘৃণা হয় না, তাই,—তাই দশজনের একজন আমি, এই ধারণা পুষি, তাই,—তাই অমুক হ'ল না—তমুক হ'ল না ব'লে আক্ষেপ করি, তাই,—তাই নিজে সতী সেজে পরের গলদ দেখে বেড়াই, তাই—তাই আমার অমূল্য-নিধি, আমার প্রাণজুড়ান ধন, আমার আদরের—বড় আদরের, আমার সোহাগের, আমার গরবের সামগ্রী হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি। ওহো-হো ! তাই,—তাই সেই হাসি, সেই আলাপ, সেই মিলন, সেই চুম্বন, সেই, সেই—সেই সব হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি। তা হবে না—হবে না ? আমি ছার বসন-ভূষণ, ছার দু মিনিট পাঁচ মিনিটের সুখ, ছার পুতুল, ছার সামগ্রী—ছি ছি যত কিছু ছার, ছার,—মহাছার জিনিসের সাধ পুষেছিলুম ! তাই না,—তাই না, প্রেমের বসন, জ্ঞানের ভূষণ ইত্যাদি গহনা হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি ! ধিক্, ধিক্—শত ধিক্—সহস্র ধিক্ ! ঢের হ'য়েছে—আর নয়—আর নয় ! চাই, চাই—প্রাণধনে, কেবলমাত্র প্রাণধনে চাই। এই

সহজ-সাধন

দেহ, মন, প্রাণ—সব তাঁর,—হাঁ, হাঁ তাঁর মন্দির—তাঁর বিহারস্থল। সুতরাং আর কোনো মূর্ত্তি আঁক্‌বো না, আঁক্‌বো না,—কখন আঁক্‌বো না; তবে ত—তবে ত আমি তাঁর হ'ব। অতি প্রত্যুষে উঠ্‌বো, রাত্রে দশটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে শোব, সময় পেলে ও সুবিধা হ'লে বায়ুসেবন ক'র্‌বো, অল্পভাষিণী কিন্তু মিষ্টভাষিণী হ'ব, সত্যবাদিনী হ'ব ও দীনার দীনা হ'য়ে র'ব। তবে—তবেই, চোখের জলে ভেসে ভেসে কর্ম্মক্ষয়—পাপক্ষয় হবে, তবে—তবেই প্রাণে প্রেমের অঙ্কুর গজাবে। তবে—তবেই তাঁর প্রেম-সিঞ্চনে নীরস প্রাণ সরস হবে, তবে—তবেই জ্ঞান-পুষ্প ও প্রেম-ফল দেখা দেবে। তবে সঙ্কল্প—দৃঢ় সংকল্প চাই,—চাই তাঁকেই চাই; জগৎ তাঁর, আমিও তাঁর; তিনি জগন্ময়—আমিও তবে তাঁতেই আছি।

মাগো, এ হাবাতের এ মূর্খের, এ অধমের নেই—নেই—কিছু নেই, যে দেয়। তবে মা,—এ হতচ্ছাড়া পোষে—সাধ পোষে—তোদের সকলের হাসি মুখ দেখ্‌তে, আর তোদের সকলের পায়ের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখ্‌তে। ভাই ব'নেদের ভালবাসা জানাস্‌।

মাগো,—'হপ-শাস্ত্র' গুড-ফ্রাইডের ছুটীর সময় দেড় দিন কাশীতে ও দুদিন ক'লকাতায় তোর এ হাবাতে ছেলেকে যেতে হ'য়েছিল। কাশী যাবার মতলব ছিল বটে, কিন্তু ক'লকাতায় যা'বার অভিপ্রায় আদপেই ছিল না, তাই কাউকে আগে জানান হয় নি। মানুষ নিজেকে কর্ত্তা-গিন্নী মনে করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। সেই কারণেই এ মূর্খটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওমুখো হ'য়েছিল। ফলতঃ, জানা গেল যে, দুদিনের জন্যে নিয়ে গিয়ে কতকগুলো কাজ সেধে নিলে। কালীঘাটের মা, তোরা ও আর আর সকলে, যাঁরা এই খবর পেয়ে দৌড়ে আস্‌তে পারিস্ নি, হয়তো ছার কপালগুলোকে ধিৎকার দিবি, আর হয় ত মুখে না বলিস্, মনে মনে ব'লে ফেল্‌বি,—"একবার কি পোড়ামুখটাকে নিয়ে আস্‌তে নেই?" কিন্তু মা, ব'ল্‌তে কি দু'দিনেই মেয়ে-পুরুষের এমনি গাদি মেরেছিল যে, এ হাবাতের প্রাণে তোদের কথা জাগিয়ে দিলেও, অতটা—এমন কি কালীঘাটের দিকে যাবারও সময় ছিল না। গত বৃহস্পতিবার দিন ফিরে এসে দেখি, প্রায় চল্লিশখানা চিঠির মধ্যে তোর চিঠিখানাও র'য়েছে। ক'দিন আবার আপিসের কাজের কম ছিল না। তাই, তাগাদার চিঠিগুলোর উত্তর দিয়েই হাঁপ ছাড়্‌তে হ'য়েছে। মনে হয়, এখনও ষোলখানা চিঠির জবাব দিতে আছে।

গানটা প্রাণের আবেগেই বেরিয়েছে। আর একটু শুধ্‌রে নিলে ভালই হবে। সময়ের অভাব ব'লে, ইচ্ছা থাক্‌লেও সেটা

হ'য়ে উঠলো না। কবে সময় হবে 'কর্ম্মকর্ত্তা'ই জানেন! তোর চিঠিখানা প'ড়ে মনে হ'ল তোর প্রাণে বিষাদের ঢেউটা তলিয়ে গিয়ে, ভাবি-সুখ-আশার ঢেউগুলো জেগে উঠেছে। তাই, আজীবনের কথাগুলো প্রাণে গজ্‌গজিয়ে উঠ্‌লেও, হাল্‌ফিলের অবস্থাটা ভেবে তাঁর মঙ্গল-বিধানটাই দেখ্‌তে পেলি। ওমা,—

'দুঃখই সুখের সোপান'

ব'লতে কি ইহজগতের সুখগুলোকে গু-মুৎ ঠাউরে ও ইহজীবনের শোক-তাপগুলোকে মুখ বুজে স'হে গেলে দেখ্‌বি, বুঝ্‌বি ও জান্‌বি যে, এ জগতের সুখ কি তুচ্ছ, কি হেয় ও কি অকিঞ্চিৎকর! তখন সব ভাবনা, সব ব্যথা ও সব জ্বালা সেই অভয়পদে দিয়ে হাস্‌বি—খুব হাস্‌বি। আর এতদিন যেগুলোকে 'আমার' 'আমার' ক'রে আঁক্‌ড়ে কামড়ে ব'সেছিলি বা এখনও যে ভাবে আছিস্ সেই—সেইগুলোকে হাস্‌তে হাস্‌তে বিসর্জ্জন দিতে পারবি,—খুব পারবি। তখনই,—তুই বল্ ও আর দশজনে বল্,—এক একজন মা'য়ের মেয়ের-মত-মেয়ে অর্থাৎ বীণাপাণি ও লক্ষ্মীদেবী হ'য়ে প'ড়্‌বি। তখন একজন তাঁর নাম-গানে বা জগৎকে জ্ঞানচক্ষু-দানে ব্যস্ত থাক্‌বি, আর কেউ বা দশজনের সেবায় লক্ষ্মীদেবীর মত নিযুক্ত থাক্‌বি। হায়! নারীকুলের উপযোগী শিক্ষার অভাবে তাঁরা পেত্নীর মত হ'য়ে আছেন। তাই 'আমার' 'আমার' বুলিটা তাঁদের গলার হার বা 'নেক্‌লেস্' হ'য়ে আছে, তাই "হায়, হায়" বুলিটা হরিনামের মালা হ'য়ে আছে, ও তাই ঘরটা কান্নার- হাট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মা,

জানিস্—প্রাণে কথাটা গেঁথে রেখে দিস্—যে যাঁরা দেনা-চুক্তি হিসাবে জগতের কাজগুলো সেথে যান ও যাঁরা তাঁকেই মা, বাবা বা প্রাণবল্লভ জেনে, কেবল

পরমধন-লাভের উপায়

তাঁরই আশায় জীবনধারণ করেন, তাঁদের তিনি শিশু-অবস্থা হ'তে যৌবনারূঢ়া ক'রে তাঁরই দাসীপদে বরিতা করেন। তবে যাঁরা সত্যবাদিনী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, সরলা ও ধীরা হ'য়ে নিজ নিজ দেহটাকে রক্ষা করেন ও নিজ নিজ সংসারটা তাঁরই সংসার ভেবে কাজ সেথে যান,—তাঁরাই তাঁর পাটরাণীপদে অধিষ্ঠিতা হন। পাটরাণী হবার সাধ হ'লে ও চির-সুখ, চির-আনন্দ, চির-আরাম ও চির-বিহারের আশা পুষলে,—মনটা এ-তা ভাবলে বা বুকটা এ-তা ছবি তুল্‌লে, বা কণ্ঠ এর-তার কথায় থাক্‌লে, জড়-প্রধান মনের অংশটাকে বলা দরকার, ধীৎকার দেওয়া চাই,— "তুই আমায় (অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত মনের ভাগটাকে) কুলটা—ব্যভি-চারিণী ক'রে দিচ্ছিস্। ওহো আবার—আবার কাঁদ্‌বার—কাঁদাবার, জল্‌বার—জ্বালাবার ও গু-মুতে ভাস্‌বার—ভাসাবার চেষ্টায় ফির্‌চিস্—ফেরাচ্ছিস্! না—না, আর নয়—আর নয়, ঢের হ'য়েছে, তাদের বুঝেছি—জেনেছি! থাক্ থাক্, তুই ও তোর সঙ্গিনীরা—এখানকার ঘরকন্না নিয়ে। আমি—আমি চাই, চাই আমার

বিসর্জ্জন-মন্ত্র

প্রাণেশ্বরকে, আমার প্রিয়তমকে, আমার প্রাণবল্লভকে। যায় যাক্ কুলমান, যায় যাক্ কাম-কাঞ্চন, যায় যাক্ একুলের আত্মীয়-স্বজন! আমি দিব—

নিশ্চয় দিব—ধন-জন,জীবন-যৌবন বিসর্জ্জন—সেই প্রণয়-পয়োধির রাঙ্গাচরণে! আমি থাক্‌বো—নিশ্চিত থাক্‌বো, তাঁর—তাঁরই ধ্যানে! আমি ক'রবো—ঠিক ক'রবো—তাঁর নাম-গান প্রাণে প্রাণে। আমি জুড়াব—নিশ্চয় জুড়াব এই দেহ-মন-প্রাণ,তাঁরে বুকে ধ'রে, তাঁর শ্রীমুখামৃত পান ক'রে ও তাঁর শ্রীচরণ সেবা ক'রে। রে জড়প্রধান মন! এতদিন তোর কুহকে ম'জে ডুবে,—সেই প্রাণ-চাঁদকে, সেই হৃদয়-দেবতাকে ও সেই প্রেমের-খনিকে ছেড়ে—ওহো! দূর ছাই ক'রে—কি জ্বালায় না জ্ব'লেছি! তাই বলি, তুই নে, নে বিদায় নে,—ইহজীবনের জন্যে নয়, চির-কালের তরে বিদায় নে। আর না হয়,—আয় আয়, দুজনে মিলে তাঁর রূপ হৃদয়ে আঁকি ও তাঁর নাম গান করি। পাবি, পাবি, নিশ্চয় পাবি,—সেই সুখ, সেই শান্তি ও সেই আনন্দ যা এ ধরায় পাস্‌নে! পাবি, পাবি ঠিকঠাক পাবি, সেই প্রাণ-ঢালা-ঢালি, ভালবাসা-বাসি, যা স্বপনেও ভাব্‌তে বা মনে ক'রতে পারিস্ নে! মেটাবি—নিশ্চিত মেটাবি,—সেই প্রেমের তৃষ্ণা যার জন্যে তুই কাঙ্গালিনী! থাক্‌বি না—কখন থাক্‌বি না,আর অনাথিনী বা ভিখারিণী সাজে! হ'বি,হ'বি—রাজ-রাজেশ্বরী! ব'সবি, ব'সবি —রাজ-রাজেশ্বরের বামে! আর ভাস্‌বি—

অনন্ত-বিহার

খুব ভাস্‌বি বিহার-সুখে! সেই বিহার-সুখ পাবি,—যাতে বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই ও লজ্জার ব্যবধান নাই। আরো পাবি,নিশ্চিত পাবি—সেই বিহারের ফল, সুফল—অনন্ত-জীবন ও অনন্ত-সুখ"।

মাগো,—কথাগুলো বুঝে, তাঁর নামটা উজ্জ্বল বর্ণে ও উজ্জ্বল অক্ষরে বুকের ও সর্ব্বশরীরের ভিতরে আছে ধারণা ক'রে—নামেই ডুবে যা। তা হ'লেই, চৈতন্যশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের সম্মিলিত মহাশক্তির আস্বাদ পেয়ে এ ভবের খেলা চিরকালের তরে সাঙ্গ ক'রবি।

নাম করিবার বিধি

আজ এই পর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত ম——ভায়ার চিঠি কাল পেয়েছি। সকলে মনে হয় ভালই আছে। তবে ভাল জিনিষ পেলেই ঠিক ঠাক ভাল থাকা সম্ভব।

দিদিমণি,—কদিন হ'ল তোমার চিঠি এ হাবাতে পেয়েছে। কিন্তু ব'লতে কি,—মনটা পুরাণ রাস্তা ছেড়ে নূতন রাস্তা ধ'রে চলবার ফিকিরে আছে ব'লে তোমার মত কত অভিমানী অভিমানিনীর ততটা আদর অভ্যর্থনা ক'রতে রাজী নয়। তাই কারু কারু ভাগ্যে 'ফোকা'টাই উঠ্‌চে! এইটা উঠে তাদেরই ভাগ্যে, যারা জাগতিক সাধ অসাধ নিয়ে এ মুখপোড়াকে চিঠি লেখে।

দিদিমণি,—তুমি লিখেছ যে এ মূর্খের কাছ থেকে "উপদেশ পেতে বড়ই ব্যাকুলা হ'য়েছ"। তা কিন্তু ব'লে ফেলি,—যদি যথার্থই ব্যাকুলা হ'য়ে থাক,তা হ'লে তোমার চিঠি লেখা হ'তে এ লেখাটা পাওয়া পর্য্যন্ত কত কি উপদেশ আপনা আপনি পেয়েছ। আর, যদি মুখের কথায় ব্যাকুলা হ'য়ে থাক, তা হ'লে এই চিঠিতেও যা পাবে, তাতেও শান্‌বে না।

মানুষ সৎশিক্ষা পাবার জন্যে এর-তার কাছে ছোটে, এ-তা বই পড়ে ও কত তীর্থ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু দিদিমণি, এই কথাটা মনে রেখো যে, যাদের হয়, তাদের দু-এক কথায় বুক,পেট মাথা ভর্ত্তি হ'য়ে যায়, সুতরাং তারা সেই কথা মাফিক্ চ'লে কাজ উদ্ধার করে।

তুমি সকলকে সুখী ক'রতে প্রয়াসিনী; এ সাধটা ভালই ব'লতে হবে। অল্প কথায় তোমার সাধ মেটাবার ফন্দিটা জেনে রাখ। সেটা এই:—

নিজ মন ক'রে বশ,

পর হয় তবে বশ।

এখন হয়তো ব'লে ফেল্‌বে,—"মনকে যে বশে আনতে পারি না"। কিসের জন্য মন বাগ্ মানে না? অমুক তমুকের এ-তা দেখে বা শুনে ও এর-তার ভাবনা ভেবে, বুকটা ও মাথাটা, অন্ধকারে 'কি-যেন-কি' রকম হ'য়ে আছে না কি? সাধ ক'রলেই যে সাধ মেটে, তা ত নয়; আর ভাবলে, ভাবনাটা ছাড়া আর কিছু লাভ হয় কি? যে কাজে লাভও নেই বরং লাভের মধ্যে অশান্তি কেনা, এমন কাজ করবার কি দরকার? তা ব'লে ফেল্‌বে,—"পোড়া মনকে বাগ্ মানাতে যে পারিনে"! বলি, তোমরা ত সোমত্ত হ'য়েছ,—আবার ঘর বর পেয়েছ। তার উপর কেউ কেউ ছেলে-মেয়ের বাপ-মা সেজেছ, এমন কি কর্ত্তা-গিন্নী সেজেছ। তবে তোমরাই ত ঘর-কন্না গোছাবার, ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষা দেবার ও লোকজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার ভার ও সুযোগ পেয়েছ। বলি হাঁ দিদিমণি,—তোমাদের দেখেই ত ছেলে-মেয়ে তৈরি হবে, দশ জনে প্রাণ ঢেলে কাজ ক'রবে ও লোকজন 'সহবৎ' শিখ্‌বে? এখানে সেখানে লাফালাফি করা, এর-তার ছবি বুকে তোলা, এর-তার কথায় থাকা, এর-তার ভাবনা ভাবা, এ-তা সাধ পোষা, অসত্যবাদিনী হওয়া বা বিলাসিতায় ডুবে থাকা,—এইগুলি কুলটার রীতি নয় কি? কুলটার সঙ্গে থাকলে আরও দশজন কুলটা হবার কথা নয়

অভাব অশান্তির কারণ।

কি? এ রকম নর-নারীর ছেলে পুলে ভাল হবার কথা কি? নিজের নিজের গলদ না দেখে যারা পরের গলদ দেখে বেড়ায়, তারাই ভূত-পেতনী নয় কি? এই ভাবে চ'লে চিত্তশুদ্ধি বা মন-স্থির করা সম্ভব কি? কিন্তু, যাঁরা নিজের গলদ দেখেন তাঁদেরই দেবদেবী হ'য়ে যাবার কথা নয় কি?

কথা কটা তবে মনে রেখো। শুধু মনে রাখা নয়, সেই-ভাবে চ'ল্লে,—দুঃখ, মনস্তাপ, অভাব ও অশান্তির মধ্যেও হাস্‌তে হাস্‌তে ও হাসাতে হাসাতে খেলা সাঙ্গ ক'রবে। তার উপর লাভ হবে,—অনন্ত-জীবন, অফুরন্ত-সুখ, প্রাণভরা-আনন্দ, দিব্য-চক্ষু ও প্রেমের ফোয়ারা। বলি হাঁ দিদিমণি,—যখন এই ঘরে, এই দেহে ও এই মনে এত ভাল যা-কিছুরও আয়োজন আছে, তখন, যেখানে দুদিনের জন্যে এসেছ এমন স্থানের সুখের জন্যে ম'জে ডুবে থাকতে চাও কোন হিসাবে? তবে ব'লতে পার,—"মানুষ তবে কেন এখানকার মজা উড়োবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়?" তার উত্তর এই—আসল মজায় কি মজা ও কত সুখ আছে সেটা ছেলেবেলা হ'তে শিক্ষা না পেয়ে, মানুষ ভূত-পেতনী, বানর-বানরী বা কুলটা সেজে আছে। যারা এই রকম বিতিকিচ্ছি ধরণের শিক্ষা দিয়েছে তারা ব'লে বেড়ায়—"[illegible], তোমাদের মত চ'লতে হ'লে ঘর-সংসার ছাড়তে হয়"। তা দিদিমণি,—যারা ঘর-সংসার ছাড়তে বলে বা যারা নিজেরা ম'জে [illegible] গুয়ের পোকা হ'য়ে গুয়ে থাকতে সাধ পোষে,—দু দলেরই জন্যে এ কথাগুলো নয়। নিম্নলিখিত কথাগুলো পালন করবার চেষ্টায়

থেকো, তা হ'লেই সব অভাব-অশান্তি দিনের দিন মুখ ঢেকে নেবে।

অভাব অশান্তি বিমোচনের উপায়।

১। একজন আদর্শ পুরুষের বা দেবীর মূর্ত্তি ঘরে রাখবে।

২। তাঁকেই,—জ্ঞানময়-জ্ঞানময়ী, প্রেম-ময়-প্রেমময়ী, শান্তিময়-শান্তিময়ী ও আনন্দময়-আনন্দময়ী এবং আপনার (অর্থাৎ পাতান নয়) 'বাপ'-'মা' বা 'প্রাণবল্লভ' ব'লে জান্‌বে ও মান্‌বে।

৩। তিনি সব জানেন ও তাঁরই ঘর সংসার জেনে,—এমন কি, নিজের দেহ মনটাও তাঁর ভেবে,—ভাবনা বাসনা, সুখ দুঃখ, সব সেই চরণে ফেলে দেবে। ঠিকঠাক আপনার ভাবলেই ও এ-তা ভাবনা বা সাধ পুষে না রাখলেই, তিনি তোমাদের সব ভার নেবেনই নেবেন। যখন দেখ্‌বে যে তিনি ভার নিচ্চেন না, তখন জান্‌বে তোমরা তাঁকে ঠিকঠাক কর্ত্তা-গিন্নী সাজাতে পারনি।

৪। দুঃখ, কষ্ট বা অভাব হ'লেই বুঝবে যে তোমাদের কুকর্ম্মের বোঝাগুলো ক'মে যাচ্চে। নিশির পর দিবা বা অন্ধকারের পর আলো, এইটাই বিধাতার বিধান; সুতরাং দুঃখ কষ্টগুলোই সুখ পাবার আয়োজন। কিন্তু যারা এখানে সুখ পাচ্চে, অথচ যারা জড় চিন্তায় ও কার্য্যে ডুবে র'য়েছে, তাদের ভাগ্যে দুঃখগুলো মাপা র'য়েছে। জেনে রাখ যে দুঃখ কষ্ট পেলেই বুক বেঁধে, ধৈর্য্য ধ'রে ও হাসি-মুখে স'হে গেলে,—

তিনি—সেই জগজ্জীবন বা জগজ্জননী তোমাকে ধুয়ে মুছে নেবেনই নেবেন।

৫। "এ সংসারটা দেনা-চুক্তি করবার হাট বাজার"—এই ভাব মনে গেঁথে রাখবে। যাঁরা আত্মীয় আত্মীয়া সেজে এসেছেন তাঁরাই পাওনাদার। ঠিকঠাক দেনা-চুক্তি হিসাবে কাজ সেধে, দেনা-চুক্তি ক'রে গেলেই,—কর্ম্মক্ষয় হ'য়ে যাবে। তখন একদল গণেশ ও কার্ত্তিক ঠাকুর সেজে ও আর একদল লক্ষ্মী ও সরস্বতী সেজে, খেলা সাঙ্গ ক'রে হাস্‌তে খেল্‌তে আনন্দময় লোকে চ'লে যাবে।

৬। ঈর্ষ্যা, উচ্ছ্বাস, ভাবনা, বাসনা, অসন্তুষ্ট-চিত্ততা, অসত্য-বাদিতা, পরচর্চ্চা, অভিমান, অধৈর্য্য, মুখরতা ও অলসতা এলেই জেনে রাখবে যে জিৎতে পাল্লে না—বেজায় রকম হার হ'ল।

৭। মনে মনে সেই অবতার পুরুষের বা দেবীর নামটা জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে ধারণা ক'রবে ও তাঁর পাদপদ্ম ও নাম সর্ব্ব-শরীরে আছে, জেনে রাখবে।

৮। তুমি কি ক'রছ বা না ক'রছ, বাহ্যিকভাবে তা দেখাবে না বা কাউকে ব'লবে না।

৯। "তাঁকে ভালবাসতে পাল্লুম না"—ব'লে করুণভাবে তাঁর কাছে ভিক্ষা ক'রবে,—"ভালবাসা শিখিয়ে দাও"।

১০। সত্যবাদিনী, কর্ম্মঠা ও হৃষ্টচিত্তারা তাঁর বড়ই আদরের ধন।

আজ এই পর্য্যন্ত।

ওরে ছুঁচো বেটী,—একে তাকে চিঠি লেখবার কথা। কিন্তু তুই তাঁকে কি বাঁধনে বাঁধচিস্ যে, তোর বেলা 'একচোখোমি' ক'রতে হুকুম দিচ্চে। তাই তোর চিঠি পেলেই 'লেখ্ লেখ্' ক'রে তাগাদা করেন। ওরে হারামজাদী, তাগাদার চোটে এ পোড়ারমুখোর প্রাণ 'যাই যাই' ক'চ্ছে। তা জগৎ যদি হাসে,এ পোড়া প্রাণটা অনন্তদুঃখ পেলেও,আনন্দের—মহাখুসির কথা।

ওমা, তুই বার বার যা চাচ্ছিস, তা তুই পেয়েছিস্। পেয়েছিস্, নিশ্চয় পেয়েছিস্,—এই কথায় বিশ্বাস ক'রে থাক্ দেখি, তা হ'লেই বুঝবি—জানবি—যে পেয়েছিস্ কি না। তোর দেহ ও মন যখন তোর নয়, তখন তোর ভাবনা কিসের ? তাঁর যখন, তিনিই যা দিয়ে হ'ক সাজাবেন। তোর তবে চাইবার কি আছে ? শুধু তোর মনে এই ভাবটা গেঁথে যাক্ যে, তোতেই তিনি আছেন ও তোর যা কিছু তাঁর। তা হ'লেই 'বাজিমাৎ'। তা হ'লেই খেলা চুক্তি। তা হ'লেই হাসি—হাসি—অফুরন্ত হাসি। তা হ'লেই হারাধনের সঙ্গে মিলন,—চিরদিনের মিলন। তা হ'লেই আনন্দ,—অপার আনন্দ। তা হ'লেই বিহার—সেই বিহার, যাতে লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ ও সংশয় নেই। তা হ'লেই নেবার ব্যবস্থা থাক্‌বে না ; তবে থাক্‌বে,—নিশ্চয় থাক্‌বে, জগৎকে দেবার ব্যবস্থা। কি দিবি ? দিবি—জ্ঞান ও প্রেম। দিবি, জীবন—আদৎ জীবন।

ওরে,—ঘটি, গেলাস, জালা, কলসী প্রভৃতি জিনিষে যখন জলটা থাকে, তখনই 'আমার' 'তোমার' বিচার থাকে ; কিন্তু যেই মহানদীতে মিশিয়ে যায়, অমনি একাকার হ'য়ে যায়। যতই এগিয়ে প'ড়বি, যতই দেহ-জ্ঞান ঘুচে যাবে ও যতই মায়ামোহের হাত এড়াবি, ততই,—তোর স্বামীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবি। আবার দেখ্‌বি, সে চেহারা নেই,—আছে তোর আদৎ স্বামীর চেহারা মাত্র। যখন মানুষ মনে থাকে, তখনই চেহারা থাকে। মনটা আত্মা হ'য়ে গেলে, প্রথমে চেহারা ব'দলে যায়, পরে চেহারা লোপ পায়। তখন বুঝবি, জান্‌বি ও প্রত্যক্ষ ক'রবি যে,—স্বামী, ছেলে, মেয়ে, বাপ, মা বা গুরুর কোন ভেদাভেদ নেই। একটু ধৈর্য্য ধ'রে, একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ও শরীরটাকে রক্ষা ক'রে কাজ সেধে যা, অনেক খেলা দেখবি। তবে যা দেখবি বা শুনবি গোপন ক'রে রাখা চাই। আর এক কথা,—যত দুঃখ কষ্ট পাবি, ততই মনে মনে ও প্রাণে প্রাণে হাসবি, আর ছবির কাছে এসে ব'লবি,—"বাবা, তুমি যথার্থই ভালবাস।" তা হ'লেই ছবির মানুষ ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়বেন।

মনের ক্রম-বিকাশ—রূপ হইতে অরূপে গতি

ওমা,—যত মানুষের সঙ্গে দেহ-সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে, তাদের মনের দিকে নজর রাখবি, ততই মানুষ কি ধাতের বুঝবি। দেহগুলো যে বিষম মায়ামোহের আয়োজন,—তখন প্রত্যক্ষ ক'রবি। দেহ-জ্ঞান ঘুচ্‌লেই দেখ্‌বি,

এই চোখেই দেখ্‌বি যে, কেউ মরে না। তখন আরো দেখ্‌বি,—যে ম'রে আছে,—ভূত পেতনী সেজে আছে—বা ছাগল, বানর, ঘোড়া, গরু, কুকুর ও বিড়াল হ'য়ে আছে তারা,—যারা দেহ-জ্ঞান নিয়ে আছে। তখন বুঝ্‌বি,—মানুষ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হওয়া, দু'চারটি কথা নয়। তখন মনের ও আত্মার বিহার-সুখ পাবি।

জ্ঞানের ও প্রেমের মিলন—অনন্ত-বিহার

তখন জ্ঞানের ও প্রেমের মিলন অনুভব ক'রবি। তখন রাধাকৃষ্ণের মিলন কি,—বুঝ্‌বি। তখন গৌরী-পীঠের ও শিবলিঙ্গের মিলন—অভেদ্য মিলন—দেখ্‌বি। তবে মনে থাকে যেন,—মায়া-মোহের গাঁটরি-পুঁটরি সেজে থেকে, চাস্‌নে, চাস্‌নে,—এইগুলো দেখ্‌তে ও বুঝ্‌তে ; সাধ রাখিস্‌নে,—এই বিহার বা মিলন-সুখ উপভোগ ক'রতে। ওরে সময়ে এ সাধ তিনিই মেটাবেন। হাঁ, হাঁ—মেটাবেন—নিশ্চয় মেটাবেন,—যদি প্রাণের তার একসুরে বাজে, যদি মনটাকে এই সাধের নদীতে নোকা করা যায় ও যদি কায়মনোবাক্যে **'তাঁরই সব'**—এই জ্ঞান

স্বামী বা গুরু কে ও কি প্রকার আচরণ বিধেয়

'টনটনে' ক'রে রাখা যায়। কে তার বাঁধে আর কেই বা বাজকর ? ওমা,—গুরু, শ্রীগুরু ও পরমগুরু। ওমা,—স্বামীই গুরু, গুরুই স্বামী,—ওমা,—দেহস্থিত আত্মাই গুরু ও স্বামী। ওমা,—গুরুকে দেহী মনে ক'রলে লাট খেয়ে যেতে হয়। নিজ দেহটাকে কিন্তু তাঁর বৈঠকখানা ভেবে যথাসম্ভব যত্ন ক'রতে হবে। লাট খেতে হয়—এই দেহটাকে নিয়ে মজা উড়াবার সাধ পুষলে।

এই কথা বার বার কেন বলাচ্ছেন,—বুঝেছিস্ কি ? ওরে এই দেহ-জানের ব্যবস্থা ক'রেই এই কান্নার ধন্নায় এসে গেছিস্। আর না, আর না—ঢের হ'য়েছে ! এবারেই ও ব্যবস্থা প্রাণ হ'তে মুছে ফেলতে হবে।

মানুষের অধৈর্য্য-ভাবের জন্যে এই দশা। এই জন্মের কটা দিন মুখ বুজিয়ে থাকলে ও ছোট সুখের বা শান্তির বা মজা উড়াবার প্রত্যাশা ত্যাগ ক'রলে,—চিরসুখ, চিরবিহার ও চির-জীবনটা মুঠোর ভিতর।

সন্তুষ্ট-চিত্ততার সুফল

আজ হ'তে তোর কি কাজ শুনে রাখ্, শুধু শুনে রাখা নয়, সেই মাফিক চ'ল্‌বি :—

একখানা খাতা ক'রবি। খাতাতে প্রথমেই ইষ্টনামটা ফাঁদ্‌বি। তারপর যা যা শেখাবে বা প্রাণে জাগাবে, গুছিয়ে লিখ্‌বি। পেন্সিলে নয়, কালিতে লিখবি।

সত্য—ঠাকুর সত্য—তোর ও ছেলে-মেয়েদের আদরের ধন ক'রবি ও করাবি। ছেলে মেয়েদের শেখাবি যে তাদের 'ঠাকুর' তাদের ভিতর সাদা 'ধবধবে' চাঁদের বর্ণে আছেন। ছবিতে যে মূর্ত্তি সেই 'ঠাকুর'ই তাদের মধ্যে আছেন। ব'লে দিবি,—যে যতটুকু ছবিকে ভালবাস্‌বে, সে সেই ভাবে দেব-দেবী হ'য়ে প'ড়বে। তবে যত কম কথা কইবে ও কারু কথায় না থাক্‌বে ও সত্য কথা ব'লবে, ততই তার সব ভার তিনি নেবেন।

ছেলে মেয়েদের শিক্ষা

ওমা, পূর্ব্ব-সম্বন্ধের কথা না জানাই ভাল। জড়-প্রধান মন নিয়ে ঘর ক'রে ও দেহজ্ঞানটা 'টন্‌টনে' রকমের রেখে, এই সম্বন্ধের কথা জান্‌লে, উন্নতি-সাধনের চেয়ে পতনের সম্ভাবনা খুব বেশী। ওরে—নারীর পুরুষকে 'বাবা' ব'লে ও পুরুষের নারীকে 'মা' ব'লে প্রাণে প্রাণে জানা ও সেইভাবে চলা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বেলা সাধারণ ভাবে চলা বিধেয়।

সাধক-সাধিকার জাগতিক সম্বন্ধ

ওরে,—ছেলে-মেয়েই প্রধান শিষ্য-শিষ্যা; আবার ছেলে-মেয়েই কালে বাপ-মা হ'য়ে দাঁড়ায়। তা এই বিধানে তুইও এ হাবাতের মা। তা হ'লে এ হাবাতের ঐ মাই দুটো ছড়বার অধিকার আছে। বল্, মাই খেতে দিবি? তবে তাদেরই মাই দুটো ছ'ড়তে লাগে ভাল, যারা নিজের দেহটাকে তাঁর দেহ মনে করে ও সত্যটাকে বিশেষ ভাবে আদর করে। মনে কিন্তু ময়লা থাকলে, প্রাণটা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে আসে।

গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ

মা'র কাছে ছোট ছেলের, বা ছোট ছেলের কাছে মা'র, বা বাপের কাছে ছোট মেয়ের, কোন লজ্জা সরম থাকে না। এই ভাব যখন হবে, তখন বুঝ্‌বি মনের ময়লা কেটে গেছে। তা ব'লে, অন্য পুরুষের সঙ্গে ঐ ধারায় চলা কিছুতেই উচিত নয়, বরং খুব তফাতে তফাতে থাক্‌তে হয়।

আজ এইখানেই সাঙ্গ করা যাক্। কারণ, এখনও আট-দশ-খানা চিঠি লিখতে আছে।

তুই ঠিকঠাক জানিস্—যে বুক বেঁধে থাক্‌লে, তোকে আর 'গোপ্‌তা' খেতে হবে না। আরো জানিস্—তোকে দিয়ে কত-কটা কাজ করাবেন। সে কাজ ক'রবার শক্তি কালে তিনিই দেবেন। তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্।

মা,—কাজের, দৌড়াদৌড়ির, লোকজন আসার ও চিঠি লেখার শেষ ছিল না ব'লে, সকলের চিঠির জবাব দেবার 'ফুরসৎ' ছিল না। আবার সময়ে সময়ে 'ফুরসৎ' পেলেও, মনটাকে ও 'খোলটা'কে যথাসম্ভব তাজা ক'রে নেবার জন্যে, একটু রেহাই দিতে হ'য়েছিল। সব দিক বজায় ক'রে চলাই—ধর্ম্ম। তবে সবের মধ্যে, যে কাজ ক'ল্লে সময়টা বাজে-খরচের হিসাবে পড়ে, সেই গুলোকে ছেঁটে বাদ দিতে হবে। সেই-

ধর্ম্মজীবনের অঙ্গ—পূর্ব্ব অভ্যাস ও লোক-সঙ্গ ত্যাগ

গুলোকে বাদ দিতে হ'লে, আগেকার অভ্যাস ও সঙ্গ যথাসম্ভব ত্যাগ করা দরকার। এই ধারায় চ'ল্লে কিন্তু প্রথমে 'ফিস্ ফিস্' 'গুজ্ গুজ্' হ'তে ক্রমে 'হাউ-চাউ' উঠে যায়। একেবারে 'ফিস্ ফিস্' ও 'গুজ্ গুজ্' হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু নিজে নিজে ধৈর্য্য ধ'রে থাকলে আর 'হাউ-চাউ' উঠে না। তা ছাড়া নিজে নিজে একটু একটু ক'রে এগিয়ে প'ড়লে, অনেকটা 'ফিস্-ফিসনি' ক'মে যায়। চাই—নিজেকে ক'সে সাম্‌লান,—তা হ'লে অসামাল জগৎ ক্রমশঃ সাম্‌লাবে। তবে, সব জায়গায় 'জটিলা' 'কুটিলা' আছে ব'লে একেবারে 'ফিস্-ফিসনি'র হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। তাঁর জন্যে তাঁকে যাঁরা চান, তাঁরা নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে, এই সময়ে প্রাণের তারটাকে, "চ'লে যাই আপন মনে, চাই না কারু পানে" এই সুরে বাঁধেন। কেন বাঁধেন?

তাঁরা প্রাণে প্রাণে বোঝেন যে সেই রকম মানুষের দ্বারা চালিত হ'য়েই, এতদিন ভূত-পেতনী সেজে তাদের একজন হ'য়ে আছেন। তাদের কথায় যখন চলি ফিরি ও তাদেরই যখন চাই—তখন 'আর একজনকে' পাব কি ক'রে? "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"—এই ভাবে চ'লেই ত মানুষ লাট খেয়ে যাচ্ছে। শীতকালে 'গামছা' কাঁধে ক'রে পুকুর-ধারে গিয়ে, যারা হাঁ ক'রে ভাবে 'কি ক'রে নাইবো,' তাদেরই শীতটা জাপ্‌টে কাম্‌ড়ে ধরে। কিন্তু যারা টপ্‌ ক'রে ডুব দিয়ে উঠে, তাদের শীতটা দু'দশ মিনিটে ছুটে পালায়। তেমনি অমুক তমুক কি ব'লবে ব'লে যারা ভেবে মরে, তাদের ভূত-পেতনী-গুলো পেয়ে ব'সে থাকে। কিন্তু যারা কারুর কথা কাণে না তুলে কারুর দিকে না তাকিয়ে, আগেই নিজের কাজ সাধবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে যায়, তারাই দিনের দিন—দিনে কেনে।

সাধনারম্ভে জ্বালা-বৃদ্ধি।

ওমা,—মানুষ একটু আধটু সাধন ভজন ক'রে সুখ-শান্তি পাবার বেজায় রকমের আশা পোষে। তা কিন্তু বিধির বিধান নয়। একটু ওষুধ ধ'রলেই বেগ পেতে হবেই হবে। মনে কর, কারু গা-ময় খোস্‌ হ'য়েছে। 'মা' তার খোসগুলো আগে কাঁচি দিয়ে কেটে, তার পর সাবান দিয়ে ধুয়ে—ওষুধ দিয়ে দিচ্ছেন। ছেলে, খোস্‌ কাট্‌বার বা ধোবার সময়, চীৎকার করে। আবার ওষুধের জ্বালার চোটে, আরও চীৎকার করে। দিনের দিন এই রকম ক'রে 'সাফ্‌ সুৎর' ক'রে ও ওষুধ লাগায়ে, তার

পর যে দেহ সেই দেহ পায়। ওমা—সাধন ভজনের প্রথমাবস্থার ঠিক এই রকম। তাড়না-পীড়ন সহ্য ক'র্‌তে পারে না ব'লে, সাধারণ মানুষ কিন্তু জিৎতে গিয়ে প্রায়ই হেরে হেরে যাচ্ছে।

মানুষ পূর্ব্ব-কর্ম্মের জন্যে 'ঘেয়ো' (ঘা-যুক্ত) হ'য়ে আছে। মনটাই সুখ-শান্তি খুঁজে। তা 'ঘেয়ো' মন সুখ-শান্তি পেতে পারে কি মা? 'মা'-'মা' 'বাবা'-'বাবা' ক'রে জীব যতই ডাক্ ছাড়ে, মা-বাবা অলক্ষিতে থেকে, আগে মনের ময়লা পরিষ্কার ক'রে দেবার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় বুক বেঁধে হাসি-মুখে জ্বালাগুলো যারা সহ্য করে, তাদেরই সুদিনটা টপ্ ক'রে এসে যায়।

জ্বালাই চিত্তশুদ্ধির উপায়।

ওমা, তারাই তাঁর কৃপা পায়,—যারা নানা জ্বালার মধ্যেও তাঁর মঙ্গলেচ্ছায় নির্ভর-রূপ ডাণ্ডা ধ'রে নিজের নিজের যা কাজ প্রাণ ঢেলে সেধে যায়।

মানুষ সুখ চায়,—কিন্তু এ হাবাতের সাধ হয় সে আরো ঠেসে দুঃখ পায়। এরাজ্যে যারা মজা ওড়াচ্চে ও তাঁকে ভুলে আছে,—তারা ফিরেফিত্তি দুঃখে ভাসবার আয়োজন ক'চ্ছে। কিন্তু যাঁরা এদেশে দুঃখ-কষ্ট-গুলোকে হাসিমুখে স'হে যাচ্চেন, তাঁদের জন্যে দু-চার দিনের সুখ-শান্তির বদলে চির-সুখ, চির-শান্তি ও চির-আনন্দ তোলা র'য়েছে। কেন এ ধারা? অন্ধকারের পর আলো ও আলোর পর অন্ধকার,—এইটাই জগতের বিধান নয় কি মা? এই জন্যে,—যাঁরা তাঁর খেলাটা বুঝেছেন, তাঁরা

দুঃখই সুখের সোপান

দুঃখ-গুলোকে সুখ পাবার আয়োজন ঠাওরান। তাই,—যতই তাঁরা হাসি মুখে স'হে যান,—ততই তাঁরা তাঁর কোলে গিয়ে বসেন।

মাগো,—মানবজন্ম নেবার জন্যে নয়—দেবার জন্যে। মানুষ কি নিচ্ছে, ও তাদের কি দিতে হবে? দুটো উপাদানে মানুষ ও বিশ্ব গড়া,—জড় ও চেতন।

মানব জন্মের উদ্দেশ্য—জড়ের বদলে চৈতন্য অর্জন

মানুষ হাল্ ফিল্ যা কিছু নিয়ে ম'জে ডুবে আছে, সব বেশী মাত্রায় জড়ে ভরা। পূজার সময় মা-বাপ নিজের নিজের ছেলে-মেয়ে-দের নূতন জামা, কাপড় ও জুতো দিয়ে সাজান। মানুষের জড়ের ভাগটা বেশী ব'লেই তারা এই কাজ সেধে মহাসুখী। কিন্তু, মা বিশ্বজননী—তিনি চৈতন্যময়ী। চৈতন্যময়ী মানে, জ্ঞানের ও প্রেমের মিলিত শক্তি। তাই তিনি ছেলে-মেয়েকে জুতো, জামা ও কাপড়ের বদলে জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি দিয়ে সাজাতে চান। তা এখানকার ছার সাধ-গুলো না গেলে ত, জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি পাওয়া যায় না,—তাই তিনি মাঝে মাঝে জড়-প্রধান ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, সম্পদ-সুনাম গুলোকে কেড়ে লন। তাদেরই কাছ থেকে কেড়ে লন, যারা সেগুলোকে 'আমার' 'আমার' ক'রে জাপ্‌টে কামড়ে আছে। কিন্তু যাঁরা সেগুলোকে তাঁরই জেনে হাসি-মুখে ফেলে দিতে প্রস্তুত থাকেন,—তাঁর খেলা বজায় রাখবার জন্যে, তাদের কাছ থেকে চট্ ক'রে লন না।

ওমা,—খাঁটি চৈতন্যের দ্বারাই অভাব-অশান্তি ঘোচে ও মানুষ আনন্দে ভাসে। কিন্তু জড়-মিশ্রিত চৈতন্যের দরুণ, অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, ধন-মানের জন্যে, মানুষ মায়া-মোহে ডুব্‌চে। তাই, এই হাবাতে ছেলের তোদের চরণে নিবেদন মা,—'তাঁর দেহ, তাঁর মন ও তাঁর সংসার' ভেবে, সুখে-দুঃখে ও অভাবে অশান্তিতে তাঁকে আপনার 'বাবা-মা' জেনে প্রাণে প্রাণে (মুখের কথায় নয়) ডেকে, তাঁর শ্রীচরণে সব সাধ ও সব ভাবনা ফেলে দিয়ে যা। জান্‌বি,—সব সাধ ও ভাবনা যেদিন ফেলে দিতে পার্‌বি ও কেবলমাত্র তাঁর নাম সার ক'রবি, সেদিন তিনি তোদের সব ভার নেবেন—নেবেন—নিশ্চয় নেবেন। তখন তোরা এক এক জন 'কেষ্ট-বিষ্টু' হ'য়ে প'ড়বি। তখন তোরাই জীবের দুঃখ মোচন ক'রতে পারবি।

দুঃখ-মোচনের উপায়—ভাবনা-বাসনা ইষ্ট-চরণে বিসর্জ্জন

ওমা,—ধৈর্য্য-গুণটাকেই আগে লুটে-পুটে নে।

যে নাম জপ করিস্‌না কেন, সাদা, হ'লদে ও লাল রং—একটার পর অন্যটা ও ইষ্টের গুণগুলো ধারণা ক'রে জপ-ধ্যান ক'রলে সুফল ফলে। মায়া-মোহ, বিশেষতঃ অসত্য কথা ছাড়লে, দিনের দিন, নামের সঙ্গে "ওঁ" কথাটা যোগ করা যায়। তবে 'নমঃ' কথাটা শেষে থাকা চাই। আজ এই পর্য্যন্ত।

———

মা,—তুইও যে এদের তাদের ধারা দেখে মুখ-খানি বাড়িয়ে ও হাত-খানি বের ক'রে—এ হাবাতে ছেলের কাছে দাঁড়িয়েছিস্ ? কিন্তু মা তোর আবদারটা বেজায় রকমের ; তাই নয় কি মা ? চাস্—দিব্য-জ্ঞান ও ভক্তি ? কেন চাস্—শান্তির আশায় ? আচ্ছা মা, চাস্ত,—কিন্তু মা, জানিস্—নিতে গেলেই দিতে হয় ? দেওয়ার কথা শুন্‌লেই চোখ কপালে তুলে ব'লে উঠ্‌বি,—"ও হরি ! দেব আবার কি ? দেবার কি আছে ? তাঁর আবার অভাব কি ? মিছে এ ছলনা কেন ?"

দেবার কথা শুন্‌লে মানুষ আঁৎকে ওঠে ; কিন্তু মা,—একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখ্ দেখি, কেউ কি না দিয়ে অমনি অমনি পেয়েছে ? জানিস্ ভাল জানিস্—যাঁরা যে মাত্রায় তাঁদের এখানকার যা কিছু দিয়েছিলেন বা দিচ্ছেন—তাঁরাই সেই মাত্রায় পেয়েছিলেন বা পাচ্ছেন। ওমা, দিতে পার্লেই জিৎ,—

যে যেমন দেয় সে তেমন পায়

"দিলে নিলে বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা।"

এই কথার পর, মুখ চোখ ঘুরিয়ে হ'ক বা হেঁট মাথা ক'রে হ'ক, ব'লে ফেল্‌বি,—"তা তাঁদের ছিল তাই দিয়েছিলেন।" তোদের কথা যদি ঠিক হয়, তা হ'লে মান্‌তে হবে শ্রীভগবান্ 'এক-চোখো' ! মনে কর এক পুরুষের দুই স্ত্রী। এক স্ত্রীর ধারণা যে তার স্বামী

সতীনকে ভালবাসে। এ বিশ্বাস যার,—সে কি সেই স্বামীকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে পারে? সুতরাং যার হৃদয়ে বিশ্বাস ও ভালবাসার অভাব, সে কি পাবার আশা ক'রতে পারে? এই কথা শুনে তোরা আবার হয় ত ব'লবি,—"এই জন্যেই ত বিশ্বাস, ভক্তি ইত্যাদি চাই; তিনি না দিলে আমরা কোথা পাব?" এর উত্তরে ব'লতে হয় যে,—বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, বর-ঘর ইত্যাদিকে যেমন ভালবাসিস্—সেই ভালবাসার বা আকাঙ্ক্ষার খানিকটা তাঁকে দে দেখি? তার বেলা হয়ত ব'লবি "দেবার ত সাধ করি, কিন্তু পোড়া মন যে বাগ্ মানে না!" তা যে মনটা মাঝে মাঝে তাঁকে চায়, সেই মনটা তাঁকে দে না? সেই মনটাইত জ্ঞান, ভক্তি, ভালবাসা, বিশ্বাস ইত্যাদি চাইচে? তাকে যখন এই-গুলো দিয়ে সাজাতে হবে,—তখন, যেমন ছেলে মেয়েকে পড়বার জন্যে স্কুলে পাঠিয়ে দিস্,—তেমনি সেই মনটা, জ্ঞানের, প্রেমের, বিশ্বাসের মাষ্টারের হাতে সঁপে দে না? "তা ক'রতে পারব না"—অথচ কথায় কথায় লম্বা লম্বা ফর্দ্দ! তাই বলি,—বলিহারি সখকে, বা বলিহারি আবদারকে!

জ্ঞানের, প্রেমের ও বিশ্বাসের মাষ্টার

জানিস্ মা,— একখানা ছবিকে (আদর্শ পুরুষের বা দেবীর) —আপনার বাপ, মা বা প্রাণবল্লভ ব'লে যে ভাল-বাসতে চেষ্টা করে, যে তাঁর শ্রীমূর্ত্তিটাকে ধ্যান-জ্ঞান করে, যে তাঁর কাছে প্রাণে প্রাণে (লোক দেখান ভাবে নয়) ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসার

কৃপার অধিকারী কে

জন্যে সাধে কাঁদে, যে জাগতিক ভাবনা ও সাধগুলো তাঁর শ্রীচরণে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, যে জাগতিক বাসনা ও ভাবনা এলে 'ঝাঁটা মার' 'ঝাঁটা মার' ক'রে মন থেকে তাড়ায়, যে সত্য-বাদিনী, ধীরা, কর্ম্মঠা হয় ও যে কারুর কথায় থাকে না বা কারুর কথা প্রাণে গাঁথে না,—সেই তাঁর কৃপা পায়। তাকেই তিনি জ্ঞানের বসনে ও প্রেমের ভূষণে সাজান। তাকেই তিনি লক্ষ্মী বা সরস্বতী পদে বরিতা করেন।

টপ্ ক'রে বিশ্বাস্, ভক্তি বা দিব্যচক্ষু মেরে দেবার ফিকিরটা শেখ্‌বার আগে, দিনকতক নিজের গলদ্‌গুলো দেখ্‌তে শেখ্ দেখি। আর গলদ হ'লেই ভাব্‌বি,—"এইরে হেরে গেলুম।" রাগ, অভিমান, হিংসা, সাধ, ভাবনা, বেজায় মায়া, আলস্য ও পরের কথায় থাকা বা মিথ্যা কথা কহা বা 'মন-মরা' হওয়া,—এইগুলো সামলে চল্, তা হ'লেই তিনি তোদের এক এক জনকে কেমন সাজান দেখ্‌বি। কিন্তু, যদি উঠে-প'ড়ে চেষ্টা না ক'রে, খালি মুখের কথায় তাঁকে পাবার সাধ পুষিস্,—তা হ'লে 'টোকা'র বদলে 'ফোকা'টাই পাবি।

আত্মদোষানুসন্ধানই বিশ্বাস-ভক্তি-লাভের উপায়

এইভাবে তিনমাস চ'লে,—তার পর লিখিস্; তখন তিনি তোদের সাধ মেটাবার আয়োজন ক'র্‌বেন। তবে, তাও জানিস্,—যে মাত্রায় প্রাণ দিবি ও যে মাত্রায় জাগতিক বাসনা ও ভাবনাগুলোকে প্রাণ হ'তে তাড়াবি, সেই মাত্রায় তোদের সাধ

মিট্‌বে। কিন্তু সাধতে হবে যার যা কাজগুলো প্রাণ ঢেলে ও দেনা চুক্তি হিসেবে।

ওরে,—আগে মানুষকে তৈরি না ক'রে, ভাল জিনিষ দিলে—রেড়ির তেল খাওয়ার মত উগ্‌রে ফেলে।

প্রথমতঃ—ধীরা ও সত্যবাদিনী হবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে যা। দিনে কতবার মিথ্যে কথা কইলি, এইটার হিসেব রাখ্‌। যে সত্য কথা কয় না বা যে বেজায় অধীর বা কুড়ে, তার দশ বিশ জন্মেও হবে না, হবে না, কখনই হবে না।

'সত্যই সংযম মহান্‌'

যাদের হয় তাদের এক কথাতেই হয়; যাদের হবার নয় তাদের কাছে ক্রমাগত 'ঘ্যানঘ্যান' ক'ল্লেও যে মানুষ সেই মানুষ র'য়ে যায়।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—এইবার তোর এ হাবাতেকে শেখাবার পালা আস্‌চে। এই কথা শুনে হয়ত চ'ম্‌কে উঠ্‌বি, আর না হয় ব'লে ফেল্‌বি,—"এ ছলনা কেন বাবা?" ওরে, ছেলে-মেয়ে বড় ও বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী হ'লে বাপ-মার সব ভার লয় না কি? আর এক কথা,—মানুষের মন আলাদা রকমের ব'লে, একজনের সঙ্গে আর একজনের চেহারার মিল নেই। কারুর মন যদি জড় ছেড়ে চৈতন্যের দিকে যাবার সাধ পুষে,—সেই মন নিজের অভাব বুঝে তার যেটুকু চৈতন্যের অভাব সেই টুকু নিতে পারে। চৈতন্যই বিকাশ। তাই তিনি (চৈতন্য) সেই মনের ও দেহের 'মারফৎ' কত কি কথা বা'র করান। তাঁর ত ভাবের, কথার বা কাজের শেষ নেই; তাই তিনি—সেই আধারে কত ভাবে বিহার করেন ও সেই আধার নিয়ে কত কি খেলা করেন। কিন্তু মা,—প্রথম বিকাশের সময় যে লোক নিজের মনটাকে দেহের মধ্যে 'হরদম্' রেখে দেয়,—সেই বিহার-সুখটা অনুভব করে। তার মানে,—সে অবস্থায় কাগজে-কলমে বা কথাবার্ত্তায় সে ভাব বা'র ক'রতে নেই। যখন 'আমি'টা যথাসম্ভব না থেকে কাজ হ'তে থাকবে—তখনই যা কিছু সাধা দরকার। তার আগে 'গুম্' খেয়ে, কতক্ষণ মনটাকে দেহের মধ্যে রাখ্‌তে পারি ও কতক্ষণ সেই নামে বা রূপে ভাস্‌তে পারি,—এইটার উপর বিশেষভাবে

'আমি'র সংকোচে চৈতন্যের বিকাশ—দেহের ভিতর মন রাখা

নজর রাখ্‌তে হয়। মানুষ কিন্তু একটু আধটু পেয়েই প্রকাশ ক'রে ফেলে, কিম্বা 'মহা বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী হ'য়েছি'—এইটা দেখাতে সাধ পুষে। সুতরাং 'আমি'টা গজগজিয়ে উঠে "তিনি পাখীটাকে" তাড়িয়ে দেয়। যেমনি দিনের দিন গুরুকে ছেড়ে দিয়ে,—'আমি একজন হ'য়েছি'—এই ভাবটা জেগে উঠে,—অমনি গুরু অন্তর্ধান হন ও তাঁর বদলে সেই দেহ ও মন, নায়ক বা নায়িকা—যাদের 'উপদেবতা' বা 'দেব-দেবী' বলে,—তাদের মধ্যে একজন অধিকার করে। ওমা, দেব-দেবীরা নীচেকার থাকের লোক। তাদের মধ্যেও রেষারেষি, অভিমান, কাম, ক্রোধ ও ভোগবাসনা থাকে। এরাই মানুষকে রোগ সারান, মোকদ্দমা জিতান, ও টাকা রোজগারের ফন্দি শিখিয়ে দেয়। এরাই মানুষকে গেরুয়া কাপড় পরায়ে বা 'স্বামী' বা 'গুরু' উপাধি লওয়ায়ে সেই জীবগুলোকে দম্ভের স্তম্ভ ক'রে রাখে। এইগুলো ক'রবার উদ্দেশ্য—'আমি একজন হ'য়েছি' এই ভাবটা বাড়িয়ে দিয়ে বা 'আমি বড় জাত' এই ভাব প্রাণে দিয়ে তাদের এগুতে না দেওয়া। কিন্তু মনটাকে দেহের ভিতর রেখে উপভোগ ক'রতে পারলে, মন আর মন থাকে না, সেইমন তখন আত্মা হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন তাঁকে স্বামীভাবে যাঁরা সাধন করেন তাঁদের তিনি শ্রীরাধা-পদে অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গিনীপদে বরিতা করেন। জলের ঢেউ যেমন জলের উপর লাফিয়ে বেড়ায়, সেই

নায়ক-নায়িকা-তত্ত্ব

মনকে আত্মা করিবার সহজ উপায়

মনও তখন 'মায়-গঙ্গার জলে'—অর্থাৎ তাঁর কোলে খেলিয়ে বেড়ায়। আবার জলের ঢেউ যেমন জলে মিশে যায়,—যাঁরা তাঁর প্রণয়িনী এই ভাবে সাধন করেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি কখনও শ্রীগুরু, কখনও শ্রীগৌর ও কখনও ইহজন্মের গত স্বামী-ভাবে বিহার করেন। এই ভাবে যাঁরা সাধন করেন তাঁদের কাজের জন্যে, ইহজন্মের স্বামী ও শ্রীগুরুর সঙ্গে তিনি মিশে থাকেন। এইজন্যে মা, স্বামী গুরু ও ইষ্ট-মূর্ত্তি এক বই দুই নয়। একই কাজের দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধন ও অভীষ্ট পূরণ হয়। তাই বলি মা, বাহিরের ভাবে মানুষের কাছে ধরা দিস্‌নে ও দেহটাকে যতনে রাখিস্‌,—তা হ'লেই 'হরদম' মজা লুটবি। উপবাস খুব নিষিদ্ধ। তা হ'লেই বিশেষ ভাবে মনের ও দেহের জোর পাবি। তা হ'লেই কামের বদলে প্রকৃত ভালবাসা (অর্থাৎ আসক্তি নয়)—রাগের বদলে অনুরাগ বা ক্ষমা, মায়ার বদলে দয়া ও লোভের বদলে ত্যাগ,—এসে যাবে। সে অবস্থায়—মদ-মাৎসর্য্য দিনের দিন ছুটে পালায় ব'লে,—তাঁর সোহাগে সোহাগিনী, তাঁর গরবে গরবিনী, তাঁর আদরে আদরিণী, তাঁর প্রেমে আঁখি-বারি-নির্ঝরিণী ও তাঁর চিন্তায় প্রাণে প্রাণে উন্মাদিনী হবি। তবে সে উন্মাদে বাচালতা, ভীষণতা বা কর্ত্তব্য-জ্ঞান-শূন্যতা নেই। আছে—আছে—শ্রাবণের গঙ্গার ভাব—অর্থাৎ প্রেমে—টল টল ও ঢল ঢল ভাব :—

স্বামী, গুরু ও ইষ্ট—অভিন্ন

ওরে, সে মোর নয়ন-মণি—
জানি যে আপন, সঁপে প্রাণ মন,
ধ্যান জ্ঞান যার শুধু আমি।
আমার আমার, সে মোর আমার,
নাহি ভুলি কভু তারে আমি ;
তার মুখে হাসি, আমারি সে হাসি—
আঁখিনীরে তার—ভাসি আমি।
(যে) যাচে শিশুসম, স্তনদুটী মম,
ক্ষীর সর ননী তুচ্ছ গণি,
(আর) শিশুসম ভাবে, 'মা' 'মা' রবে ডুবে,
হই বটে তার 'মা-জননী'।
(আর) সাধে 'বাবা' বুলি, হৃদি-দ্বার খুলি,
সমর্পিয়ে মোরে মন-প্রাণি।
'তবে তার ভার, হয় মোর ভার,—
শ্রীগুরু-ভাবে বহিরে আমি।
(আর) 'প্রাণনাথ' বলি আপনারে ভুলি,—
মোর লাগি যেবা বিরহিণী,
হৃদি-পুরে তার, করিরে বিহার,
সেই জন্য মোরে রাখে কিনি।

তোর এ মূর্খ ছেলেকে কি শিখাতে হবে, সেই কথাটা বুঝিয়ে ব'লে, এ লেখাটা শেষ করা যাক্।

ধর্, তুই—ওখানে আছিস্ আর এ খোলটাকে এখানে রেখে-

ছেন। এখানকার যা-কিছু খবর এখান হ'তেই যাবে কিন্তু ওখানকার খবরগুলো তোর কাছ থেকেই পেতে হবে। মানুষের মন সব আলাদা ধরণের। সুতরাং এ হাবাতেকে যা দেননি তোকে তা দিয়ে তিনি সাজাতে পারেন। তাঁর শিক্ষা প্রাণে প্রাণে যা পাবি, সেইগুলো লিখে রাখিস্। অল্প কথায় লিখ্‌বি, কিন্তু পদ্য এলে সবই লিখ্‌বি। আর কতকগুলো লেখা হ'লে সেইগুলো পাঠিয়ে দিবি। তা হ'লেই তোর মারফৎ জগৎ কত কি শিক্ষা পাবে। তবে বুঝলি মা,—যে আঁৎকাবার কথা কিছু নেই?

একদিকে জাগতিক কর্ত্তব্য পালন ক'রে, অন্যদিকে তাঁর ধ্যানে থেকে,—তুই একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী-পদে বরিতা হবি। তবে,—মাথা ঠাণ্ডা রেখে, কাজ সাধতে পাল্লেই, খেলাচুক্তি হবে।

সংসার ধর্ম্ম-সাধনের অন্তরায় নয়—মস্তিষ্ক বিকাশের উপায়

যাঁরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সংসারকে 'গু-মুৎ' ঠাউরে তার সঙ্গে সম্বন্ধ উঠিয়ে দেন। কিন্তু মা, এ সংসার ত তাঁরই, আর তিনিই ত এই আকারে খেলচেন? সুতরাং ওরূপ ক'ল্লে একভাবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করা হয় না কি? জল-মিশান দুধ হ'তে হাঁসেরা যেমন দুধটুকুই খায়, তেমনি মানুষকে যা কিছু কাজ নিয়ে থাকতে হ'য়েছে তার মধ্যে ভালগুলো বেছে 'তাঁংড়াতে' হবে। তাঁংড়ানর সঙ্গে সঙ্গে সেইটাকে নিয়ে মনে মনে আলোচনা ক'ল্লে তবে মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের বিকাশ হয়। এই ভাবে আলোচনা ক'ল্লে, মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হয়,—তখন আপন হ'তে ফোয়ারা খুলে যায়। তার

মানে,—তখনই, বই-পড়া দলের মত 'ছ্যাঁচা জল' হ'য়ে থাকতে হয় না। ছ্যাঁচা জল—অল্পেই শুকিয়ে যায়, কিন্তু উৎসের জলের শেষ থাকে না।

আজ তবে আসি মা।

ভাই,—ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বা সেই ভান ক'রে মূল্য নেওয়া কত দোষের কথা শোন ঃ—

এ জগৎটা—দেনদার ও পাওনাদার-দের হাট-বাজার। পয়লা নম্বরের দেনদার,—বিরাট প্রকৃতি মানুষ যাকে কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, আল্লা, গড্, ইত্যাদি বলে; আর পয়লা নম্বরের পাওনাদার—মানুষ। বিরাট প্রকৃতি দেনদার ব'লেই,—রবি, শশী, পবন, জল, ফল, ফুল ও শস্য ইত্যাদি আকারে মানুষের যা কিছু অভাব মোচন ক'চ্চে। তা, তার ঘর সংসার সে দেখা শোনা ক'রবে না ত, আর কোন্ ব্যাটা বেটী ক'রবে? আর কেই বা সে যোগ্যতা ধরে?

ভগবান বা বিরাট প্রকৃতি ১লা নম্বরের দেনদার

এ বিশ্বটা দুটো উপাদানে গড়া—জড় ও চৈতন্য। বিরাট প্রকৃতির অনেক নামের মধ্যে দুটো প্রধান নাম—মহামায়া ও চৈতন্যময়ী। মহামায়া-ভাবে ও কালী নাম ধ'রে কালীঘাটে ব'সে কাজ সাধছেন। কিন্তু ভবতারিণী নাম ধ'রে চৈতন্যদায়িনী হ'য়ে দক্ষিণেশ্বরে বিরাজ ক'চ্ছেন।

বিশ্ব-সৃষ্টির উপাদান-জড় ও চৈতন্য

তা হ'লে বুঝা সম্ভব যে সাচ্চা জিনিস্—মা ভবতারিণীর কাছে আর ঝুঁটো মাল কালীঘাটে আছে। কালী-ঘাটের এ হাল কিন্তু মানুষের দোষেই দাঁড়িয়েছে! আদৎ মুক্তা আর বিলাতি মুক্তা ও আদৎ সোনা ও কেমিক্যাল সোনা,

এই দুয়ের যা তফাৎ, **দক্ষিণেশ্বরে** ও **কালীঘাটে** সেই তফাৎ। মায়ামোহে অভিভূত মানুষ এই কথা শুনে আঁৎকে উঠবে—তাতে সন্দেহ নেই। তা তাদের মন জোগান কথা বল্‌বার ভার ত এ হাবাতাকে দেন নি,—তাই 'সাফ' কথা ব'লে—**তাঁর** ইচ্ছা পূর্ণ করা যাক্। এতে আবার একে তাকে কিসের ভয়?

যাতে জড়ের ভাগ বেশী ও চৈতন্যের মাত্রা কম—সেই আকার-টাকে **মহামায়া** বলে। এই দুটো ভাগে মানুষ ও জগৎ গড়া। তাই মানুষ, সেই 'ঘর-জ্বালানী' 'পর-ভোলানী'র পাল্লায় প'ড়ে, এ জগতের দু'দিনের যা কিছু নিয়ে ম'জে ডুবে আছে।

মানুষ জড়-মিশ্রিত চৈতন্য

তাই সে মানুষের প্রাণের তারটা এমনি সুরে বেঁধে দিয়েছে যে, কালীঘাটে গিয়ে "সব নাও, সব নাও, সব খাও, সব খাও" না ব'লে, দু'দিনের সুখের আশায়, চিরসুখ-শান্তিকে পায়ে দ'লে,—আরো "দাও দাও" করে। তাই ত এ পোড়া প্রাণ 'হায় হায়' ক'রে উঠে; তাই ত এ পোড়া চোখে শ্রাবণের ধারা বয়, তাই ত এ পোড়া নাক নাকখৎ দিয়ে দিয়ে মরে, ও তাই ত এ পোড়া প্রাণে সাধ জাগে,—এ ছার দেহ বা এ ছার "আমি" জ্ব'লে-পুড়ে যাক্।

তার কাছ থেকে মানুষের কি পাওনা? 'সাচ্চা' পাওনা—**চৈতন্য**। 'ঝুঁটো' পাওনা—জড় মিশ্রিত চৈতন্য অর্থাৎ ছেলে-

চৈতন্যই 'পাওনা'

মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, দেহ-সুখ, বিলাসিতা, মান, টাকা-কড়ি ইত্যাদি, ইত্যাদি। **চৈতন্য**

হ'চ্চে জ্ঞানের ও প্রেমের মিশান শক্তি। জ্ঞান মানে—বই পড়া কারবার নয়, জ্ঞান মানে চোক্-কাণ খোলা। আর প্রেম মানে—সাধারণ জীবের কাণ্ড-কারখানা নয়। প্রেমে দেহদান নয়,—প্রাণ-মন-দান। শক্তি মানে—ওমুক তমুক করা নয়, শক্তি মানে—নিজের স্বার্থ ভুলে পরহিতে রত হওয়া ও কামের বদলে প্রেম, ক্রোধের বদলে অনুরাগ বা ক্ষমা, লোভের বদলে ত্যাগ, মায়ার বদলে দয়া ও অহঙ্কারের বদলে 'আমি তুমি তাঁর ছেলে-মেয়ে' এই টন্‌টনে জ্ঞান অর্জ্জন করা।

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির প্রকৃত অর্থ

স্বামী-স্ত্রী—উভয়ে উভয়ের কাছে দেনদার ও পাওনাদার সেজে 'গাঁট-ছড়ায়' বাঁধা। তবে স্বামীই বিশেষভাবে দেনদার ও স্ত্রী বিশেষভাবে পাওনাদার। জীবের প্রথম পাওনাদার ছেলে, দ্বিতীয় পাওনাদার মেয়ে, তৃতীয় পাওনাদার বাপ-মা ও স্ত্রী, চতুর্থ পাওনাদার আত্মীয়-স্বজন, পঞ্চম পাওনাদার গ্রামবাসী, দেশবাসী ও ষষ্ঠ পাওনাদার রাজা-প্রজা ইত্যাদি।

মানুষের কে-কে পাওনাদার

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যারা সুবিধা সুযোগ পেয়েও, আপনার সুখের বা বিলাসিতার বা সুনামের বা প্রতিপত্তির জন্যে যে মাত্রায় ধন-জন, বিদ্যা-বুদ্ধি অযথা খরচ ক'রেছে,—তাদেরই ইহজীবনে সেই পরিমাণে পাওনাদারের সংখ্যা বেশী। একখানা কাপড় বুনতে গেলে একটা কি দুটো সুতোয় হয় না; তেমনি সংসার

চালাতে হ'লে একজন দুজনকে নিয়ে চলে না। দশে মিলেই সব কাণ্ডকারখানা; সুতরাং দশজনেরই কিছু কিছু পাওয়া চাই। এ জন্মে যারা এই ধারায় না চ'লে রাজা বাহাদুর পর্য্যন্ত হয়, তারা পরজন্মে, দশজনকে বঞ্চিত করার অপরাধে, মহা অর্থকষ্টে ও মনস্তাপে থাক্‌বেই থাক্‌বে।

পূর্ব্বজন্মের অপব্যয়—ইহজন্মে পাওনাদার-বৃদ্ধির কারণ

যদি কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে কারুর কাছে কিছু আদায় করে, তা হ'লে সে এখন জিৎলো বটে, কিন্তু যা এখন খসিয়েছে, তার একশত গুণ হ'তে এক হাজার গুণ পর্য্যন্ত তাকেই দিতে হবে। আর সেই দেয় সামগ্রী যদি মন-প্রাণ ঢেলে দেবতার ও দশ-জনের সেবায় দেওয়া হয় তবেই পাপ খণ্ডে যায়। পরের মাথায় হাত বুলিয়ে স্ত্রীপুত্রাদির জন্যে সংস্থান করা বা নাম কেনা কাঁজের জন্যে যে শাস্তি ধর্ম্ম-রাজ্যে পেতে হয়, উহা এ জগতে ঘুস্ নিয়ে ধরা প'ড়লে যে শাস্তি পেতে হয়, তার চেয়ে আরো ভয়াবহ। তাই ত মা-বাবাদের ধর্ম্মের নামে অকর্ম্ম-সাধন দেখে প্রাণ হায় হায় ক'রে উঠে! তা হ'লে বুঝলি, পূর্ণভাবে লোভশূন্য হ'য়ে না নিলে আবার 'গোপ্তা' খেতে হয় ; তার মানে—আবার কান্নার হাটে এসে যেতে হয়।

দান-গ্রহণের ও প্রতারণা করার ফল

শ্রীমান্,—এ হাবাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হ'লে তোদের কি আর কারুর কোন ক্ষতি হবে না, তবে যাঁর জোরে মানুষের জোর তাঁকে খুসী রাখাই মানুষের কাজ। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট। যথাসম্ভব সত্যরক্ষা ও রাগ বা অভিমান দমন ক'রলেই নিজে নিজে বুঝ্‌বি—জান্‌বি—প্রত্যক্ষ ক'র্‌বি—সকলে কি ছিল, কি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একজনের বিশ্বাস ও কর্ম্মের জোরে ও তোদের আংশিক বিশ্বাসের জন্যে তোরা একটা মহা দায় হ'তে রক্ষা পেয়েছিস্। কিন্তু সকলের যেন মনে থাকে যে, সকলের পূর্ব্ব সুকর্ম্ম ক্ষয় হ'য়ে গেছে; এখন হ'তে সকলকেই আবার নূতন ক'রে অর্জ্জন ক'রতে হবে। তা হ'লেই দাঁড়াবার উপায় হবে।

জমা-খরচ হিসেব রেখে চ'ল্লেই মানুষ বুঝ্‌তে পারে যে, তাদের কুকর্ম্মের জন্যে,—জমার চেয়ে খরচ বেশী। তা মানুষ খরচের হিসেব রাখে না কিন্তু জমার দিকে বেজায় নজর রাখে, তাই নিরাশায় ডোবে। জমার হিসেব মানে,—একটু আধটু সাধন-ভজন ক'রে যা-কিছু সাধ মেটাবার ফন্দি। তবে যদি মানুষ প্রত্যেক কুকর্ম্মের জন্যে অনুতপ্ত হয় ও গলদ শোধ্‌রাতে যত্নশীল হয় তাহ'লেই এগিয়ে পড়ে। জান্‌বি যে সত্যই বল—মহাবল—অত্যুচ্চ বল।

সত্যই মহাবল

সে বলে যিনি বাস্তবিক শক্তিমান্ হন, তিনি গোঁয়ার বা দাম্ভিক বা রাজদ্রোহী বা পরপীড়ক নন; বরং তিনি কৃতজ্ঞ, বিনীত, স্বার্থশূন্য ও পর-হিতেচ্ছু।

আরও জান্‌বি,—গুরুজনে শ্রদ্ধা ও যার যে কাজ তাতে প্রাণঢালা অনুরাগ, সত্যনিষ্ঠেরই সম্ভব।

দেবসেবা মিথ্যা, ভজন-সাধন মিথ্যা ও যা-কিছু সৎকর্ম্ম মিথ্যা, যদি তাতে সত্য না থাকে। **সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই সাধন, সত্যই কর্ম্ম ও সত্যই সর্ব্বস্ব।**

সত্যই সর্ব্বস্ব

ভারতের ঘরে ঘরে মনস্তাপ, অর্থকষ্ট, গৃহ-বিচ্ছেদ, সমাজ-বিপ্লব ও মহা মহা বিভ্রাট ঘ'ট্‌চে,—এই **সত্যের** অপলাপের জন্যে।

নিজের নিজের কাজের দ্বারা, শুধু মুখের কথায় নয়,—**সত্যের** শক্তিমত্তা দেখান চাই। যার মৌখিক বা বাহ্যিক ভাবগুলো গজ্‌গজ্‌ করে সে লোক নিঃসন্দেহ মিথ্যাচারী মিথ্যাচারিণী।

এই লেখাটা বাবুদের দেখাস্‌।

মনমরা হ'বিনে। নিম্নলিখিত কথাগুলো প্রাণে গেথে রাখিস্‌ঃ—

"*Must make up for the ground lost.*"—

"আমি আমার নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার ক'রবই।"

"*Take care of time and time will take care of you*"

"সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রলে সময়ে সুফল ফ'লবে।"

ওগো বাবু,—আজকাল বল, আর হাজার দেড়-হাজার বছর হ'তে বল, **ভারতের এ হীনাবস্থা কেন?**

ভারতের এ হীনাবস্থা কেন

জড়বাদীরা ব'লবে যে Material progress এর (জাগতিক উন্নতির) দ্বার রুদ্ধ ব'লে। এই কথা নিয়ে অনেক প্রশ্ন-উত্তর এসে যাবে। তা বাবু, এই ছোট কাগজ খানার মত ছোট ছোট কথা ক'য়ে প্রশ্নটার উত্তর দিতে হবে।

মনের অবস্থানুসারে মানুষ **নির্জীব** বা **সজীব**। উন্নতির পথ যখন বন্ধ, তখন মান্‌তে হবে ভারতবাসীর মন 'ভ্যাদামেরে' আছে। ভারত আছে ও মানুষ আছে,—বেহালার

সত্যভ্রষ্ট হ'য়ে ভারতের অধঃপতন হ'য়েছে

তাঁত আছে আর বেহালার ছড়িগাছটাও আছে,—কিন্তু তাঁত নাবান আছে ব'লেই বাজে না। ভারতবাসীর মন ও বেহালার তাঁত এক ধাতের জিনিষ। মনের এ অবস্থা কেন? **সত্য,**—সত্য—একমাত্র সত্য প্রধান বল নয় কি? ভারতবাসী জাগতিক ও পারলৌকিক কাজে সত্যভ্রষ্ট নয় কি? এইজন্যে ঘরে বাহিরে

চৈতন্যলাভের উপায়—সত্যসেবা

যা কিছু বিভ্রাট ঘ'টচে না কি? সত্যানুরাগী কর্ত্তব্যপরায়ণ নন কি? সত্যানুরাগী কর্ম্মঠ ও অল্পে সন্তুষ্ট নন কি? **সত্যই চৈতন্যশক্তি** নয় কি? কুশিক্ষার বা কুসঙ্গের জন্যে, বাল্যকাল হ'তে মানুষ এই মহাবল অর্জ্জন না ক'রে পূর্ব্বসঞ্চিত

বলের অপচয় ক'রচে না কি? এখনও কি আমরা এই বল সঞ্চয় ক'রতে যত্নশীল? চৈতন্যই যখন জগতের কার্য্যকারিণী শক্তি (motive power), তখন সত্যসেবা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য।

দ্বিতীয় কথা :—প্রাণ (vitality or energy) ও মন (mind) দুটো স্বতন্ত্র জিনিষ; কিন্তু এই দেহমধ্যে উভয়ে 'গাঁটছড়ায়' বাঁধা। বাড়ীর কর্ত্তা যদি 'বার-ফট্‌কা' হয় তা হ'লে কি বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী থাকে? প্রকাশ্যভাবে **মনই দেহের কর্ম্ম-কর্ত্তা।** মানুষ কোন স্থানে ব'সে থাক্‌লেও তার মনটা চারিদিকে দৌড়ে-বেড়ায় না কি? অষ্টপ্রহর দৌড়ধাপ ক'রলে হীনবল হবার কথা নয় কি? সুতরাং মন নিজে হীনবল হ'চ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দেহটাকেও অপটু ক'রছে। এইভাবে চ'ল্‌লে শক্তিমান হওয়া সম্ভব কি? তবে কি করা দরকার? **মনটাকে, যতটুকু পারি, দেহের মধ্যে রাখ্‌বার** ফিকিরে থাকা চাই। লাল টক্‌টকে, সাদা ধবধবে ও উজ্জ্বল হ'লুদে বর্ণ ও মন্ত্র বা নাম ঐ বর্ণে ধারণা ক'রে, আনন্দ ও শক্তি, জ্ঞান ও শান্তি, আর প্রেম ও লক্ষ্মী-শ্রী প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে মনে ও দেহে পূরচি এই চিন্তা বদ্ধমূল ক'রলে ও নিঃসঙ্গ হ'য়ে **বিরাট্ প্রকৃতির** সঙ্গ ক'রলে,—চিরকালের খোরাকটা যোগাড় হবেই হবে।

মনই দেহের 'কর্ম্মকর্ত্তা'

মনের চাঞ্চল্যে শক্তিক্ষয়

চৈতন্য-বৃদ্ধির উপায়

তৃতীয় কথা ঃ—দশজনে ব'সে একথা সে কথায় থাকলেও, যদি মনটাকে উপরোক্তভাবে দেহের মধ্যে ধ'রে রাখা যায়, তা'হলে যারা বাজে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট ক'রচে ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের energy কে throw off ক'রচে অর্থাৎ চৈতন্যশক্তির অপব্যবহার ক'রচে, তাদের চৈতন্যশক্তি অল্পায়াসে পাওয়া খুব সম্ভব। মনে কর, কোন স্থানে আঙ্গুর বেদানা প্রভৃতি সস্তায় বিকাচ্চে, আর সে দেশের লোকের তাতে ততটা আস্থা নেই,—তা'হলে তোমাদের প্রয়োজন মত সেই জিনিসগুলো যেমন অল্পদামে সংগ্রহ কর'তে পার, তেমনি যা'রা বাজে কাজে energy অর্থাৎ চৈতন্যশক্তিটা অপচয় ক'রচে তাদের energy টা উক্ত উপায়ে টেনে নিলে তোমাদের আরো শক্তি-সম্পন্ন হবার কথা নয় কি?

অপরের চৈতন্যশক্তি হরণ।

1. Make up for the ground lost.
2. Make the most of opportunities

These should be the future mottoes of your life.

১। নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার

২। সুবিধা পেলেই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার

এই দুইটী উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে তোমার জীবনের ব্রত হ'ক। আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—তোর একখানা চিঠির পর আর একখানা চিঠি পাচ্ছিই। পেয়ে কিন্তু,—বিস্ময়ের পর উৎফুল্লতা, উৎফুল্লতার পর ভয় ও ভয়ের পর অশ্রুপাত—এতগুলো ভাব এই পোড়া প্রাণে গজগজিয়ে উঠে। মা, তুই পূর্ব্বজন্মের ঘর-পোড়া গরু, আর এ হাবাতে পূর্ব্ব ও ইহজন্মের ঘর-পোড়া হনুমান। তাই মা, 'আমি'টা গজ্‌গজিয়ে ওঠ্‌বার ভাব জাগ্‌লে বা সেই ভাবের হাওয়া বইলে,—

'পোড়া প্রাণ শিহরে সদাই—
কি আছে কপালে আরো, ভাবি মনে তাই।'

এই সুরটা প্রাণে বেজে উঠে।

সাধনপথে দ্রুত উন্নতি হইলে পতনের সম্ভাবনা।

মাগো, সাধন কাজে যারা তড়-তড়িয়ে এগিয়ে পড়ে, তাঁদেরই সেই বেগে পড়বার খুব সম্ভাবনা। আর যদি একবার 'লাট খেয়ে' যায়, তা হ'লে এক জন্মের পদ-স্খলনের জন্যে আরো কত জন্ম 'হায় হায়' ক'রে দিন কাটাতে হয়। তখন প্রাণটা আঁখিবারি সার ক'রে, অহরহ এই সুর ভাঁজে ঃ—

ধ'রি ধ'রি ধ'রি যারে, কোথা এবে সে লুকাল,—
অবোধ অশান্ত প্রাণে কেমনে প্রবোধি বল ?
বিহঙ্গে করি কাকলি, গুণ গুণ করি অলি,
পূর্ব্বস্মৃতি দেয় জ্বালি, নিন্দে সবে এ কপাল।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সম, উচল অচল-গণ,
রহি নিজ নিজ স্থান, বিধে মোরে হানি শেল।
যতেক গিরি-তটিনী, কুল কুল করি ধ্বনি,
কহিয়ে মোর কাহিনী, জ্বালি দেয় দাবানল।
একেরে হারায়ে ফেলি, হারানু এবে সকলি,—
দিবানিশি তাই জ্ব'লি, বহি হৃদে চিতানল।

মা, তুই যা চাচ্চিস্ তা পেয়েছিস্ ও আরো একশগুণ হ'তে হাজারগুণ পাবি—পাবি—নিশ্চয় পাবি। ওমা, মাটির খোল-গুলো থাকতে, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অল্পে অল্পে ও অজ্ঞাতসারে মোহের ফাঁদে প'ড়ে মুখ লুকায়। কি ভাবে মুখ লুকায়, সেই ভাবটা প্রত্যক্ষ ক'রেই শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর হ'তে না হ'তে বৃন্দাবন হ'তে মথুরায় পিট্টান দিয়েছিলেন। এমন কি শ্রীরাধারও এ মোহ এসে গেছ্লো! ওমা, সীতার ও রাধার যখন এই দশা হ'য়েছিল,—তখন দুর্ব্বলা নারীকুলের সামান্য বাতাসে উড়ে যাবার কথা নয় কি?

দেহ-জ্ঞান ও মোহ।

মানুষের দুটো শরীর আছে, একথা আগে বলা হ'য়েছে। স্থূলদেহটাকে 'গু-মুতের' ও মোহের আগার ঠাউরে, যারা সূক্ষ্ম ধ্রুব-ধ্রুবে দেহটাকে প্রাণে প্রাণে ধারণা করে, আর স্থূলদেহটা মনে হ'লেই 'ঝাঁটা মার' 'ঝাঁটা মার' ব'লে তাড়ায়,—তারাই শ্রীমতীর মত ভাব-সাগরে ডুবে গিয়ে অব্যক্ত বিহার-সুখ উপভোগ করে।

সাধক সাধিকার কর্ত্তব্য—স্থূল শরীর বর্জ্জন ও সূক্ষ্মশরীরের ধারণা।

ওমা,—মনকে আদপে বিশ্বাস ক'রিস্‌নে। যেদিনটা ভালয় ভালয় কাটে, সেই দিনটাই 'জিৎ' মেনে নিবি। আরো মনকে বোঝাবি,—"সূক্ষ্মটাকে নিয়েই যখন চিরদিনের সুখ-শান্তি, তখন স্থূল-দেহের ছবি হৃদয়ে পুষে, রে অবোধ মন! কেন তুই ম'জ্‌বি—ডুববি?"

এ হাবাতে ছেলে এ দোষারোপ করে না যে তুই জাগতিক সাধ পুষিস্‌; কিন্তু পূর্ব্ব কর্ম্মগুলো জড় মনে গাঁথা আছে ব'লে, এখন হ'তে এইভাবে না চ'ল্‌লে একদিন তারা তোর চৈতন্যময়ী মনকে কাবু ক'র্‌বেই ক'রবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

মানুষের জড়ে কতটা আসক্তি, সেইটে দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রেই,—প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ছেড়ে, অর্থাৎ বাহ্যিক রূপের ছটা ছেড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ আকারে এসেছিলেন।

সূক্ষ্মশরীরের ধারণায় শক্তিবৃদ্ধি

মাগো,—মাটির দেহের কোন সৌষ্ঠব নেই—নেই—কিছুতেই নেই। আছে—আছে—মায়া-মোহের কারবার ও আয়োজন,—এইগুলোর ভিতর। কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ গুলোতে সে ভয় নেই—কিছুতেই নেই; আছে—খুব আছে—নিশ্চয় আছে,—অফুরন্ত আনন্দ। এইটাকে নিয়ে থাক্‌লেই দিনের দিন শক্তিময়ী হবি। তখনই দেখবি,—তিনি শ্রীগুরু-মূর্ত্তিতে সামনে দাঁড়ায়ে কত কি শেখাচ্ছেন ও কত কি

দেখাচ্চেন। তখনই,—প্রাণ-ঢালা-ঢালি কারবার বুঝ্‌বি ; তখন শুন্‌বি :—

চল মন বৃন্দাবনে।

রাধা-শ্যাম সেজে মোরা ভ্রমিব লো বনে বনে।
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, সাজি নানা বনফুলে,
সাধ পুরি কুতুহলে, গাহিব লো একতানে।
'আমাতে' 'তুমি' লো মিশি, 'তোমাতে' 'আমি' লো পশি,
যাপিব লো দিবানিশি, 'তুমি' 'আমি' দুইজনে।
বাঁশরীতে ধরি তান, গাহিব লো তব নাম,—
রাধা রাধা রাধা নাম, ডুবিব লো এই নামে।
যমুনায় উভে মিলি, প্রেমে উভে পড়ি ঢলি,
করিব লো জলকেলি, প্রাণ-ভ'রি দুইজনে।
কুঞ্জে কুঞ্জে বেড়াইব, প্রেম-ভিক্ষা যেচে লব,
জগজ্জনে শিখাইব,—কিবা সুধা **রাধা** নামে।

রাধা-শ্যাম তত্ত্ব

আবার বলি মা, মনে গেঁথে রাখ,—**মন** মানে—এ দেহ নয়। **রাধা-শ্যাম** মানে, সাধারণ নর-নারী নয়,—**চৈতন্যময়ী মনের** ও **আত্মার** স্থূল নাম হ'চ্চে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। **বৃন্দাবন** মানে—কুকর্ম্মের আস্তানা নয়,—**হৃদি-বৃন্দাবন**, যেখানে কুকর্ম্মগুলো উঁকি পর্য্যন্ত মারে না। **কদম্বমূলে** মানে—**শ্রীগুরুর পাদপদ্মতলে**। **যমুনা** এ যমুনা নয়,—সে **প্রেম-যমুনায়** ডুব্‌লে মানুষ আর মানুষ থাকে না।

যে সাধক-সাধিকা **তাঁকে 'প্রাণবল্লভ'** ব'লে জানে ও প্রাণে প্রাণে **তাঁর** নাম সার করে, **তিনি** সেই ডাকের বিনিময়ে শত-সহস্র কণ্ঠে সেই 'প্রণয়িনীর' নাম গান করেন। তখন দুজনে **একপ্রাণ** ও **এক-ভাব** হ'য়ে অর্থাৎ **জ্ঞান ও প্রেম** ভাবে জগতে প্রেম বিতরণ করেন।

ওমা,— তোর কপালে এত সুখ নাচ্‌চে। তবে গণা কটা দিন বুক বাঁধা চাই, আর ছেলে মেয়েদের দেনাচুক্তি করা বিশেষ দরকার।

এখন হ'তে মনের ভাব চাপ্‌তে থাক্, আর কাগজ কলমের সঙ্গে কম সম্পর্ক রাখ্‌বি। তবে যখন **শ্রীগুরু** কিছু শিক্ষা দিয়ে লিখে রাখ্‌তে ব'লবেন, তখনই সেগুলোকে লিখবি। দেখিস্ মা,—**শ্রীগুরুমূর্ত্তি** ছাড়া অন্য মূর্ত্তি এলে সাম্‌লে চ'লিস্। 'সাচ্চা' মূর্ত্তি কিনা এইটে পরীক্ষা কর্‌'বার জন্যে, যে নাম পেয়েছিস্ সেটাকে সোণার ফুলের মত কল্পনা ক'রে মনে মনে সেই মূর্ত্তির পাদপদ্মে দিবি; যদি দাঁড়িয়ে থাকেন, তবেই জান্‌বি **তিনিই** বটে।

'সাচ্চা' মূর্ত্তি পরীক্ষার উপায়

তোর চিঠিগুলোর উত্তর আগেই গেছে। আজ এই পর্য্যন্ত।

পুঃ—ওরে ছার-কপালি,—একটু ধৈর্য্য ধর, তা হ'লেই বুঝ্‌বি তুই **তাঁর**—নিশ্চয় **তাঁর**। তবে গোড়া-থেকে আজ পর্য্যন্ত যে চিঠিগুলো পেয়েছিস, সময় পেলেই সেগুলো প'ড়িস।

ভাই,—চিঠি পেয়েছি। এ মূর্খের সাধ-অসাধের বদলে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে হ'লে যা দাঁড়ায় তাই দাঁড়াক্,—সমস্ত জগৎ বাহবা দেয় দিক্, আর 'দূর ছাই' করে ক'রুক্,—দুই সমান! তাঁর সাধ হয় মানুষ সুশিক্ষা পায়,—তাই হ'ক্।

ও বোঝ্‌দার মহাশয়রা,—জান না কি, প্রত্যক্ষ করনি কি,—যে এ হাবাতে যদি নিজের সাধ রাখতো, তা হ'লে কত কি 'বিতিকিচ্ছি' কাজ ক'রে ফেল্‌তো। মানুষ এইভাবে চ'লে 'হায় হায়' বাণীগুলোকে হাওয়ার মত চিরসাথী ক'রে ফেলে নি কি? তোমরা আত্মীয়-আত্মীয়া সেজেছ ব'লেই কি এ হাবাতের প্রাণে সাধের বাতাস বহাতে চাও? তা তোমরাই শুধু 'মিষ্টি-মুখ' কর কেন! এ সব সেই 'গোরবেটার'ই খেলা! তা সে 'মুখ-পোড়া'কে জানিও যে, সে কর্ম্মকর্ত্তা হ'য়ে এ খোলটাকে যা করাবে, তা শুধু 'ম্যানেজারি' কেন,—'ম্যাথরগিরি' পর্য্যন্ত হাসিমুখে এ মূর্খ ক'রবে—ক'র্‌বে—নিশ্চয় ক'র্‌বে। তবে সে যে কর্ম্মকর্ত্তা এটা প্রত্যক্ষ করা চাই। কথাটা বুঝ্‌লে? তবে একটা কথা শোন ঃ—

দরজীকে শুদ্ধভাষায় বলে 'সূচিকাধর'। কিন্তু শুধু ছুঁচেতেই তার ব্যবসা চলে না; সুতোটা আগেই চাই, তার উপর চাই কাঁচিখানা ও "আঙ্গুস্‌থানা"। তখন যদি 'টেলারিংসপ' খুলতে হয় তা হ'লে কাপড়ও রাখ্‌তে হয়। ব'ল্‌তে ভুলে

গেছি, কাঁচিখানা ও আঙ্গুস্থানার মত মাপ নেবার ফিতেটাও রাখতে হয়।

বিশ্ব কতকটা টেলারিং সপ

এ বিশ্বের কারবারটা অনেকটা 'টেলারিংসপের' মত।

কেউ কেউ বলেন জ্ঞান না হ'লে তাঁকে জানা যায় না।

জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম—সমন্বয়-তত্ত্ব

আবার অনেকের মত,—ভক্তিই আদৎ সামগ্রী। আবার আর একদল আছেন যাঁরা কর্ম্মটাকেই প্রধান ব'লে ধরেন। এ মূর্খ কিন্তু শিক্ষা পেয়েছে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও প্রেম তিনটাই থাকা চাই; তবেই 'সাচ্চা চিজ্' তৈরি হয়।

জড়-মন-রূপ বস্ত্রকে 'বডিস' বা পিরাণ ক'রে, চৈতন্যময়ী মনকে সাজাতে হ'লে,—'আমি একজন হবই হব' এই-প্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প-রূপ গজকাটি বা ফিতা সর্ব্বপ্রথমে সম্বল করা চাই। তারপর নিজ নিজ গলদ ছেঁটে বাদ-দেওয়া-রূপ কাঁচিতে জড় মনটাকে ছেঁটে ছুটে নেওয়া দরকার। তারপর পরীক্ষা-রূপ আঙ্গুসথানার গুঁতো স'ইতে হয়। সেই গুঁতো হাসিমুখে স'ইতে পাল্লেই জ্ঞান-ছুঁচে ও প্রেম-সুতোর সাহায্যে জড় মন বডিস বা পিরাণ হ'য়ে চৈতন্যময়ী মনের বেশভূষা হ'য়ে পড়ে। যার যা কাজগুলো দেনাচুক্তি হিসাবে ও প্রাণ ঢেলে সেধে, নিজের গলদ দেখ্‌তে উঠে প'ড়ে লেগে গেলে ও মন-মরা বা উচ্ছ্বাস ভাবের বদলে "হবই হব" বা "নিজ হিস্যা লবই লব" এই সুরে প্রাণের তারগুলো বাঁধলে ও সেইমত কাজ সাধলে, শ্রীভগবান আপনি

জ্ঞানের বসনে ও প্রেমের ভূষণে সাধক-সাধিকাকে সাজায়ে তাদের এখানকার খেলা-চুক্তি করেন। চাই—অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য। চাই—মন-মরাভাব ও উচ্ছ্বাসকে বিদায় দেওয়া।

মনের জড় ভাগটা ছেঁটে বাদ দিতে হবে

ধর্ম্মরাজ্যে এগুতে গেলে মনের 'জড় ভাগটা'কেই ঢিট্ ক'র্‌তে হবে। 'ঢিট্‌করা' মানে—অনেক ছেঁটে ছুটে বাদ দেওয়া। মায়া মোহের সামগ্রীগুলোকে ত্যাগ ক'র্‌তে হ'লে, আর কিছু না হ'ক, মুখ বা প্রাণটাকে অনেক সময় সিঁট্‌কুতে হয়। যাঁরা হাসিমুখে **তাঁর** জিনিস ভেবে, এ জগতের যা-কিছু **তাঁকেই** দিয়ে ফেলেন, তাঁদের উপর কাঁচিখানা বা আঙ্গুসখানার গুঁতোগুলো ততটা কেরামতি দেখাতে পারে না। কিন্তু যাদের 'আমি আমার' গুলো গজ্‌গজিয়ে থাকে, তাদের কাঁচির বহরটা ও আঙ্গুসখানার গুঁতোগুলো অর্থাৎ এ জগতের শোক-তাপ, অর্থকষ্ট, মানহানি ইত্যাদি সহ্য ক'র্‌তেই হবে।

পরীক্ষায় হার

দিনের দিন এগুলো এত এসে যায় যে অনেকেই সেগুলোর জ্বালায় 'ধোপে ট্যাকে' না। আর কেউ কেউ,—"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" এই সুর ভেঁজে ফেলে। কিন্তু যাঁরা বিসর্জ্জন-মন্ত্র প্রথমে সেধে এই কাজে আগুয়ান হন, তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন যে **দুঃখগুলোই মহাসুখের আয়োজন, আর এ জগতের সুখগুলো জড়ত্বের বা দুঃখের আয়োজন।** 'বিসর্জ্জন মন্ত্র' হ'চ্চে "তাঁর দেহ, মন ও

সংসার" এইটা প্রাণে প্রাণে জানা ও সেইভাবে যার-যা কাজ সাধা। **জড় মনটাই** কাঁচির আঘাতের 'ঘা' খায়, আর সেইটাকেই **জ্ঞানের** দ্বারা বিদ্ধ ক'রে **প্রেমের** বন্ধনে বাঁধতে হবে। সাদা-মাটা কাজ হ'লে কাট-ছাঁট কম ক'রতে হয় আর ছুঁচটাকেও অপেক্ষাকৃত কম চালাতে হয়।

জড় মনটাকে জ্ঞানছুঁচ দিয়ে প্রেমসুতোয় গাঁথতে হবে

মনের চৈতন্যময় বিভাগটাই ভগবান্‌কে জান্‌তে চায়। সুতরাং পিরাণ বডিসের খোদ্দের **চৈতন্যময় মন।** এখন রৈল বাকি দরজী মহাশয়ের কথা ব'ল্‌তে। কে বল শুনি, ছেঁটেছুঁটে বাদ দিয়ে অর্থাৎ তৈরি ক'রে নিয়ে চৈতন্যময় মনকে সাজান? ওগো—গুরু—শ্রীগুরু—পরমগুরু। ওগো,—**এক নির্ভরতাতেই 'কেল্লা মেরে দেওয়া যায়'।** 'নির্ভরতা' মানে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকা নয়। **তাঁর** কাজ ভেবে যার যা কাজগুলো প্রাণ ঢেলে সাধাকেই ও সেই সঙ্গে ফলাফল গুলোর দিকে লক্ষ্য না রাখাকেই 'নির্ভরতা' বলে। ওগো বাবু,—প্রথমে নিজের গলদ দেখে দেখে মনটাকে সাফ্‌ ক'রতে পারলেই ও সেই সঙ্গে ভাবনাগুলোকে প্রাণ থেকে 'ঝাঁটা মার' 'ঝাঁটা মার' ক'রে তাড়ালে, তবে নির্ভরতা, বিশ্বাস, প্রেম, জ্ঞান বা যা কিছু ভাল জিনিস নূতন শস্যের মত পিলপিলিয়ে দেখা দেয়। গেরুয়া

শ্রীগুরু—দরজী, চৈতন্যময় মন—খোদ্দের

এক নির্ভরতায় কেল্লা মারা যায়; নির্ভরতা কাকে বলে

কাপড় প'রে 'স্বামী' বা ব্রহ্মচারী সেজে, মালা ঠক্ ঠক্ ক'রে বা 'চিতে বাঘ' সেজে, বা বই-পড়া বিদ্যা আউড়ে, বা জাগতিক কর্ম্মকে দুরছাই ক'রে, বা ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষা না দিয়ে, বা নিজেকে পদে পদে না সাম্‌লে, আদৎ সামগ্রী অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত প্রেম অর্জ্জন করা সম্ভব নয়—নয়—কিছুতেই নয়। গুণের আদর ক'রতে শেখ। বড় বড় কথা বলা ও পরকথা কহা অভ্যাস ছাড়, আর সত্য ও ধৈর্য্যকে ক'সে আদর কর, তা হ'লেই এক এক জন মানুষের মত মানুষ হবে; উচ্ছ্বাস বর্জ্জন ক'রে কর্ম্ম সেধে যাও, তাহ'লেই তাঁর কৃপা পাবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। মাকে প্রণাম জানিও।

মা,—কথায় আছে,—'খেতে পেলে শুতে চায়'; এ কথাটা সকল সময়ে সত্যি না হ'ক্, অনেক সময় তাই হ'য়ে পড়ে। একটু 'আহামরি,' একটু আদর বা সোহাগ পেলেই মানুষ বা মানুষের মন ঘাড়ে চেপে ব'স্‌তে চায়। তখন মানুষ নিজের যোগ্যতা কতটুকু সে কথা ভুলে মেরে দেয়। তাই মা,

মনকে শাসনে রাখা চাই

তাঁর কৃপা পেতে হ'লে মন-টাকে খুব শাসিয়ে রাখা দরকার। যে নিজেকে মস্ত ঠাউরে এই কাজে ততটা নজর রাখে না, তাকে এই উদাসীনতার জন্যে একদিন না একদিন বিশেষ বেগ পেতে হয়। কিন্তু মনের খুঁতের দিকে যার খুব নজর ও যে একটু জাগতিক ভাব প্রাণে জাগ্‌লেই নিজের কাণ মলে, নাকে খৎ দেয় বা গালে চড় মারে, সেই—দিনের দিন আরো এগিয়ে পড়ে।

শ্রীরাধা—চন্দ্রাবলী ও জটিলা-কুটিলা

তবে একটা কথা শোন্ ঃ—**চন্দ্রাবলী** নাচ্‌তে গাইতে ও রূপে বৃন্দাবনের মধ্যে প্রধানা ছিলেন। তা ছাড়া **শ্রীকৃষ্ণের** জন্যে তাঁরও মনপ্রাণ কাঁদতো। কিন্তু সকলেই জানে শ্রীকৃষ্ণ **'রাধা' 'রাধা'** ক'রেই পাগল। এইজন্যে **শ্রীরাধা** চন্দ্রাবলীর বিষ-নয়নে প'ড়েছিলেন। তাই বাগে পেলে চন্দ্রাবলী যমুনার ঘাটে সকলের সাম্‌নে শ্রীরাধাকে 'কৃষ্ণগরবিণী' 'কৃষ্ণ-

সোহাগিণী' 'রূপসী' ও আরো কত কি কথা ব'লে তাঁর উপর নিজের ঝাল ঝাড়্‌তেন। শ্রীরাধা কিন্তু কোন উত্তর না ক'রে প্রথম প্রথম চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সেখান হ'তে পিট্টান দিতেন। তারপর, বুকটাকে শক্ত ক'রে কোন কথা প্রাণে গাঁথ্‌তেন না। ঘরে জটিলা-কুটিলা আর বাইরে চন্দ্রাবলী! শ্রীকৃষ্ণকে পেতে সাধ পুষলে এত জ্বালাই স'ইতে হয়। শ্রীরাধার পেছনে লেগে যখন কিছু ফল ফোল্‌ল না, তখন চন্দ্রাবলীর রাগটা শ্রীকৃষ্ণের ঘাড়ে প'ড়লো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা-শোনা হওয়া মহা ব্যাপার! মানুষত আশার আশায় প্রাণ ধরে; সেইজন্যে চন্দ্রাবলীও দিনের দিন নিজের কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে,—ঠিক সেই সময়, যখন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার সঙ্গে মিলনের জন্যে—কদমতলায় যান। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর মনোভাব জান্‌তে পেয়ে সে রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ দিয়ে কদমতলায় যেতে লাগ্‌লেন। এই ভাবে কিছুদিন গেলে চন্দ্রাবলী নিরাশ হ'য়ে ও আর বাহিরে না দাঁড়িয়ে, চোখের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লো। তখন একদিন 'রসরাজ' চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিজেই দেখা দিলেন। চন্দ্রাবলী আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েও অভিমানের খাতিরে দু'চার কথা খুব শুনিয়ে দিলে; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তার উত্তরে নিজেরই দোষ স্বীকার ক'র্‌লেন। তাতে কি অভিমানিনীর অভিমান শানে! শেষে চন্দ্রাবলী এ কথা সে কথার পর নিজের গুণপনার কথা বিলক্ষণ আউড়ে, রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এত টান কেন সেই কথা

জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লে। 'রসিকনাগর' সে কথা উড়িয়ে দেবার ফন্দি খাটালেন। কিন্তু মুখরা মেয়েমানুষের কাছে কে না হার মানে? তাই সে কথা চাপা দিতে শ্রীকৃষ্ণ আর পাল্লেন না, কিন্তু একটা ফন্দি খাটালেন। ফন্দিটা আর কিছুই না,—চন্দ্রাবলীকে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লেন সে কি চায়। প্রশ্ন শুনেই চন্দ্রাবলী 'তেলে-বেগুনে' জ্ব'লে উঠ্‌লো ও কত কি 'ব্রজবুলি' শ্রীকৃষ্ণের উপর বর্ষণ ক'রলে। অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রকে নাছোড় দেখে ব'লে ফেল্লে যে, সে শ্রীকৃষ্ণকেই চায়, আর তার সাধ শ্রীকৃষ্ণও তার একচেটে সামগ্রী হ'য়ে থাকেন। এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণও একটু হেসে ব'ল্লেন, "তবে শোন,—তোমার সঙ্গে শ্রীরাধার এইটুকু তফাৎ, শ্রীরাধার ভিক্ষা যে, সে দাসী হ'য়ে থাকে, আর তুমি চাও যে, আমি তোমার কেনা দাস হ'য়ে থাকি। তা লোকে আমায় 'জগৎ-জীবন' বলে, তাহ'লে জগতের লোকের কি দশা হবে? আমি তোমার জন্যে সারা জগৎকে ছেঁটে বাদ দিতে পারি কি?" এই কথা শুনে চন্দ্রাবলীর চমক ভাঙ্গলো।

মাগো,—একটা মনই জটিলা-কুটিলা বা চন্দ্রাবলী,—সেটা কাঁচা মন; আর পাকা মন শ্রীরাধা। তা মানুষের কাঁচা মনটাই যখন তখন জোর করে। আর পাকা মন সামান্য আদরকে মহা আদর ঠাউরে,—"আমি কি তাঁর দাসী হবার উপযুক্ত?" এই কথা ভেবেই চোখের

শ্রীরাধা—পাকা মন, চন্দ্রাবলী বা জটিলা-কুটিলা—কাঁচা মন

জলে ভাসে। পাকা মনের কাজ নিজের গলদ দেখা, আর কাঁচা মন এ-তা ভাবনা নিয়ে থাকে। পাকা মনের ভাবনা,—"তাঁকে ভালবাস্‌তে জানলুম না বা ভালবাস্‌তে পারলুম না।" পাকা মন অন্যের জড় দেহের দিকে নজর রাখে না, সূক্ষ্মদেহটাকেই ধ্যান-জ্ঞান করে; আর সেই দেহেতে জ্ঞানময়, প্রেমময়, শক্তিময়, আনন্দময় ও শান্তিময় এই গুণগুলো আরোপ ক'রে, দেহ-মন তাঁর ঠাউরে তাঁতে ঝাঁপ দেয়। তবে ধৈর্য্যটা তার প্রধান সম্বল। কাঁচা মন দেহের দিকে নজর রেখে ও আদৎ গুণগুলো ভুলে গিয়ে, দেহের অগুণগুলো—বিশেষতঃ কামটাকে—বাড়িয়ে দেয়। ওমা,—একটা অগুণ এসে গেলেই দশটা এসে যায়।

একটা অগুণ এলে দশটা এসে যায়।

আর এক কথা শোন্ মা,—কামের হাত হ'তে রেহাই পাওয়া সহজ কথা নয়। যারা বলে,—"আমাদের এ ভাব নেই," তারা মনটাকে চেনে নি। কাম যে কোথা লুকিয়ে থাকে কেউ ব'লতে পারে না; তবে জেনে রাখ যে, সে লুকিয়ে থাক্‌বেই থাক্‌বে।

কাম ও সৃষ্টিতত্ত্ব।

সৃষ্টিটা প্রধানতঃ কামের জন্যে চ'লছে। এই কাম হ'তেই আবার সৃষ্টি হ'য়েছে। জ্ঞানের ও প্রেমের মিলনে প্রথম সৃষ্টির সুরু। তারপর বুদ্ধির ও ভক্তির মিলনে নীচেকার

থাকের সৃষ্টির কাজ চ'ল্‌চে। সব শেষে অজ্ঞানতা ও আসক্তির মিলনে এই ধরার সৃষ্টি রক্ষা হ'চ্চে। 'অজ্ঞানতা' নর, 'আসক্তি' নারী। 'হাড়ের খাঁচা ও চাম্‌ড়ার ঘেরাটোপ' ওলা অর্থাৎ দেহধারী যে নর-নারী-গুলোকে দেখছিস্‌, সেগুলো আর কেউ নয়,—সাধারণতঃ, অজ্ঞান মন ও আসক্তিপূর্ণ মন। নর-নারী মনে করে যে তারাই স্থূলদেহ নিয়ে মজা উড়াচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়,—অজ্ঞান ও আসক্তি একজন অপরকে টান্‌চে। এই হ'ল মানুষের খেলা। এর পর বুদ্ধি ও ভক্তি, উপদেবতা ও উপদেবী সেজে সৃষ্টি রক্ষা ক'রচে। তখনও উভয়ের পতনের কম ভয় নেই।

কিন্তু যাঁরা স্থূলদেহের কথা ক্রমশঃ ভুলে যান, তাঁরা একজন 'জ্ঞান' ও আর একজন 'প্রেম' হ'য়ে অফুরন্ত বিহার-সুখ, আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি উপভোগ করেন। সেই অবস্থায় লজ্জা-ঘৃণা-ভয় থাকে না। দেহ থাক্‌তেই, 'মা-বাপ' 'ছেলে-মেয়ে' ও 'স্বামী-স্ত্রী' সাজা-সাজি থাকে। কিন্তু এই অবস্থা হ'লে কোন ব্যবধান থাকে না।

জ্ঞান ও প্রেমে অফুরন্ত বিহার

এখানকার দুদিনের সুখগুলোকে বা মূর্ত্তিগুলোকে যাঁরা প্রাণে প্রাণে 'গু-মুৎ' ঠাউরাইতে পারেন ও এখানকার যা কিছু সাধ প্রাণ থেকে নিংড়ে ফেল্‌তে পারেন, তাঁরাই একদিন 'শিবলিঙ্গ' ও 'গৌরীপীঠের' মত 'জ্ঞান' ও 'প্রেম' আকারে হরদম সুখ উপভোগ করেন। এইটাই সগুণ ব্রহ্মের অবস্থা।

শিবলিঙ্গ ও গৌরীপীঠ—সগুণ ব্রহ্ম

তাহ'লে বুঝ্‌লি,—রমণ ছাড়া বিশ্ব নেই। তাহ'লে বুঝ্‌লি,—মানুষ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, রমণের হাত-ছাড়া হ'তেই পারে না।

আত্মা ও চৈতন্যময়ী মনের রমণ।

তবে উচ্চ সাধক সাধিকাদের আত্মার সঙ্গে চৈতন্যময়ী মনের রমণ হয়। যতই সূক্ষ্ম-ধ্যানে থাক্‌বি, ততই তোর মন চৈতন্যময়ী হ'য়ে যাবে। যতই মনটাকে তাঁর জন্যে খুলে রাখ্‌বি, ততই তিনি তোর দেহে ঢুকে প'ড়বেন। এইজন্যেই লেখায়েছেন,—

'দোকান রাখ্‌লে খুলে,
তবে ত খোদ্দের মিলে।'

ওরে তুই তাঁর—তাঁর—তাঁর। সে তোকে চুলের মুটো ধ'রে তার ক'রে নিচ্চে। তবে চায় না,—দেহ-সম্বন্ধ রাখ্‌তে।

কথাটা বুঝ্‌লি? আজ এই পর্য্যন্ত।

যতবার চিঠিগুলো প'ড়বি ততই মানে বুঝ্‌বি।

মা,—এ হাবাতে নিজেই অন্ধ। অন্ধ কি মা, "'গুরু-গিরি' ক'রতে বা কাউকে পথ দেখাতে পারে? আর এক কথা

গুরুগিরি গুখুরী

মা,—'গুরুগিরি' করা কি যে 'গুখুরীর' কথা, বা এই কাজ যারা করে তাদের যে কি সাজা হয়, সে কথা যদি সেই মহা-পণ্ডিতেরা জান্‌তো, তাহ'লে একাজে কখনও হাত দিত না। যাঁরা শক্তিধর শক্তিধরী হ'য়েছেন তাঁদেরই একাজে হাত দেওয়া সাজে। তবে কি মানুষের উপায় হ'বে না? ওমা,—ভগবান সর্ব্ব-স্থানে আছেন, আর তিনিই মানুষের কল্যাণের জন্যে শ্রীবুদ্ধ,

অবতার-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য।

শ্রীযীশু, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেজে এসেছিলেন। **মানুষ—মন, ভগবান—আত্মা।** 'মন'—মায়া-মোহে ও কাম-কাঞ্চনে মুগ্ধ, আর 'আত্মা' মায়া-মোহের ও কাম-কাঞ্চনের অতীত। **মনই** 'হাড়ের খাঁচায়' ও 'চাম্‌ড়ার ঘেরা-টোপে' **নর-নারী সেজেছে।** মন হীনবল হ'য়েও যদি মূর্ত্তি ধ'র্‌তে পারে, তখন আত্মা বলবান হ'য়ে মূর্ত্তি ধ'র্‌তে পারে না—এ কথা কি যুক্তিসঙ্গত? একজন পয়সাওয়ালা লোক দরকার হ'লে নিজের ইচ্ছায় কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বাস ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু একজন নিধনী কি ইচ্ছা ক'র্‌লে রাজপ্রাসাদে বাস ক'র্‌তে পারে? মানুষ যখন

অভাবে ও অশান্তিতে আছে, তখন মানতে হবে যে সাধারণ মানুষ—মন বৈ আর কিছু নয়। আর যাঁরা শ্রীযীশু, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেজে এসেছিলেন তাঁরাই ভগবান্ বা আত্মা। তবে, মানুষ যদি তাঁদের একজনকে 'আপনার বাবা,' 'আপনার মা' বা 'আপনার স্বামী' ব'লে তাঁর ছবির কাছে সাধে কাঁদে,—তাহ'লে তাঁদের মত 'বাপ', 'মা' বা 'স্বামী' কি তাঁর সাজে তাকে সাজাবেন না? আত্মা বা ভগবান্ মরেন না,—সুতরাং তাঁরাও মরেন নি। মানুষ মায়া-মোহের দরুণ নিজেরা ম'রে আছে ব'লে, তাই তাঁদের দেখ্‌তে বা তাঁদের কথা শুনতে পায় না। মায়া-মোহের জন্যে মানুষের এই অচৈতন্য অবস্থা; এই অবস্থাই যথার্থ মৃত্যু-বাচ্য।

কিন্তু মানুষ বা মন 'চৈতন্যময়' হ'তে উদ্ভূত ব'লে, মানুষের বা মনের গতি বা লক্ষ্য' চৈতন্যময়ের' দিকে। চৈতন্য মানে,—জ্ঞানের ও প্রেমের মিলিত শক্তি। জ্ঞান মানে,—'বই পড়া' বা 'টাকা রোজগার করা' বিদ্যা নয়। আর প্রেম মানে,—

জ্ঞান ও প্রেমের প্রকৃত অর্থ।

সাধারণ নর-নারী সেজে ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে কাণ্ডকারখানা করে, তা নয়। জ্ঞান মানে,—"তাঁর ইচ্ছায় এসেছি, আছি ও চ'লে যাব; তবে এসেছি,—তাঁর কাজ সাধ্‌তে, আর মনটাকে আত্মা ক'রে তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে" এই ধ্রুব ধারণা। প্রেম মানে,—তিনিই ভালবাসার সামগ্রী, আর এ সংসারে যা

কিছু সব **তাঁর**। সুতরাং আত্মীয়-আত্মীয়াদের সেবা ক'র্লে ও দেনা-চুক্তি হিসেবে সংসারের কাজ সাধ্‌লে, **তাঁর** তুষ্টি-কর কাজ করা হয়। আরো মনে রাখা চাই যে,—**এ দেহ, মন ও সংসার তাঁর**। সুতরাং,—দেহ-**টাকে তাঁর বিহার-স্থান** বা বৈঠকখানা মনে ক'রে যত্নে রাখ্‌তে হবে; আর **তিনি** যখন আনন্দময়, আনন্দ-ময়ী, তখন 'মন-মরা' হ'য়ে মনটাকে 'আঁস্তাকুড়' ক'রে রাখ্‌লে, **তিনি** এসে কি ক'রে থাক্‌বেন? **তাঁরই** দেহ যখন আর **তিনি** যখন সাথের সাথী,—যেমন জল ও জলের তরঙ্গ—তখন ভাবনা কিসের?

তিনি যখন আছেন, তখন **তাঁকে** দেখ্‌তে পাইনে কেন, আর **তাঁর** কথাই বা শোনা যায় না কেন? শুনবে কে? আর দেখ্‌বেই বা কে? মন—একমাত্র মন; কারণ মনই মানুষ। মন সাফ্‌ হ'লেই দেখা শুনা যায়। মন সাফ্‌ কর্‌তে হ'লে কি করা দরকার? মন জাগতিক সাধ পুষে ভেবে মরে। সাধ ক'রলে যখন সাধ মেটে না, আর শুধু ভেবে ম'রে যখন কোন সুরাহা হয় না তখন,—সাধ ও ভাবনা গুলোকে "ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার" ক'রে তাড়ান দরকার। তাহ'লেই মনটা ধীর হ'য়ে যায়। জলে হাওয়া লাগ্‌লে বা জাহাজ চ'ল্‌লে জল তরঙ্গের আকার ধরে। মনেও সাধের জাহাজ চল্‌লে ও ভাবনার বাতাস লাগ্‌লে, বুকটা তোলপাড় হবার কথা।

মন সাফ্‌ হ'লেই দেখা শুনা যায়

সুতরাং,—সাধ ও ভাবনা এলেই 'হেরে গেলুম' ভেবে—'দূর ছাই' ক'রে সেগুলোকে তাড়াতে হবে।

ওমা,—প্রাণ ঢেলে বাক্যের সংযম ক'রলে ও সত্যবাদিনী হ'লেই সেই সত্য-তত্ত্ব ও সত্য-স্বরূপিণীকে জানা যায়। তবে বুঝ্‌লি, তোকে কি ভাবে চ'লতে হ'বে? কি কি ক'রতে হবে আরো ভাল ক'রে শোন্‌ঃ—

সাধক-সাধিকার কর্ত্তব্য

১। দেহটাকে **তাঁর** জেনে যত্ন ক'রবি; সময়ে খাবি, শুবি ও পারতপক্ষে উপবাস ক'রবি না। নিতান্ত উপবাস ক'রতে হ'লে, যৎসামান্য খাবি।

২। খাবার সময় **তাঁর** প্রসাদ খাচ্ছিস্‌ এইটা মনে ক'রবি।

৩। দেহ মন ও সংসার **তাঁর** ভেবে, দেনা-চুক্তি হিসেবে ও স্বাস্থ্যরক্ষা ক'রে সব কাজ সাধবি।

৪। তোর দেহের মধ্যে চাঁদের মত উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ আছে ও তার মধ্যে **তাঁর** নামটা 'সোণার জলের অক্ষরে' সর্ব্বশরীরে আছে এইটা ধারণা ক'রবি ও প্রাণে প্রাণে নাম ক'রবি। কিন্তু তুই কি ক'রচিস কাউকে তা জানতে দিবি না।

৫। একখানা ছবিকে, সজীব মনে ক'রে প্রাণ ঢেলে ভাল-বাসবি।

৬। সাধ বা ভাবনা এলেই 'ঝাঁটা মার' 'ঝাঁটা মার' ক'রে তাড়াবি।

৭। যথাসম্ভব **সত্যবাদিনী** হ'বি ও ধৈর্য্যটাকে সম্বল ক'রবি।

৮। কারুর প্রাণে কষ্ট দিবি না।

৯। সকাল সন্ধ্যা ছবির কাছে ধুনা-গঙ্গাজল দিবি।

১০। যথা সম্ভব হাসিমুখে থাক্‌বি; দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ হ'লেই বুঝবি তোর দুঃখের দিন কেটে সুখের দিন এগিয়ে আস্‌ছে।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—তোরা এ হাবাতে ছেলের ঠেঙ্গে, "এ দাও তা দাও" ক'রে কত কি চেয়ে ম'রচিস্; তোদের চাওয়ার ধরণ দেখে মনে হয়, তোরা এই 'বানর'টাকে কত ধনে ধনী ঠাউরে ব'সে আছিস্। তা মা, তোদের বিশ্বাসকে ধন্যি! তোদের কি রকম বিশ্বাস, শুনবি ?—

ষাঁড়ের লেজ ধ'রে কৈলাস ভ্রমণ

একজনের বড় সাধ হ'য়েছিল একবার কৈলাস পাহাড় দেখে আসে, তা হ'লেই 'মা-বাবার' দেখা পেয়ে প্রাণের খিদেগুলো মিটিয়ে নেয়। তা সে লোকটা শুনেছিল যে মহাদেবের বাহন হ'চ্ছে ষাঁড়। এখন একদিন সে রাস্তায় যেতে যেতে একটা ষাঁড়কে দেখ্‌তে পেলে, দেখেই ভাবলে "ঠিক হ'য়েছে, বাবার এই বাহনকে ধ'রে কৈলাস যাব"; তা, বাবা নিজে যখন ষাঁড়ে চড়েন, তখন তার ত আর ষাঁড়ের পিঠে চড়া হয় না, কাজে কাজেই, ষাঁড়ের লেজটা ভাল ক'রে ধ'রে কৈলাসে যাবার মতলব হ'ল! যেমন মতলব হওয়া অমনি তাই ক'রা; ষাঁড় বেচারা ত ভয় পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলো। তা, ভয় পেলে কি ছাই সোজা পথে চ'ল্‌তে পারে? সুতরাং ইট্, পাট্‌কেল ও কাঁটা গাছের উপর দিয়েই সে দৌড় দিলে; মানুষটাও নাছোড়বান্দা, সেও খুব ক'সে তার লেজটা সেঁটে ধ'রে গড়াতে গড়াতে তার সঙ্গে সঙ্গে চ'লল; খানিকটা গিয়ে বাছার দশা যা হ'বার

তাই হ'ল! ওমা, ভয় হয় তোদেরও, এই হাবাতেকে ধ'রে যা কিছু হবার সাধটা, সেই লোকটার সাধের মত না হ'য়ে দাঁড়ায়!

প্রকৃত বিশ্বাস কাকে বলে

যে বিশ্বাস ধোপে টেঁকে না, শুধু কথার কথা মাত্র, সে বিশ্বাস জোনাকি পোকার আলোর মত। রাস্তায় যদি একটা বাতি বা পিদ্দিম্ নিয়ে বেরুস্, তা হ'লে সেটা কতক্ষণ ট্যাঁকে? কিন্তু যদি একটা 'হারিকেন' জ্বেলে নিয়ে বা'র হওয়া যায়, সেই আলো নিয়ে অন্ধকার রাতে এ বাড়ী ও বাড়ী স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা যায়। তাই নয় কি মা? তেমনি মা, যে একটা কথা শুনে সেই কথা পালন ক'রতে উঠে প'ড়ে লেগে যায়, কারু কথা কানে তোলে না বা বুকে গাঁথে না, তারই ওষুধ ধরে। মনে কর একটা বীজ্ পুঁতেছিস্। এখন, সেই বীজটা হ'তে গাছ গজাচ্ছে কি না পরখ কর'বার জন্যে, যদি একদিন অন্তর সেটা তুলে তুলে দেখিস্,—তা হ'লে কি গাছ গজায়? তেমনি, যে কথা এতদিন শুনেছিস্ সেইগুলো প্রাণ ঢেলে পালন না ক'রলে কোন ফল ফ'ল্‌বে না।

একগুণ সাধনে হাজার গুণ পাওয়া যায়

তাই বলি মা, যতটুকু শক্তি আছে সেই শক্তি দিয়ে কথাগুলো আরো প্রাণ ঢেলে পালন ক'রে যা। তা হ'লেই-বুঝবি, কোথায় ছিলি—আর কোথায় এসে গেছিস্। ওরে, একগুণ সাধনে হাজারগুণ লাভ হয়।

মা-জননী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণে প্রাণে ডাক্‌তেন,—সেই

প্রাণে প্রাণে ডাকার বদলে সেই 'রসরাজ' 'রাধা রাধা'

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ক'রে বৃন্দাবনটাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাইতে ত শ্রীরাধা একদিন এই কথা ব'লেছিলেন ঃ—

সখি কেশব আমার আস্‌চে বুঝি ওই,
শোন্‌লো শোন কাণ পেতে—বাজে বাঁশী ওই।
অমন মুরলী-ধ্বনি, কে কোথায় কবে শুনি,
তাই ত ওলো সজনি,—আপন হারা হই।
শোন্‌লো কি বলে বাঁশী, ভরি দিয়ে চারিদিশি,—
বুঝিবা কারে সম্ভাষি, বলে 'সে মোর কই'।
ওলো সখি একি শুনি, মোর নাম সাধে শুনি,
ছি ছি ছি ওলো সজনি! মরমে ম'রে রই।

আগেকার চিঠিগুলোতে যা যা লেখায়েছিলেন সেই কথাগুলো পালন কর,—তা হ'লেই তাঁর টান্‌টা বুঝ্‌বি—জান্‌বি। ওমা, তখন বুঝবি ঃ—

সে আমার আমি তার, আঁখিনীরে যে ভাসেরে,
তারি ধ্যানে রহি সদা, মোর ধ্যানে যে রহেরে।
পলকে প্রমাদ গণি, না হেরে বদনখানি,
সে মোর নয়নমণি, তারে কভু না ভুলিরে।
শুইতে বসিতে তার, আহারে বিহারে আর,
ভাবিয়ে ভাবনা তার, মোর ভাব যে বুঝেরে।
আনন্দ-সাগরে ভাসি, তার মুখে হেরে হাসি,
তার মুখে আমি ভাষি,—বুঝাইতে নারী-নরে।

ওমা সত্যই আলো, সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই প্রাণ ও সত্যই যা কিছু। কথায়, চিন্তায় ও কাজে সত্যকে ধ'রে থাক্, তা হ'লেই কেল্লা মেরে দিবি, তা হ'লেই মনের বল পাবি। মনের বল পেলেই, তোর খেলা সাঙ্গ হ'বে। যে সত্য-সেবী সে অলস, পরচর্চ্চা-রত ও পরপীড়ক নয়। সত্যে যে আশ্রয় নিয়েচে সে মায়ামোহে মুগ্ধ নয় বরং কর্ম্মিষ্ঠা ও দয়াবতী। সত্যের আদর ক'রে ভাবনা ও বাসনা গুলোকে তাড়াবি ও দেহ-মন তাঁর ভাব্‌বি; ছেলে-মেয়ে ও আর আর আত্মীয়-স্বজন পাওনাদার, আর তুই দেনদার,—এই জ্ঞানের সঙ্গে দেনা-চুক্তি হিসাবে যার যা কাজগুলো প্রাণ ঢেলে সেধে গেলেই বাসনা ও ভাবনা একটু একটু ক'রে দিনের দিন বিদায় নেবে,—তা হ'লেই তিনি বুকটা জুড়ে ব'স্‌বেন। তখন কি ভাব হয় শোন ঃ—

সত্য-মাহাত্ম্য

বল তুমি কেগো ?

যাচি আসি বসি হৃদিপুরে পশি, পরাণ ধরি টানগো।
'আয় আয়' বলি মধুর সম্ভাষি, আকুল কর মোরে গো ;
কতকাল পুষি কতশত সাধ, সে সব কাড়ি লহগো।
নব নব রসে ভাসি দিয়ে মোরে, কত কি দেখাওগো,
দেখি—দেখি তবে, পুরি এই ভবে, সখা তুমি রহেছগো।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—তোর দুখানা চিঠি পেয়েছি ; শেষের চিঠিখানা কিন্তু এত মিষ্টি লেগেছিল যে তুই যদি এখানে থাক্‌তিস্‌, আর যদি একটা কাঁচা মন নিয়ে না ঘর ক'র্‌তে হ'ত, তাহ'লে তোর পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিয়ে এই এটা সাধ মিটাত।

ছেলে মেয়ে যদি শান্ত-শিষ্ট হয়, আর যদি তাদের প্রাণে দশ-জনের একজন হবার মত সুবাতাস বয়, তা হ'লে বাপ-মা'র বুক-গুলো দশহাত হয় না কি ? মাগো সাধ হ'লেও, যারা সাধন-কাজে আছে, তাদের সাবধানে—বিশেষ সাবধানে থাক্‌তেই হবে। এমন কি সাধারণ নর-নারীরও একাজে বিশেষ নজর রেখে চলা দরকার। মনে গেঁথে রেখে দিস্‌ মা যে,—সকল সময়ে মন, জিব ও নজর গুলোকে খুব নজর-বন্দীতে রাখ্‌তে হবে। তবে একলা পর-পুরুষ বা রমণীর সঙ্গে যখন রাখেন, তখন মনটাকে আগে সাম্‌লে, মেজাজ ও জিবটাকে পরে সাম্‌লাতে হবে। গোপনে বা প্রকাশ্যে, একটা এ জগতের সুখের ভাব প্রাণে জাগ্‌লেই, নিজের গালে চড়ান, মনকে ধিক্কার ও নাকে খৎ দেওয়া দরকার। তা না ক'রলেই কাঁচা মনটা জাগ্রতে হ'ক বা স্বপনে হ'ক, সেই মজা উড়ুতে যাবেই যাবে। ওমা, গু-খাওয়া কুকুর যেমন ছাড়া পেলেই গু খেয়ে ফেলে, মনও পূর্ব্ব-স্মৃতির জন্যে এই 'হাবাতে কাজ' ক'র্‌তে ছুট্‌বেই ছুট্‌বে। তাকে যে তিনি সামান্য পরীক্ষা ক'রেই রেহাই দেবার ব্যবস্থা

মনকে সর্ব্বদা নজর-বন্দীতে রাখতে হবে

ক'চ্ছেন, এটা কম আনন্দের কথা বা **তাঁর** দয়ার সামান্য পরিচয় নয়! তাইতে মা,—শ্রীগুরুকে 'ধন্য দয়াময়' ব'লেও সাধ মেটে না। তুই যে শুধু লাট খেয়ে যেতিস্ তা নয়, এ পাষণ্ডও চোরাবালিতে প'ড়ে এজন্ম কা কথা—কত জন্ম 'হায়' 'হায়' ক'রে কাটাত। ওমা, লোকে "হরি হরি", "গৌর গৌর", "কৃষ্ণ কৃষ্ণ", "কালী কালী" বা "যীশু যীশু" ক'রে সাধন ভজনের ভাণ করে। কিন্তু মা,—'সাধন' মানে মুখের বড়াই করা বা গেরুয়া কাপড় বা দশ বিশ ছড়া মালা গলায় প'রে ভেল্কী দেখান নয়।

সাধনের প্রকৃত অর্থ

সাধন মানে,—উচ্চ—অতি উচ্চ—আদর্শ সামনে রেখে তাঁর সমান হ'তে উঠে প'ড়ে লেগে যাওয়া। তবেই,—**তাঁর** নাম করা সার্থক হ'ল বা **তাঁর** মুখ রক্ষা করা হ'ল; একেই বলে প্রকৃত ভালবাসা বা যথার্থ মনপ্রাণ-দান; তাহ'লেই **তাঁর** কৃপা হুস্ হুস্ ক'রে এসে যায়; তাহ'লেই **তাঁর** দয়া শ্রাবণের ধারার মত ঝ'রতে থাকে; তাহ'লেই মনপ্রাণ **তাঁর** জ্ঞানে ও প্রেমে সিক্ত হয়; তাহ'লেই বুকের ভিতর মলয় পবন ব'ইতে থাকে; তাহ'লেই সমস্ত দেহ সৌগন্ধে পূর্ণ হয় ও মস্তিষ্ক হ'তে সুধা ঝরে; তা হ'লেই মনপ্রাণ এক অব্যক্ত আনন্দপ্রদ নেশায় মাতোয়ারা হয়; তাহ'লেই জড় বা কাঁচা মনটা, পাকা বা চৈতন্যময়ী মন হ'য়ে শ্রীরাধা-পদে বরিতা হয় বা '**মা**'র শিশুসন্তান হ'য়ে, অভাব অশান্তির বদলে চির-জীবন, চির-সুখ, চির-শান্তি ও চির-

বিহার-সুখ পায় ; ও তাহ'লেই 'আমি পাখী' উড়ে গিয়ে 'তিনি পাখী' হৃদয়ে এসে বিরাজ করেন।

কাঁচা মনকে পাকা করবার উপায়

মাগো,—কাঁচা মনকে পাকা ক'র্‌বার উপায়গুলো কতবার শুনেছিস্। কিন্তু সকল সময়ে স্মরণ থাকে না ব'লে, আবার ব'লি ঃ—(১) এক আদর্শ পুরুষ বা দেবীর প্রতিমূর্ত্তিকে 'আপনার মা-বাপ' জেনে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সব সাধ, সব ভাবনা ফেলে দিয়ে, সুখ-দুঃখ গুলোকে সমভাবে দেখা,—অর্থাৎ মঙ্গলময়ের মঙ্গল-ইচ্ছা পূর্ণ হ'চ্চে, এইটা জড় বা কাঁচা মনকে অহরহঃ বলা। আর (২) সত্য, ধৈর্য্য, বিনয় ও কর্ত্তব্যকে বিশেষভাবে আদর করা। তা হ'লেই মনটা চৈতন্যময়ী হ'য়ে 'যোড় কলমের' গাছের মত হ'য়ে যায়। 'যোড় কলমের' গাছে শীগ্‌গির ফল ফলে ও মিষ্টি ফল হয়। আরো জানিস্ মা, কোন দেহ-ধারী জীবন্ত মানুষের সঙ্গে 'মা-বাপ' বা 'ছেলে মেয়ে' ছাড়া অন্য সম্বন্ধ, দেহ থাক্‌তে পাততে নেই ; তবে তিনি এ জগৎ ছেড়ে গেলে তখন 'প্রণয়িনী-ভাবে' অর্থাৎ তাঁকে 'প্রাণবল্লভ' জেনে সাধন ভজন করা চলে। তবে তাতেও রমনীর পক্ষে ভয় থাকে ; কারণ কাঁচা মনকে কামে ডুবাবার চেষ্টায় উপরের জগতের লোকেরা ফেরে। তাই মা, আতঙ্কে এ পোড়া প্রাণ শিউরে ওঠে। তাই মা, তোর উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখে কান্না পেত। যা হ'ক মা, তোকে যে তিনি বুকে ক'রে রেখে, কখন বা হাত ধ'রে, ভবজলধির পরপারে

নিয়ে যাবার জন্যে সচেষ্ট,—এটা প্রত্যক্ষ ক'রলে আনন্দে উৎফুল্ল হ'বার বা পোড়া-প্রাণটা কৃতজ্ঞতায় ভ'রে যাবার কথা নয় কি ?

মহামায়া ও পরম চৈতন্যময়ী

ওমা,—তার একটা নাম মহামায়া, আর একটা নাম পরম চৈতন্যময়ী। কালীঘাটে তিনি 'মহামায়া' ভাবে বিদ্যমানা ; এতে ভাল মন্দ দুই মিশান। তবে ভাল'র চেয়ে মন্দের ভাগটাই বেশী। তাই, মানুষ কালীঘাটে গিয়ে এ জগতের বাসনা-কামনা ক'রে ফেলে। তাই জগতের লোকের কাছে কালীঘাটের কালীর এত আদর। কিন্তু মা, শ্রীগুরুর কৃপায় এ হাবাতে জেনেছে যে কালীঘাটে সে প্রধানতঃ 'মহামায়া'ভাবেই আছে। বলি, ছেলের কাছে পা লুকিয়ে রাখা—মায়ের ধারা কি ? দেবদেবীর মুখের দিকে চাইলেই, মাথা ও বুকগুলো সাধে ভর্ত্তি হ'য়ে যায় না কি ?

দক্ষিণেশ্বরের মাহাত্ম্য

তবে ঠিক্‌ঠাক্ জিনিস পেতে হ'লে যাবি দক্ষিণেশ্বরে। ওমা, সেই—সেইখানেই এ হাবাতের যা কিছু আছে—নিশ্চয় আছে। শুধু এ হতচ্ছাড়ার যা কিছু নয়, জগতের লোকের অমূল্য সামগ্রী আছে। ওমা, সেখানে গিয়ে 'মা'র—এ হাবাতের 'আপনার মা'র কাছে, 'মা' 'মা' ক'রে ডেকে ব'লতে হয়,—"মা, তোর জিনিস তুই যা দিয়েছিস্—বিশেষতঃ কাঁচা মনটাকে, নিয়ে নে,—আর দে মা,—**জ্ঞান, প্রেম, শক্তি**।" আর **ঠাকুরের** ঘরে গিয়েও "বাবা" "বাবা" ক'রে ডেকে এই কথা গুলো ব'লতে

হয়। আবার 'পঞ্চবটী' তলায়, যেখানে 'শান্তিকুটীর' আছে তার দক্ষিণ দিকে গড়াগড়ি ও নাকে খৎ দিতে হয়, আর ব'লতে হয়,—"বাবা, তুমি আমাকে **তোমার** ক'রে নাও। তোমার অবোধ মেয়ে আমি; আমার 'আমি' গিয়ে এই দেহে ও মনে **তুমি** থাক—চিরদিনের তরে থাক।

মা,—আজ তবে আসি।

শ্রীমান্,—এতদিন পরে তোমার কথা এ পোড়া-প্রাণে যেই জাগিয়ে দিলেন, আর অমনি তোমার চিঠিখানা হাতে পাওয়া। দেখায়েছেন যে তুমি 'কাঁচা মনটা'কে 'পাকা' কর্‌বার চেষ্টায় থেকেও, ফন্দিটাকে ঠিকঠাক খাটাতে পার্‌চ না। তাই, এ 'পোড়া' মনের সাধ হ'য়েছিল যে একখানা চিঠি লেখে। লেখার ত শেষ নেই, আর কাজও ক'মচে না,—তাই সকলকে এক সময়, বিশেষতঃ বড় বড় ফর্দ্দ ফাঁদ্‌বার অবকাশ হয় না।

দশজনের একজন হওয়া যায় কি ক'রে

শোন,—দশজনের একজন হবার সাধ পুষ্‌লে একজন আদর্শ পুরুষকে সাম্‌নে রেখে বা তাঁর ধরণ-করণ প্রাণে গেঁথে, তাঁর মত হবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে যাওয়া দরকার। যে শক্তিতে চ'ল্‌চি, ব'ল্‌চি বা এ-তা কাজ ক'র্‌চি, সেই শক্তিটার খানিকটা, যার যা অভাব সেইটা মোচন ক'র্‌বার জন্যে, মন-প্রাণ উৎসর্গ ক'র্‌লেই সেই চেষ্টার বিনিময়ে—দশগুণ হ'তে সহস্রগুণ শক্তি ভিতর থেকে এসে যায়। আত্মা বা

শ্রীভগবান গোপনে আছেন কেন

শ্রীভগবান কাছে কাছে থেকেও গোপনে থাকেন। মণি-মুক্তা পৃথিবীর গর্ভে বা সমুদ্রের অন্তস্তলেই থাকে, এই জন্যেই সেগুলো এত দামী—এই জন্যেই তাদের এত 'কদর'। পুষ্যিপুত্র ধন পেলেই এ-তা কাজ ক'রে সঞ্চিত ধন উড়িয়ে দেয়। মানুষও

তাঁকে এক কথায় পেলে সেইভাবে উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে, তাতে আশ্চর্য্য কি ?

তাঁকে পেতে হ'লে গোপনবৃত্তি ধ'রতে হয়

গোপনের জিনিসটা পেতে সাধ পুষ্‌লে কতকটা গোপন-বৃত্তি ধ'র্‌তে হয়। গোপন-বৃত্তি কি ? বাহ্যিক ভাবগুলো ত্যাগ ক'র্‌তে হবে, অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে সব কাজ সাধ্‌তে হবে; পূর্ব্বসঙ্গ দিনের দিন ত্যাগ ক'র্‌তে হবে ও পূর্ব্ব-অভ্যাস, বিশেষতঃ হড়বড় ক'রে বকা বা অধীর ও মিথ্যাবাদী হওয়া—এইগুলোকে ক্রমশঃ বর্জ্জন ক'র্‌তে হবে। হট্ ক'রে রেগে উঠা ও একটা কথা শুনে ভেবে মরা,—অধীরতা বা উচ্ছ্বাসের সামিল। কাজ ক'রতে হবে দেনাচুক্তি বা কর্ম্মক্ষয় হিসাবে। কিন্তু বিশেষভাবে জান্‌তে হবে যে, জাগতিক বাসনা ও ভাবনা এসে গেলেই হার হ'য়ে গেল।

তাঁকে যে ভাবে,তিনি তার তরে ভাবেন

তাঁকে যে ভাবে, তিনি তার তরে ভাবেন। যে নিজের জন্যে ভাবে (অবশ্য জাগতিক ভাবে) **তিনি তার কাছে লুকায়ে থাকেন।**

সত্যে আশ্রয় নিলে ও ধীর হ'লেই তোমার সাধ মেট্‌বার বিশেষ সম্ভাবনা।

ওগো বাবুরা,—পোষ্টকার্ড পেয়েছি। তোমাদের মধ্যে কেউ থাক' বা যাও সেটা তাঁর ইচ্ছা। যেটা তাঁর ইচ্ছায় হয়, সেটা জাগতিক হিসাবে খারাপ হ'লেও, তাতে অমঙ্গল হ'তেই পারে না। তবে আমার তোমার সাধ অসাধগুলো তাতে জড়ালে ভালর বদলে মন্দ হবারই কথা।

বিভুর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা জড়ান ভাল নয়।

মানুষ ভুগ্‌চে, ভোগাচ্চে ও এক দেহ ছেড়ে, অন্য দেহ ধ'র্‌ছে,—শুধু মনেরই জন্যে। তা তোমরা যখন 'কপ্‌চাচ্চো' যে তাঁরই দেহ মন ও সংসার, তখন তোমাদের নিজের নিজের জন্যে ভাব্‌বার কথা ত নয়; বরং সেই ভেবে মরুক্। তবে যদি তোমরা 'টিয়াপাখী'র মত 'কোপ্‌চে' থাক', তাহ'লে বেরালে ধ'রলে 'ক্যাঁ ক্যাঁ' ছাড়া অন্য বুলি সাধ্‌তে পারবে না। এখানে সেখানে মহামারী, উল্কাপাত ইত্যাদি হ'চ্চে ব'লেই যে সকল লোক ম'রে ভুত হ'চ্চে তাত নয়! তবে সেই পুরাণ কথা আবার শোন,—

দেহ, মন ও সংসার "তাঁর" ব'লতে পারলেই ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আপন ভাবনা, যে জন ভাবে না,
তার তরে বিভু ভাবেন আপনি।

নিজ কর্ম্ম ভেবে, মরে যেবা ভেবে,
রহেন লুকায়ে তার কাছে তিনি।

তা বাবু,—তোমরা মজা উড়াতে যখন গেছ—মজার ভিতর একটু বেগ পাবে না?

যেথা সুখসাধ, সেথা সাধে বাদ,
ভাবনা বাসনা এরা উভে মিলে।
খ্যাদালে উভেরে, 'দূর' 'দূর' ক'রে,
সুখ-শান্তি তবে যাহা কিছু মিলে।

'ত্যাগী' কাকে বলে

লোকে 'ত্যাগ ত্যাগ' করে, আর সেই কথা আউড়ে, গেরুয়া কাপড়, তেলকমাটী, টিকি, গলায় মালা ইত্যাদি কত রকমের সাজসজ্জা করে। কিন্তু মনে হয় এগুলো 'বুজরুকি' করা বৈ আর কিছু নয়। ভেবে দেখ দেখি,—সংসারে থেকে ও সংসারের কাজ সেধে, ভাবনা বাসনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া কি কম ত্যাগ? তার উপর আলস্য ও মিথ্যা কথা, ঈর্ষ্যা ও কুৎসা অভ্যাসগুলো ত্যাগ ক'র্‌লে, কম সাধনা হ'লো কি? এইগুলো বর্জ্জন করা ত্যাগবাচ্য নয় কি? 'সাজায় সাজ্‌বো' 'খাওয়ায় খাব' ইত্যাদি ভাবে মনটাকে বাঁধ্‌লে ত্যাগ হয় না কি?

শ্রীভগবান গোপনে আছেন। তিনি আশে পাশে ও এই দেহ-মন্দিরে থাকলেও তাঁকে যখন দেখা বা তাঁর কথা শোনা যায় না, তখন মান্‌তে হবে যে তিনি

গোপনে নিশ্চিত আছেন। যে যেভাবে থাকে, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রতে হ'লে, তার মত ধরণ-করণে চলা-ফিরা দরকার। তাহ'লে মান্‌তে হবে যে শ্রীভগবানকে পেতে হ'লে, বাহ্যিকভাবে সন্ন্যাসী সাজা বা টিকি রাখা বা দশ-বিশ ছড়া মালা গলায় ঝোলান, বাহ্যিকভাব মাত্র। বাহ্যিকভাবে নিজেকে ত্যাগী দেখাচ্চি, কিন্তু পেটে পেটে কত কি ফন্দি আঁট্‌চি,—এইগুলো কি যথার্থ ত্যাগীর ভাব? তাই এ মূর্খ তোমাদের জানাতে আদিষ্ট হ'য়েছে যে, বাহ্যিকভাবে তোমরা এক এক জন গেরুয়া বা গলায় মালাধারী না হ'লেও, প্রাণে গেঁথে রেখো যে,—এ দেহ-মন-প্রাণ ও যা কিছু সবই তাঁর। আর মনটাকে তাঁর নামে সিক্ত ক'রে ও যথাসম্ভব সত্যের আদর ক'রে, যতটুকু শক্তি ও অবসর আছে, সেগুলোকে কাজে লাগিও,—তা হ'লেই 'কেল্লা ফতে' ক'রবেই ক'রবে।

বাহ্যিকভাব বর্জ্জনীয়

কম কথা ক'ইলে বা মেশা-ঘোষা কমালেই,—সত্য যায় কোথায়? আর নাম ক'রে ক'রে মনটাকে আত্মায় ডুবিয়ে দিতে পারলেই,—তীর্থ যাওয়া হ'ল ও মৌনী হওয়া হ'ল। মনের নীচের পাটে আত্মার স্থিতি।

তীর্থযাত্রা ও মৌনী কাকে বলে

জেনো,—উচ্চ আদর্শ প্রাণে গেঁথে, সেই আদর্শের মত হ'বার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগে যাওয়াকেই সাধন্ বলে। তুমি তাঁর নাম

মনের দরজা খুলে রাখলেই তিনি দেহ-মনের ভার লন

ক'রূচ, তাঁর মত হ'বার চেষ্টায় ফির্‌চো ও তাঁর জন্যে মন-প্রাণ খুলে রেখেছ—তিনি আর যাবেন কোথা? তাঁকে সেই মাত্রায় দেহ-মনের ভার নিতেই হবে—যে মাত্রায় দরজাগুলো খুলে রাখ্‌বে।

লোকে এর তার কৃপা ভিক্ষা করে, বা আশীর্ব্বাদ চায়। এগুলো মনে হয়—'ছোটলোকমি'। তাই নয় কি? বড় ঘরের ছেলে হ'য়ে যার তার কাছে হাত পাতবো? আমার বাবা ও মা যখন রাজরাজেশ্বর ও রাজরাজেশ্বরী আর আমি—heir-apparent বা যুবরাজ, তখন খাতাঞ্জী, দরোয়ান বা খোসামুদেদের মুরুব্বি পাকড়াব কেন? তা মানুষের তাঁর সঙ্গে যে এত নিকট সম্বন্ধ আছে, এই জ্ঞান নেই ব'লে তারা 'বিতিকিচ্ছি' হ'য়ে আছে। বলি, ও বাবুরা,—তাই নয় কি?

মানুষ রাজরাজেশ্বরের সন্তান।

আর এক কথা,—সেই যখন বাপ মা, তখন হেগে ফেলি সে মুক্ত ক'র্‌বে, দোষ করি সেই সাম্‌লে নেবে বা অভাব-অশান্তিতে থাকি সেই ঘোচাবে। এ তো পাতান সম্বন্ধ নয়, যে খোসামুদী ক'র্‌তে হবে! এ তো ছেলের হাতের মোয়া নয়,—আমার নিজের হিস্যা লবই লব। কষ্ট দুঃখ যা কিছু হ'ক না কেন, বুক চাপ্‌ড়ে ব'ল্‌বো,—'তাদেরই হ'চ্চে'। তা ছোট

ছেলের ভাবনা বাপ-মা ভাববে

এতো ছেলের হাতে মোয়া নয়

ছেলেমেয়ের অসুক-বিসুক হ'লে বা তাদের খাওয়াতে ও শোয়াতে হ'লে, বাপ-মা'ই কি ভেবে মরে না?

ওগো,—তাই এ হাবাতে বলে—বুক উঁচু ক'রে ব'সে থাক। ভয় কিসের? ভাবনাই বা কেন? চাই,—জাগতিক ভাবনা ও বাসনা হ'তে সাম্‌লে চলা ও সত্যটাকে আদর করা।

আজ এই পর্য্যন্ত।

ভাই,—সাধ হ'লেও, কাজের ও চিঠিলেখার শেষ নেই ব'লে, সকলকে চিঠি লেখা ঘ'টে উঠে না ; তাই প্রাণের সাধ প্রাণেই মিশিয়ে যায়।

তোমাদের কথা জানাতে এ হাবাতে ভোলেনি। তবে কি জান ভাই,—অবিচ্ছিন্ন সুখটা এ ধরার জিনিস ত নয় ; আর দুষ্ট ছেলে-মেয়েকে ঢিট্ কর্‌বার এটা কারখানা কিনা, তাই দুটোকে নিয়ে ঘর ক'র্‌তেই হ'বে। মানুষ সাধ পোষে **তাঁর** শ্রীচরণে স্থান পেতে। তা ভাই,—সমানে সমানে যখন মিশ খাবারই ধারা চিরকাল চ'লে আসচে, তখন **তাঁর** মত কতকটা গুণ না থাক্‌লে বা অর্জ্জন না ক'রলে, সে সাধ কি মেটে? **তিনি** কত শত 'ব্যাদ্‌ড়া' ছেলে-মেয়ে নিয়ে চালাচ্চেন,—তাদের দেখ্‌চেন শুন্‌চেন, আবার কত জ্বালা-উপদ্রব সহ্য ক'র্‌চেন। এটা যখন জ্বালারই জগৎ, তখন জ্বালাগুলোকে কর্ম্মক্ষয়ের উপায় ঠাউরে স'য়ে যাওয়াই বিধি। তাহ'লেই মনটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় ; তাহ'লেই মানুষ সুখে দুঃখে ধীর হ'য়ে পড়ে ও তাহ'লেই,—

সমানে সমানে মিশ খায়।

জ্বালাই কর্ম্মক্ষয়ের উপায়।

'**যে সয় সে রয়**' এই সুরে প্রাণের তারটা বেঁধে, মানুষ সুখ-দুঃখের পারে গিয়ে **তাঁর** একজন 'আপনার ছেলে-মেয়ে' হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যারা শান্তিটাকে নিয়ে ঘর-

সংসার ক'র্‌তে সাধ পুষে দশজনকে কাঁদিয়ে বা কর্ত্তব্যকে অবহেলা ক'রে সংসার ত্যাগ করে, তাদের সেই কাজের জন্তে একটা বিষম দোষ দাঁড়ায়। তারা অশান্তিগুলোকে নিয়ে দুনিয়ার কার-কারবার ক'র্‌লে না ব'লে, সে রাজ্যে গিয়ে যখন 'কর্ত্তাগিরি' বা 'গিন্নিপনা' কাজ পাবে, তখন একটুতে অধৈর্য্য হ'য়ে আত্মহারা হবেই হবে। যেমন আত্মহারা হওয়া,—অমনি নেবে পড়া। আবার নেবে প'ড়বে কোথায়? ও-হোহো! এই কান্না, অশান্তি ও অভাবে ভরা জগতে।

তাই বলি ভাই,—'যে সয় সে রয়' এই মহাজনের বাক্য কতটা সত্য ও কতটা মিথ্যে বা তাতে কি শক্তি আছে, সেটা এ জগৎ হ'তে আরম্ভ ক'রে শেষ খেলা পর্য্যন্ত টের পাবে,—না-না—প্রত্যক্ষ ক'রবে, যদি এখন হ'তে এ-তা কথা প্রাণে গাঁথা অভ্যাসটা ছেড়ে দাও। তাহ'লেই জান্‌বে—বুঝ্‌বে, তিনি যা করেন তা 'হালফিল' কষ্টপ্রদ হ'লেও, তার মধ্যে তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা আছেই আছে।

'যে সয় সে রয়'।

আবার বলি, "দুঃখের বা অশান্তির আঁচ লাগ্‌বে না, অথচ খেলা-চুক্তি ক'র্‌বো",—এ সাধটা ভুয়ো সাধের সামিল। 'রাত্রির পর দিন বা অন্ধকারের পর আলো' যখন প্রকৃতির বোনেদী প্রথা, তখন দুঃখের বা অশান্তির পর সুখের বা শান্তির 'মৌরসী' বন্দোবস্ত নিশ্চয় আছে। আর তা থাক্‌বারই কথা,—যখন তিনি শান্তিময়, প্রেমময়, আনন্দময় ইত্যাদি।

অশান্তির পর শান্তির মৌরসী বন্দোবস্ত।

মানুষ নিজের নিজের দুঃখ বা অশান্তিগুলোকে যেমন দিব্যচক্ষে দেখে, তেম্‌নি যদি পরের বা আরো দশজনের সেইগুলোকে ভাবতো বা দেখ্‌তো, তাহ'লে নিজেরা যে যেটা পেয়েছে, তাইতেই সুখে—মহাসুখে থাক্‌তো। শুধু তাই নয়—ধরাময় স্বার্থপরতা এত বিছিয়ে থাক্‌তো না। আর এক কথা,—মানুষ পরের গলদগুলো যে ভাবে দেখে ও পরের 'খুঁৎ' যে ভাবে বা'র করে, সেই ভাবে যদি নিজের গলদগুলো দেখে, নিজের 'খুঁৎ' বা'র ক'র্‌তে উঠে প'ড়ে লেগে যেতো, তাহ'লে ধরাটা এত কান্নার হাট বা 'রেষা-রেষি' বা 'ঠেসা-ঠেসি'র কারখানা না হ'য়ে, "শান্তি-নিকেতন" হ'য়ে প'ড়্‌তো। শান্তি-নিকেতনে দেব-দেবীর বাস, সুতরাং মানুষ মাত্রেই দেব-দেবী হ'য়ে প'ড়্‌তেন। তা, যখন নিজের নিজের গলদ দেখা বা সেগুলোকে সাফ্‌ করবার চেষ্টা মানুষের নেই,—বরং "আমি খুব বুঝি ও আমি ঠিক চ'ল্‌চি" এই ভাবটাই তাদের প্রাণে গজ্‌গজ্‌ করে ও এইভাবেই তাদের মাথাগুলো ভর্ত্তি,—তখন মান্‌তে হবে যে, 'মানুষ' ব'লে অভিমান ক'র্‌লেও, তারা 'ভূত-পেতনী' বৈ আর কিছু নয়। যার 'হুঁস' আছে সেই মানুষ,—নইলে 'ভূত-পেতনী' অথবা 'পশু' বৈ আর কিছু নয়। তা ভূত-পেতনী বা পশু হ'য়ে, মানুষ 'খেওখেয়ি' বা রেষা-রেষি ছাড়া অন্য আচরণ ক'র্‌তে

নিজের গলদ দেখলে মানুষ দেবদেবী হন।

যার হুঁস আছে সেই মানুষ—নইলে ভূত-পেতনী।

পারে কি? তাহ'লেই বুঝ্‌লে যে, এ অবস্থায় শান্তি-সুখের আশা করাটাও বাতুলতা—নিশ্চয় বাতুলতা; তাহ'লে আরো বুঝ্‌লে,—তাঁর কৃপা পাওয়া বা 'তাঁর এক-জন' হওয়া, এ সাধগুলোও অলীক—অলীক—নিশ্চিত অলীক।

মানুষ এত বিচক্ষণ যে ভাল কথা শুন্‌লে,—এ কাণ দিয়ে শোনে, ও কাণ দিয়ে বের ক'রে ফেলে! কিন্তু তাদের 'আমি আমার' গুলোতে 'ঘা' লাগে এমন কথা যদি শোনে, তাহ'লে ভাল-মন্দ বিচার ক'র্‌বার শক্তি হারিয়ে, 'গ্রামোফোনের' চোঙের মত কাণদুটোকে ক'রে, খুব আগ্রহের সহিত সেই কথাগুলো শোনে, সেই গুলোকে প্রাণে গেঁথে রাখে ও শেষে তা থেকে 'হাতাহাতি' 'চুলোচুলি' বা 'বকাবকি' ক'রে মরে! ওগো মহাশয়-মহাশয়ারা, যে আপনাকে হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ মনটাকে ঠাণ্ডা ক'রে 'আত্মায়' না দাঁড় করিয়ে, পাকা মনকে কাঁচা মনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, তারই হার হবার কথা নয় কি? যেখানে দুদিনের জন্যে এসেছি বা যেখানে চিরকাল থাকৃতে পাব না, সেখানকার দুদিনের মত ব্যবস্থা ক'রে, অফুরন্ত হাসির, অবিচ্ছিন্ন আনন্দের ও অনন্ত জীবনের আয়োজন করাই বিচক্ষণ-বিচক্ষণাদের কাজ নয় কি?

অহং-জ্ঞান অশান্তির আকর

তবে ভাই, আরো একটু ধৈর্য্য ধ'রে, আরো দু'চারটা কথা শোন। 'সাধন' মানে কি? সাধন মানে,—এক উচ্চ—

সাধনের প্রকৃত অর্থ

অত্যুচ্চ ‘পুরুষ’ বা ‘রমণীকে’ আদর্শ ক’রে, তাঁর মত হ’বার জন্যে উঠে প’ড়ে লেগে যাওয়া। তিনিই আদর্শ পুরুষ বা রমণী, যিনি কাম-কাঞ্চনের বা মায়া-মোহের দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ও যিনি দশজনের জন্যে কেঁদে গেছ্‌লেন। মানুষ কিন্তু ‘আমি আমার’ বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ-ভাবে চালিত। তাই তারা কাম-কাঞ্চনে অভিভূত, স্বার্থপরতায় পূর্ণ ও নানায় রকম মায়া-মোহে বিমুগ্ধ। ‘আত্মা’ বা শ্রীভগবান সবে থেকেও কিছুতে বিমুগ্ধ নন। সুতরাং সেই আদর্শ পুরুষ বা রমণী মানুষ নন,—স্বয়ং শ্রীভগবানই ক্ষুদ্র আকারে অবতীর্ণ। জীব সেই অসীম, অনন্ত, বিরাটকে

আদর্শ পুরুষের বা রমণীর মারফৎ খেলা-চুক্তি হওয়া খুব সম্ভব

ধারণা ক’র্‌তে পারবে না ব’লে—তাদের শিখাবার জন্যেই তিনি ছোট হ’য়ে এসেছিলেন বা আসেন। ওগো বাবু,—জেনো ভাল জেনো, সেই রকমের ‘ছোটকে’ ধরার মত ধ’র্‌লে, ‘বড়’তে পৌঁছান সম্ভব—খুব সম্ভব। আর মানুষ যে ‘মন’, একথা তোমরা ভাল জান; সুতরাং মানুষ যদি সেই আদর্শ পুরুষ বা রমণীকে আপনার বাপ-মা ব’লে ঠিক্‌ঠাক্ ঠাউরাতে পারে, তাহ’লে সেই মানুষের মনটা সেই আদর্শ পুরুষ বা রমণীর ধরণ-করণ পেয়ে যায়। তাঁকে বাপ, মা বা প্রাণবল্লভ জেনে, তাঁর ধারায় চলাকেই ভালবাসা বলে। তাহ’লেই মনটা ‘আত্মা’ হ’য়ে পড়ে। তাহ’লেই ‘আমি পাখী’ উড়ে গিয়ে, ‘তিনি পাখী’ এ দেহে এসে বিরাজ করে ও

হরবোলা হ'য়ে মন-প্রাণ কেড়ে নেয়। তাহ'লেই বাজি-মাৎ! তাহ'লেই খেলাচুক্তি হয়।

তবে জান্‌লে ভাই, যে প্রথমে **ধীর** হওয়া দরকার? তারপর নিজের নিজের গলদ দেখা বিশেষ আবশ্যক। প্রথম বা প্রধান গলদটা হ'চ্চে **অসত্য-সেবা**। সত্যকে আদর কর, তাহ'লেই সত্যস্বরূপকে চিনবে ও সত্যতত্ত্ব জান্‌বে। তাহ'লেই জাগতিক ও পারলৌকিক অভাব ঘুচ্‌বেই ঘুচ্‌বে। সত্যই—ধর্ম্ম, সত্যই—কর্ম্ম, সত্যই—কর্ত্তব্যজ্ঞান, সত্যই—স্বাস্থ্যরক্ষা ও সত্যই—আনন্দ, সুখ ও শান্তি।

সত্যকে আদর ক'র-লেই সত্যস্বরূপকে ও সত্য-তত্ত্ব জানা সম্ভব

২২

মাগো,—এ হাবাতে ছেলেকে অনেক দিন বাদে আজ লেখাতে বসালে। মনে হয় এই শেষ লেখা। তবে যদি মা,—এখনও এই ছারকপালে ছেলের শেষ কথাটা রাখিস্, তাহ'লে আরো লেখালে লেখাতে পারে। মাগো, কতবার লিখিয়েছে ও ব'লিয়েছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষা করাই মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু মা, এ পোড়া দেশের এমনি হতচ্ছাড়া আচার দাঁড়িয়ে গেছে যে, এই আদৎ কথাটাকে মানুষ পদে পদে উপেক্ষা ক'রচে। তাই মা, ঘরে ঘরে রোগ শোক ছাড়া, 'মন-মরা' ভাবটা পোড়োবাড়ির ধূলো-ঝুলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়্চে। তাই মা, চোখের জলগুলো ও বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে, কড়িকাটে ও বরগায় ঝুল্চে! মাগো, অনেকদিন আগে এইগুলো দেখিয়েছিল। আবার আজ ভোরবেলায়, মনে হয় রাত তিনটার সময়, এই ছবিগুলো দেখায়েছে। তাই মা, এই পোড়া মন 'হায়' 'হায়' ক'র্তে ক'র্তে ওখান থেকে পিট্টান দিয়ে, এই দেহতেই আড্ডা নিলে। মাগো, এই ছার প্রাণে সাধ হ'য়েছিল তোর পা দুখানা এই পোড়া বুকে ধরে; কিন্তু মা, তোর যাতনার সঙ্গে সঙ্গে এই ছবিগুলো দেখে পিট্টান দিতে হ'ল। পোড়া প্রাণ বোঝেনা ব'লেই, মনটা আবার কালি-কলম

স্বাস্থ্যরক্ষাই মানুষের প্রধান ধর্ম্ম

নিয়ে লিখ্‌তে ব'সলো। মাগো,—মানুষ খেয়ে, শুয়ে, ব'সে, চ'লে দেহের যে শক্তি সঞ্চয় করে, সেই শক্তিকে বলে **প্রাণ**। খাওয়া, শোয়া, বসা ও চলা কিন্তু মনের জন্যেই মানুষ ক'রচে। তাহ'লে **মনই দেহের কর্ত্তা**।

মনের ও প্রাণের সম্বন্ধ

তার মানে,—মন আছে ব'লেই মানুষের প্রাণ বা জীবনী-শক্তিটা র'য়েছে। কিন্তু মা, এই প্রাণটাই আবার মনকে দেহে আট্‌কে রেখেছে। এঞ্জিনের সঙ্গে যাত্রী বা মালগাড়ী যেমন শিক্‌লিতে আট্‌কে থাকে, মনও প্রাণে যে শক্তি আছে সেই শক্তিতে আট্‌কে প'ড়ে আছে—ঠিক যেন বর-ক'নের 'গাঁটছড়া' বাঁধনের মত। মন—বর ও প্রাণ—ক'নে। মন—দুমুখো,—একটার নাম **গরলমুখো** ও অপরটার নাম **সুধামুখী**। এই 'গরলমুখো'ই প্রাণের বর।

আচ্ছা মা জিজ্ঞেস্‌ করি,—বাড়ীর কর্ত্তা যদি 'বার-ফট্‌কা' হ'য়ে যা কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয়—তাহ'লে কি সে বাড়ীর ভদ্রস্থ বা লক্ষ্মী-শ্রী থাকে? আর মা, যদি কর্ত্তা এই রকম ক'রে বেড়ায় তাহ'লে তার ধর্ম্ম-লোপ হয় না কি?

মনের চাঞ্চল্যে দেহ শক্তিহীন হয়

মানুষ এ তা ভাবনা ভেবে, এ তা কাজ সেধে, দৌড়-ঝাঁপ ক'রে ও দেহের দেখা শোনা না ক'রে, দেহটাকে 'আলক্ষ্মী'র আঁগার করা ছাড়া, ধর্ম্মহানি ক'রচে না কি? তা ছাড়া মনটা যেখানে সেখানে দৌড়-ঝাঁপ ক'রে, দেহটাকে শক্তিহীন

ক'রচে না কি? দুজনে মিলে মিশে যদি ঘর-সংসার করে, তবেই ত সংসারে শ্রী-ছাঁদ থাকে?

আর এক কথা। শ্রীভগবান সব জায়গায় আছেন ও তিনিই দুনিয়ার মালিক। তা'হলে তিনি মানুষের দেহের মধ্যেও আছেন ও দেহগুলোর একমাত্র মালিক তিনিই। তা হ'লে দেহটা তাঁর মন্দির বা বৈঠকখানা বা বাগানবাড়ী,—তিনি মানুষের 'জিম্মায়' রেখেছেন মাত্র। তোর কাছে তোর এই হাবাতে ছেলে যদি কোন সামগ্রী রাখে, তুই 'পুতু পুতু' ক'রে সেটাকে রাখিস্ না কি? তা যদি না করিস্, তা হ'লে ধর্ম্মের কাছে তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে না কি? এখন বুঝলি মা,—দেহটাকে রক্ষা করা প্রধান ধর্ম্ম ও প্রধান কর্ম্ম কিসে?

দেহ শ্রীভগবানের মন্দির বা বৈঠকখানা

জিজ্ঞেস্ করি মা, মনটাকে একাজে সেকাজে খাটিয়ে, ঠিক্ সময়ে না খেয়ে ও দেহের দিকে আদপে নজর না রেখে, তুই কি একটা মহা অধর্ম্ম ক'চ্চিস্ না?

অধর্ম্ম ক'রলেই শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে। বিশেষতঃ,—এস্থলে তাঁর মন্দিরটাকে 'ছাই বালাই' ঠাউরে তুই সেখানে ভূত-প্রেতের নৃত্য করাচ্চিস্! একেই কি বলে মা,—ধর্ম্ম করা বা ঘর-সংসার দেখা? দেহের এই অবস্থার জন্যে তোর মনটা কি সদাই খিঁচড়ে থাকে না? তাই একটুতে রাগটা কি দেখা দেয় না? আর, রাগ ক'রলেই কি হার হ'য়ে গেল না?

স্বাস্থ্যের অভাবে মনের অবনতি

শোন্ মা, শ্রীভগবান কত হতচ্ছাড়া ছেলে-মেয়ে নিয়ে এই বিরাট সংসারটা দেখা শোনা ক'রচেন। তিনি যদি ব্যাজার হ'তেন বা রাগ ক'রতেন, তাহ'লে মানুষের কি হাল হ'ত মা? তবে তুই মা, এই হাবাতের মা হ'য়ে—এত বুদ্ধিমতী হ'য়ে কেন মা পদে পদে লাট খেয়ে যাচ্ছিস্?

স্বাস্থ্য-বিধি পালন না ক'রলে গৃহস্থের লক্ষ্মীশ্রী যায়।

তোর পায়ে পড়ি, আর একবার বল মা,—তুই সময়ে খাবি, শুবি ও যথাসময়ে রাগটাকে সাম্‌লাবি। তাহ'লেই এবারও শ্রীগুরু তোর সব দোষ মাপ ক'রবেন। ওমা, তাহ'লে তোর ত মঙ্গল হবেই হবে, উপরন্তু বাবার ও ভাই-দেরও মঙ্গল হবে। আর তা না ক'রলে, বাড়ী থেকে লক্ষ্মী ঠাকরুণ পিট্টান দেবেন। এরাজ্যে থেকে না হ'ক, সে রাজ্যে গিয়ে তোকে বাড়ীর এ হালগুলো নিশ্চয় দেখতে হবে। তখন মা, এ পোড়া ছেলের কথা কেন রাখিস্‌নি ব'লে হায় হায় ক'রবি ও চোখের জলে ভাস্‌বি। তবে, তখনও তোর এ হাবাতে ছেলে তোর পায়ের তলায় ব'সে যা কিছু ক'রবে। ওমা, এটা স্তোকবাক্য নয়—নয়—কখন নয়, অতি সত্যকথা; কারণ ইহাই শ্রীগুরুর আদেশ বা ইচ্ছা।

সংসারের ভাবনা বিভুতে অর্পণ।

ওমা, ঘর সংসারের ভার বৌমাদের উপর দিয়ে, ভাবনা-গুলোকে ৺নারায়ণের পাদপদ্মে 'যা হবার হ'ক' ব'লে ফেলে দে। তা হ'লেই দিনকতক বাদে দেখ্‌বি তিনি সব ঠিক্ ক'রে নেবেন

ওমা নেবেন—নেবেন—নিশ্চিত নেবেন। সন্দেহ করিস্‌নে, ধৈর্য্য হারাস্‌নে,—খালি মনে ক'রবি তুই যেন এ সংসার ছেড়ে গেছিস্‌।

তবে শোন্‌ মা, দিন কাটাবার জন্যে কি কাজ ক'রবি।

ভাবনা তাড়াবার উপায়

শ্রীগুরুর ছবির দিকে চেয়ে বা চ'ল্‌তে ফিরতে সদা সর্ব্বদা ব'ল্‌বি,—"বাবা, মা—এ দেহ, এ মন, এ সংসার বা আমার ব'ল্‌তে যা-কিছু, আজ হ'তে সবই তোমার"। তাঁর যখন, তা হ'লে তোর আর কিছু ভাব্‌বার নেই? প্রথমে ইষ্ট-মূর্ত্তির ধ্যান ও ইষ্ট-নাম জপ ক'রে, ও তিনি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে তোর দেহের ভিতর এসেছেন এইটে ধারণা ক'রে, তারপর ঐ কথা অষ্টপ্রহর ও সকল অবস্থায় ব'ল্‌তে হবে।

ওমা, তোর পায়ে পড়ি, এই শেষ কথাটা পালন করিস্‌; ওমা বুঝিস্‌ এ হাবাতে ছেলের—এটা আব্দার—মহা আব্দার।

আচ্ছা মা জিজ্ঞেস্‌ করি, এ হাবাতে ছেলে তোদের জন্যে চোখের জলে ভাসে এই কি তোর সাধ? এই কি মায়ের ধারা মা? এই কি প্রেমময়ী ও সন্তানবৎসলা মায়ের কাজ মা?

তবে আজ আসি মা। মাগো তোদের শ্রীচরণে এ হাবাতের বিনীত প্রণাম।

২৩

মা,—আজ কাল চিঠি লেখবার অবকাশ নেই, তাই চিঠিগুলো জ'মে যাচ্ছে। লম্বা চিঠি লেখ্‌বার যখন ফুরসৎ নেই, তখন দু'চার কথায় উত্তর দিতে হবে। তোর প্রশ্ন ঃ—

১। পাগ্‌লামী ক'রে তুই অপরাধিনী হ'য়েচিস্‌ কি না?

২। গুরু, স্বামী বা ইষ্ট এক কি না?

৩। পূজার সময় এটাকে ওমুখো করা'বে কি না?

তিনি অন্তরালে থেকে 'লাগাম' টেনে ধরেন

তুই যা কাজ ক'রেছিলি, তিনি যদি অন্তরালে থেকে 'লাগাম' না টেনে ধ'র্‌তেন, তা হ'লে লেখিকা ও যাকে লেখা হ'য়েছিল—দুজনেই লাট খেয়ে যেত। তাই বলি মা, একবার নয়—সাতবার বলি—তিনি বাস্তবিক দয়াময়!

মাগো, এই কথা ধারণার অতীত হ'লেও, কার্য্যতঃ উভয়ে লাট খেতোই খেতো! এ কথায় সন্দেহ করিস্‌ না, তা হ'লে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।

'দেহ' ছেড়ে 'মন' ও 'মন' ছেড়ে আত্মার এলাকায় যেতে হ'বে

মাগো, মনে মনে আদান-প্রদান হ'তে হ'তে, দেহের আদান-প্রদান হ'য়ে যায়। কিন্তু দেহ ছেড়ে একমাত্র 'মনের' কারবার ক'র্‌তে শিখ্‌লে ও পার্‌লে, ক্রমে 'মনে'র কারবার হ'তে 'আত্মা'র এলেকায় গিয়ে পড়া যায়; তখন চির-সুখের, চির-শান্তির ও চির-বিহারের কারবার চলে—খুব চলে।

তুই অপরাধিনী হ'লেও যখন সাম্‌লে গেছিস্‌, তখন ব'ল্‌তে হ'বে তোকে তিনি নিশ্চয় মাপ্‌ ক'রেছেন।

অশিক্ষিত বা দুর্ব্বল ছেলে-মেয়ে ত দোষ ক'র্‌বেই ক'র্‌বে, বা তাদের পা পিছলে ত যাবারই কথা। তা সে যখন 'মা বাবা', তখন তারই কাজ ধুয়ে মুছে নেওয়া। তবে মুখের কথায় ছোট ছেলে-মেয়ে হওয়া যায় না। চাই,—জাগতিক কাজগুলো প্রাণ ঢেলে সাধা, উচ্ছ্বাসগুলোকে বিসর্জ্জন দেওয়া, ধৈর্য্যকে সম্বল করা ও ভাবনা বাসনা গুলোকে 'দূর দূর' ক'রে তাড়ান। ছোট ছেলে-মেয়ে হেগে মুতে ফেল্‌লে বা কাদা মাখ্‌লে, মা-বাবা ধুয়ে মুছে নেয় না ত আর কে নেয় মা?

ছেলে-মেয়ে কাদা মাখলে মা-বাবা ধুয়ে মুছে নেয়

কি ভাবে চ'ল্লে ছোট ছেলে মেয়ে হওয়া যায়

তাই বলি, তুই বগল বাজা—তাও বলি, আর সে কথা তোলা-পাড়া ক'রিস্‌নে। সে তোর সব দোষ মাপ্‌ ক'রেছে—নিশ্চয় ক'রেছে। সে কথা তোলাপাড়া ক'রলে কিন্তু ম'জ্‌বি, ডুব্‌বি ও অনেক কালের সম্বন্ধ ঘুচ্‌বে—কারণ সেই ধারায় চ'লে আবার নূতন ক'রে প্রাণে দাগ প'ড়বে ও সেই সেই কাজ আবার ক'রে ফেলবি।

দ্বিতীয় কথা—গুরুর গুরুত্ব কোথা? স্বামীর স্বামিত্ব কোন-টুকু? দেহগুলো গুরু বা স্বামী নয়—কখনই নয়। 'শিষ্য' বা 'স্ত্রী' মানে কাঁচা মন, আর 'গুরু' বা 'স্বামী' মানে পাকা মন। ঈর্ষ্যা, কুৎসা,

গুরু-শিষ্য—তত্ত্ব

গর্ব্ব, অসত্য, অধৈর্য্য, আলস্য, অসন্তোষ, মন-মরা ভাব, জাগতিক ভাবনা ও বাসনা ও যা-কিছু কুচিন্তা ও কুকাজ,—কাঁচা মনের বৃত্তি। সুতরাং 'গুরু' বা 'স্বামী' হ'তে হ'লে যাবতীয় অগুণকে মন হ'তে বিদায় দেওয়া চাই। স্ত্রীর বা শিষ্যের দেহ-জ্ঞানটাকে উড়িয়ে দিয়ে, তাকে খালি 'মনেতে'ই দাঁড় করান আদৎ গুরু বা স্বামীর কাজ। দেহ-জ্ঞান পুষে রাখ্‌লে মায়া-মোহ জাপ্‌টে কাম্‌ড়ে ব'সে থাকবেই থাক্‌বে,—তা হ'লে দুদিনের মিলনের পর, ছাড়াছাড়ি হ'লেই কেঁদে ভাসাতে হবে। কিন্তু 'মন'টা মরবার জিনিষ নয়। আবার মন ক্রমবিকাশশীল—অর্থাৎ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর হ'চ্চে। তা হ'লে, 'গুরু'র বা 'স্বামী'র কাজ,—শিষ্যা বা স্ত্রীর মনটাকে তাঁর মত পাকা ক'রে নেওয়া। যে গুরু বা স্বামী এই কাজ সাধন ক'রতে পারেন, তিনিই 'নারায়ণ'-বাচ্য। আর তা না ক'র্‌লে, ভূত-প্রেত বা 'ট্যাম্‌না'-দল-ভুক্ত।

শোন মা, এই বিপুল বিশ্বে এক বই দুই নেই। **একই বহু সেজেছে।** এক বই দুই নেই কি ক'রে, সেটা তবে শোন্‌। মনে কর জলের ধারে দাঁড়িয়েচিস্‌।

এক বই দুই নেই

জল তর তর ক'রে ব'য়ে যাচ্চে। তুই একগাছা লাঠি দিয়ে জলের গায়ে মার্‌লি, জল দু'ভাগ হ'য়ে গেল। কিন্তু যেই লাঠিটা তুলে নিলি অমনি যে জল সেই জলই হ'ল, অর্থাৎ আর ভাগাভাগি র'ইল না। তেমনি মানুষের এই দেহ-জ্ঞান-রূপ ব্যবধানটাই পরস্পরের আত্মাকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা

ক'রে রেখেছে। মানুষের মনটা যখন চৈতন্যে ভর্ত্তি হ'য়ে যায়,—তখন দেহ-জ্ঞান আর থাকে না ব'লে, অমুক তমুককে আলাদা দেখে না। মাগো—একথা শুধু জেনে রাখা নয়—প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখিস্। আর জগতের বাসনা-ভাবনা প্রাণের কোণে উঁকি ঝুঁকি মার্‌লেই বুঝবি,—এখনও ঠিক চৈতন্য দিয়ে মন ভর্ত্তি হয় নি।

একজনকে জ্ঞানময়, প্রেমময়, শান্তিময় ইত্যাদি জেনে, তাঁকেই ধ্যান-জ্ঞান ক'রলে (কিন্তু দেহ সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিয়ে), আর 'তাঁর' পাদপদ্মে ভাবনা বাসনাগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ও দুঃখে—মহাদুঃখেও—তাঁকে ধ'রে থাকলে, তবেই তিনি সেই সাধক সাধিকার সব ভার নেন। তোকে যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই দিয়ে, যা যা শিক্ষা দিয়েছেন সেইগুলো যতটুকু পারিস্ পালন ক'রে যা। বাকিটুকু তিনিই ক'রে নেবেন। কারণ তাঁরই বিশেষ দায়। তিনিই দেনদার আর তুই পাওনাদার।

ওরে ছুঁচো বেটী,—ওরে পাজির পা-ঝাড়া বেটী,—বাজা—বাজা—বগল বাজা,—'আমার বাবা-মা আছে' এই ব'লে। তবে প্রাণে প্রাণে এই কাজ সাধ্‌বি।

পূজার সময় ওমুখো হ'বার যো নেই।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—আচ্ছা তোরা যে 'দেবী' ব'লে সই করিস্—বল শুনি মা, তোরা কি বাস্তবিক দেবী? তা 'যেমন ছাবা তেমনি দেবী'! মায়া-মোহে ডুবে থেকে বা অগুণের জাহাজ হ'য়ে থেকে, কখন মুখের কথায় দেব-দেবী হওয়া যায় কি মা?

জগৎ-জননী শ্রীমতী রাধাও 'দাসী' ব'লে নিজেকে মান্‌তেন। কিন্তু এ দেশের এমনি দশা হ'য়েছে যে, 'বিষ নেই কুলো পানা চক্কোর' ধ'রে মানুষগুলো আপনাদের মস্ত ঠাউরে ব'সে আছে। জানিস্ ত মা,—"দর্পহারী মধুসূদন"। তাই যারা মাথা উঁচু ক'রে বেড়াচ্চে, তারা দিনের দিন ছোট হ'য়ে যাচ্চে। দূর্ব্বা সকলের পায়ের তলায় থাকে ব'লে, সেই নারায়ণের মাথায় গিয়ে বসে,—তাকে না হ'লে পূজাই চলে না। তেমনি যে মানুষ আপনাকে 'মন' ঠাউরে, অর্থাৎ অগুণে ভর্ত্তি ব'লে ধারণা ক'রে, সদাই 'জড়সড়' থাকে ও প্রতি হাতে মনকে সাম্‌লায়,—সেই কালে বড় হ'য়ে দাঁড়ায়। তৃণ কতকাল ধ'রে পায়ের নীচে থাকে ব'লেই, একদিন তার আদরটা বেড়ে যায়। তাই বলি মা,—ধৈর্য্য ধ'রে নিজের গলদ দেখ্‌তে শেখ্। তা হ'লেই মজা লুট্‌বি।

দর্পহারী মধুসূদন

'বড় হ'বি ত ছোট হ'

বক্ বক্ ক'রে বক্‌বার ও পাতা পাতা চিঠি লেখ্‌বার দরকার হয় না। যা বার বার শুনেছিস্, সেই কথা পালন ক'রে যা,—তা হ'লেই 'কেল্লা' মেরে দিবি।

মনটাকে কতক্ষণ নিজের দেহের মধ্যে রাখ্‌তে পারিস্ সেই ফিকিরেই থাক্। মনটাকে দেহের মধ্যে রাখ্‌তে হ'লে, দেহের ভিতর নামটা জ্বল্-জ্বল্ ক'র্‌চে এই ধারণা রেখে, অষ্টপ্রহর নাম ক'র্‌তে হয়। যখনই এ তা ছবি বা ভাবনা প্রাণে জাগ্‌বে, তখনই বুঝ্‌বি যে নাম করা হ'ল না বা মনটাকে ঢিট্ করা হ'ল না। এইভাবে কিছুদিন চ'ল্‌লেই শক্তি বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে বল্‌বি সেই কথা। সেই কথাটা হ'চ্চে,—"এই দেহ, মন ও সংসার আমার নয়, সবই তাঁর।"

নাম-জপের বিধি

আজ এই পর্য্যন্ত। অবকাশ আদপেই নেই।

মা,—তোর সাধ এ হাবাতে ছেলেকে তোর প্রাণের জ্বালা জানাস্। তবে বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে অচেনা পুরুষকে চিঠি লেখা কতকটা দোষের কথা ভেবে, বিশেষতঃ সমাজের মর্ম্মভেদী সমালোচনার ভয়ে,—এক পা এগুলে দশ পা পেছুতে হয়। তা মা মনে হয়,—এ সম্বন্ধে সমাজের শাসন কতকটা দরকার। মানুষ যতদিন এই 'হাড়ের খাঁচা ও চামড়ার ঘেরাটোপে'র ভিতর নর-নারী সেজে থাকে, তা তিনি যত বড়ই সাধক-সাধিকা হ'ন না কেন, ততদিন এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কারুর প্রতি খুব শ্রদ্ধা ভক্তি হ'লেও ঠিক্‌ঠাক্ 'মা' ও 'ছেলে', কিম্বা 'মেয়ে' ও 'বাপ' এইটে প্রাণ খুলে মন যখন ব'ল্‌তে পারবে—শুধু কথায় নয়, প্রাণে প্রাণে এই বুলি সার ক'র্‌বে—তখনই খুব হিসেব ক'রে একসঙ্গে বসা দাঁড়া ক'র্‌তে পার্‌বে। তাব'লে একসঙ্গে বা এক বাড়ীতে একদিনের বেশী থাকা উচিত নয়। তা ছাড়া একজন অপরের মুখের দিকে চাওয়া একেবারেই উচিত নয়। নিজের নিজের মনটাকে খুব নজর-বন্দী ক'রে চ'ল্‌তে পার্‌লেই, তবে এখানকার খেলাচুক্তি হয়। কিন্তু বুকের কোণে কোন পুরুষের বা স্ত্রীলোকের চেহারা—'মা' বা 'বাবা' ভাবে ছাড়া অন্যভাবে জেগে উঠ্‌লেই, নাকে

সাধক-সাধিকার বিশেষ সাবধানে থাকা দরকার

খৎ দিতে হয়, কিম্বা নিজের গালে চড়াতে হয়। এইভাবে সংসারে থেকে চ'ল্‌লে তবেই সাধ মেটে। সাধ মেটে—চির-মিলন হ'য়ে।

ঠিক জানিস্‌ মা,—কোন পুরুষের প্রাণের তারের সঙ্গে কোন রমণীর প্রাণের তার যদি মিশ খায়,—যাঁরা ধর্ম্মজীবন লাভ ক'র্‌তে উঠে পড়ে লেগে যান, তাঁদেরও মনটা 'গোপ্তা' খাবার চেষ্টায় থাক্‌বেই থাক্‌বে। ওমা, পুরুষকে বিশ্বাস করিস্‌ নে—করিস্‌ নে—কখনও করিস্‌ নে। তা ব'লে এ হাবাতে ছেলে বলে না যে, নারীমাত্রেই 'গোব্যাচারী'র দল। তবে শতকরা ৯৯ জন পুরুষ ও ৭০ জন মেয়েমানুষ কামের কাছে হার মানে।

পুরুষকে বিশ্বাস নেই

দেহ থাকতে কামের বিনাশ নেই

মাগো, যতদিন মানুষ দেহধারণ করে, ততদিন কামটা গোপনে বা প্রকাশ্যভাবে থাক্‌বেই থাক্‌বে। আবার এখান থেকেই এই প্রবৃত্তি দমন ক'র্‌তে না পার্‌লে,—দেহ ছাড়লেও অধিকাংশ জীব, মনের জন্যে, এ জন্মের অতৃপ্ত সাধ মেটাতে আবার নর-নারী সেজে আসে। যারা পূর্ব্বজন্মে গোপনে বা অবৈধ-ভাবে এই কাজ সেধেছিল, তারা এই জন্মে স্ত্রী-পুরুষ সেজে এসেও, পূর্ব্ব পাপের জন্যে, উভয়েই ভোগেচ্ছা মেটাতে পারে না। তার মানে,—পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মোহটা বেশী হ'লে স্ত্রীলোক বিধবা হয়; আর পুরুষের মোহটা বেশী

স্বামী-স্ত্রীর পূর্ব্বসম্বন্ধ বিচার

হ'লে, সেই লোক পত্নী হারায়। তাই বলি মা, এ বিষয়ে উভয় পক্ষেরই বিশেষ সাবধানে থাকা খুব দরকার। যারা পূর্ব্বজন্মেও স্ত্রীপুরুষ ছিল, তারা যদি আবার সেই ভাবে আসে, তা হ'লে জান্‌বি যে তারা এক সঙ্গে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর ঘর-সংসার করে। আর যারা জন্ম জন্ম এইভাবে আসে, তাদের মধ্যে মনের মিল খুব ও কামের সেবা কম।

আপনাকে চিনলেই দেহের উপর নজর ক'মে যায়

আরো কিছু শোন মা। নর নারীকে খোঁজে ও নারী নরকে চায়। এই চাওয়া-প্রবৃত্তি উভয়ের থাকে,—যতদিন মানুষ আপনাকে না চেনে। আপনাকে চিন্‌লেই কিন্তু দিনের দিন এই চাওয়া-প্রবৃত্তি—বিশেষতঃ মাটীর খোলগুলোর উপর নজর—ক'মে যায়।

মন দুমুখো—কাঁচা মন ও পাকা মন

নিজেকে চিন্‌তে গেলে,—আগেই বুঝ্‌বি মানুষ আর কেউ নয়, একমাত্র **মন**। মন আবার দুমুখো। একটা মন এ সংসারের সুখ চায়; আর একটা মন,—'বাবা', 'মা' বা 'প্রাণবল্লভ'কে জান্‌তে—চিন্‌তে—চায়। যেটা এ ভবের সুখ উড়াতে চায় ও এখানকার মায়া-মোহে ম'জে ডুবে থাক্‌তে চায়, সেটা কাঁচা বা গরলমুখো মন। আর যেটা আদৎ সুখ-শান্তির সামগ্রীকে জান্‌তে, চিন্‌তে বা তাঁর শ্রীপদে বিকাতে চায়,—সেটা পাকা বা সুধামুখী মন। মানুষের মধ্যে দুমুখো মনই বর্ত্তমান। তবে কারু কাঁচা মনের ও কারু

পাকা মনের মাত্রাটা বেশী। যিনি যতটা এখানকার ভাবনা ও সাধগুলোকে প্রাণ থেকে নিংড়ে নিংড়ে বের ক'রে ফেলেন, তিনি দিনের দিন ততটা 'পাকা মন' হ'য়ে দাঁড়ান। তা হ'লে বুঝ্‌লি মা,—**বাসনা ও ভাবনা দুটো কুলটা সঙ্গিনী** থাকতে, নর-নারী কেউই 'পাকা মন' হ'তে পারে না। বাসনা ও ভাবনা দিনের দিন প্রাণ থেকে হঠান ছাড়া, মানুষের আরও কতকগুলি কু-অভ্যাস ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অভ্যাস যোগ

সেগুলো ত্যাগ ক'র্‌তে পারলেই তবে, "হরি হরি", "কালী কালী", "আল্লা আল্লা" বা "যীশু যীশু" বলা কাজে লাগে। সে কর্ত্তব্যগুলো এই ঃ—

১। কুৎসা, ঈর্ষ্যা, আলস্য ও অসত্যকে দূর করা।

২। শরীর রক্ষা করা। তার মানে,—সময়ে খাওয়া, শোওয়া ও উপবাসের অভ্যাসটা ত্যাগ করা।

৩। লোকের সঙ্গে অতিমাত্রায় মেশা ঘোষা ছাড়া।

৪। প্রাণ ঢেলে যার যা কাজ দেনাচুক্তি হিসাবে সাধা।

৫। মন-মরা না হওয়া।

৬। আপন আপন ইষ্টকে 'আপনার মা, বাবা ও প্রাণ-বল্লভ' জানা ও একখানা ছবিকেই প্রাণ ঢেলে ভালবাসা।

৭। প্রাণে প্রাণে সকলের মঙ্গল কামনা করা।

৮। ধর্ম্মের ভাণ না করা।

আরো কি ক'র্‌তে হবে শোন মা। **মনটা কতক্ষণ দেহের মধ্যে রাখতে পারিস্‌,**—এইটে উল্‌টে

পাল্‌টে পরীক্ষা ক'রে দেখবি। যখনই এটা সেটার ভাবনা এলো বা এ তা সাধ প্রাণে জাগ্‌লো বা এর তার ছবি প্রাণে চাগাড় দিয়ে উঠলো, তখনই বুঝ্‌বি,—মন দেহ ছেড়ে, সেই সেই বিষয়ে বা সেই সেই ছবিতে গিয়ে প'ড়েছে। সুতরাং 'টোক্কা'র বদলে 'ফোক্কাটা'ই লাভ হ'ল।

মনকে জব্দ করবার উপায়

মনকে জব্দ কর্‌বার জন্যে, তাকে অষ্টপ্রহর শেখান চাই ও এই বুলি সাধিয়ে নেওয়া দরকার যে,—"এই দেহ, মন ও সংসার সবই তাঁর অর্থাৎ নিজ নিজ ইষ্টের"। আর, সোণার জলের মত অক্ষরে ইষ্টের নামটা দেহের মধ্যে আছে, মনটাকে এই ধারণা করিয়ে, সেই নাম জপ করা'তে হবে। সকল সময়ে, এমন কি পাইখানায় ব'সেও, জপ করা চলে। খাবার সময় ইষ্টের শ্রীচরণে খাবার জিনিষগুলো নিবেদন ক'রে দিয়ে খাওয়া দরকার।

যখনই মনটা এখানে সেখানে বেড়াতে সাধ পুষ্‌বে, এমন কি কোন তীর্থস্থানে যেতে চাইবে, তখনই বুঝ্‌বি হেরে গেলি।

'তিনি' মানুষের ভিতরেই আছেন

এইভাবে কিছুদিন চ'ল্‌লে, দেখবি, বুঝ্‌বি,—তোর মা-জননী বা প্রাণসখা তোরই ভিতরে আছেন—আছেন—খুব আছেন। ব'লতে কি মা, তুই এখনও একদণ্ড তাঁকে ছেড়ে নেই। তবে মনটা ঘোলা জলের ঢেউয়ের

মত লাফিয়ে বেড়াচ্চে ব'লে, তাঁকে দেখতে পাচ্চিস্ না। বুক বেঁধে ও ধৈর্য্য ধ'রে, কথাগুলো পালন ক'র্‌তে উঠে প'ড়ে লেগে যা, তা হ'লেই পাবি—পাবি—সব পাবি।

একখানা ছবিকেই ধ্যান-জ্ঞান কর, পাবি—পাবি—মজা পাবি। তখন এমন ভালবাসা, এমন বিহারসুখ ও প্রাণ-ঢালা কারবার হ'বে যে, বুঝ্‌বি—জান্‌বি—প্রত্যক্ষ ক'র্‌বি,—মানুষ কি ছার সামগ্রী নিয়ে আছে!

একখানা ছবিকেই ধ্যান-জ্ঞান ক'রতে হবে

আজ এই পর্য্যন্ত।

২৬

মা,—তোর চিঠি প'ড়ে এ হাবাতে ছেলে এই বুঝেচে যে,—তুই কোন সূত্রে জান্‌তে পেরেচিস্‌ যে, মাঝে মাঝে যে কথাগুলো তুই শুনিস্‌, সেগুলো শ্রীশ্রীঠাকুরের নয়, বরং সে-গুলো কোন 'উপদেবতা'র বা 'নায়ক-নায়িকার' কথা। এ হাবাতে ছেলে তোকে এ বিষয়ে কেন সাবধান ক'রে দেয় নি,—এই ভেবে তোর খানিকটা অভিমান বল, আর দুঃখ বল, প্রাণে দেখা দিয়েছে। তোর কথা এই,—তুই ত তাদের কথা শুন্‌তে চাস্‌নি! শ্রীশ্রীঠাকুর তোকে হাত ধ'রে নিয়ে বেড়ান, এই ত তোর প্রাণের সাধ!

নায়ক-নায়িকার খেলা

ওমা, বাপ-মার কি সাধ ছেলে-মেয়ে জলে ঝাঁপ দেয় বা আগুনে পোড়ে? তবুও ছেলে-মেয়েরা এটা-সেটা কত কি ক'রে বসে। তখন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মাকেও ভুগতে হয়; তাই নয় কি মা? ছেলে-মেয়ে বাপ-মা ছাড়া আপনার ব'লে আর কাউকে জানে না ব'লে, তাই তাদের জন্যে বাপ-মাকেও ভুগতে হয়। তোরাও যদি ছোট ছেলে-মেয়ে সেজে, ছার "আমি" "আমার" জ্ঞানগুলোকে একেবারে প্রাণ থেকে নিংড়ুতে পারিস্‌, তা হ'লে তিনি একদিন না একদিন, তোদের সব ভাবনা ও সব ভার নিয়ে নিজের

ছোট ছেলে-মেয়ে হ'তে পার্‌লে তিনি সব ভার লন

মনোমত ক'রে সাজাবেনই সাজাবেন। এই কথা শুনে হয় ত ব'লবি,—"তা বাবা, তুমি ত জান,—সকল ভাবনা, সকল সাধ শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি কি না।" হ্যাঁ মা,—তা তুই এখন অনেকটা নূতন মানুষ হ'য়েছিস্ বটে, কিন্তু এখনও পূর্ণমাত্রায় মনটাকে বদলাতে পারিস্‌নি। তবে যে ভাবে যাচ্চিস্, দিনের দিন আরো এগিয়ে প'ড়্‌বি তাতে সন্দেহ নেই। তবে কি জানিস্ মা, "ওঠ ছুঁড়ি তোর বে,"— এ ধারাটা তাঁর কাছে প্রায় নেই ব'ল্লেই হয়।

ক্রমোন্নতিই বিশ্বের বিধান

জানিস্ মা,—মেয়েরা 'পোয়াতি' হ'লে, তাদের পেটের ছেলেটা দিন দিন তিল তিল পরিমাণে বাড়ে। কোন গাছের ফুল হ'তে, তিল্ তিল্ ক'রে ছোট আকারে ফল দেখা দিয়ে, সেই ফল ক্রমে মস্ত আকার ধরে। একদিনে, দুদিনে বা দশ দিনে, যদি ছেলে-মেয়েরা মার পেটে দশমাসের মত বড় হয়,— তা হ'লে পোয়াতির 'অক্কা' পাবার কথা নয় কি? দশ দিনে যদি নাউগাছের নাউগুলো মস্ত হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে গাছটা দুমড়ে পড়ে না কি? মাগো,—মানুষ জড়ে ম'জে ডুবে আছে। কিন্তু একটু আধটু 'মা মা', 'বাবা বাবা', 'হরি হরি' বা 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' ক'রে, যদি দশ দিনে চৈতন্যটাকে পেয়ে যায়, তা হ'লে সে মানুষ লাট্টু খেয়ে যাবে না কি? কত জন্ম জড়ের সঙ্গ ক'রে মনটা জড় হ'য়ে আছে, সুতরাং একদিনে—কি এক, দুই কি তিন বছরে, যদি জড়টা একে-

বারে খ'সে যায়, তা হ'লে মাথা খারাপ হবার কথা। তাই মা,—এ বিশ্বের ধারাই হ'চ্চে তিল তিল ক'রে বাড়া। সব-জান্তা মঙ্গলময় ও মঙ্গলময়ীর এই বিধানটা মানুষের কাছে হাল-ফিল কষ্টের কথা বটে, কিন্তু যারা তাঁকে ঠিক্ঠাক্ 'বাপ-মা' জেনে বুক বেঁধে ব'সে থাকে ও দেনা-পাওনা চুক্তি ক'রে, নিজ নিজ পাওনা-গণ্ডা বুঝে-প'ড়ে নেবার ফিকিরে কাজ সেধে যায়, তারাই বিধির লীলাখেলা কতকটা বুঝ্তে পারে। এক কথায় মা,—যারা দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি গুলোকে সুখের সোপান বুঝে ও কর্ম্মক্ষয় হ'চ্চে ভেবে আহ্লাদ ক'র্তে পারে, তারাই একদিন ক'সে হেসে বেড়ায় বা মজা লোটে।

আদৎ সুখ-শান্তি পাবার উপায়

মানুষ এই সম্বন্ধে ব'লে ফেলে,—"তিনি আসল বাপ-মা হ'য়েও, দুদিনের নকল বাপ-মার মত, ছেলে-মেয়ের দুঃখের দুঃখী না হ'য়ে বরং আড়ালে ব'সে মজা দেখেন,—এটা যেন কেমন কেমন মনে হয়, !" ওমা, মানুষ বিধাতার লীলা বুঝ্তে না পেরে ও আপনাদের মস্ত বোঝ্দার ঠাউরে, কত কি 'ডিক্রি ডিস্মিস্' ক'রে ফেলে! কিন্তু মা,—একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে, কাজগুলো সেধে গেলে ও তাঁকে ঠিক্ঠাক্ 'বাপ-মা' জান্লেই তিনি, যার যেমন পেটে ধরে সেই হিসেবে, দিনের দিন অনেক কথা বুঝায়ে দেন; তবে সকল কাজেই কতকটা ধৈর্য্য ধরা চাই। ধর্, তুই

মানুষের উৎকর্ষ সাধনের জন্যেই তিনি আড়ালে আছেন

একটু আধটু রাঁধ্‌তে শিখেচিস্; তুই যদি আপনার জন্যে রাঁধিস্, তাহ'লে কোন দিন পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে বা কোনদিন 'আলুনি' ক'রে, ক্রমে একজন যা-তা ধরণের রাঁধুনী হ'বি,—তাই নয় কি মা? কিন্তু তোদের মধ্যে যার ভাল রাঁধুনী হ'তে সাধ হয়, সে হাত পুড়িয়েই হ'ক্ আর 'তাড়ুনি খিচুনি' খেয়েই হ'ক, একদিন 'বাহবা' কিন্‌বেই কিন্‌বে। তবে তারাই 'বাহবা' কেনে, যারা প্রাণ মন সেই কাজে ঢেলে দেয়। কিন্তু তোর মা, খুড়ী ইত্যাদি পাশে ব'সে যদি আজন্মকাল রান্না শেখাতে থাকে, তাহ'লে যেদিন সেই সেই আত্মীয়েরা কাছে না থাক্‌বে, সেদিন আর হাত ন'ড়বে না। কাজেকাজেই, তোর ঘর-সংসারের লোকগুলোই পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্ ক'র্‌বে। এইরকম হওয়া সম্ভব নয় কি মা?

'কর্ম্মই শিক্ষক প্রধান'

আরও শোন্। একটা ছেলে 'আঁটকুড়ীর পুত' হ'য়ে এক সংসারে দেখা দিলে; এখন, সেই ছেলেটাকে যদি আজন্মকাল কোলে ক'রে ক'রে ফেরান হয়, তাহ'লে কি তার কখন পা হয়? বরং দু'শ, চার'শ আছাড় ডিগ্‌বাজি খেয়েই ত তার একটা 'মর্দ্দ' হওয়া সম্ভব? তেম্‌নি মা জানিস্ যে, সেই জগৎপিতা বা জগজ্জননী মানুষকে খানিকটা শক্তি দিয়ে ও ভাল লোকের সঙ্গে রেখে তৈরি ক'রে নিচ্ছেন। যেটাকে আগে সুখ ঠাউরেছিলি সেইটা এখন কষ্টের কারণ ব'লে মনে হয় না কি? তাও বলি,—তারাই এ কথাটা বুঝ্‌তে পারে, যারা

জীবের চৈতন্য উৎপাদনের জন্যেই দুঃখের সৃষ্টি

দিনের দিন এগিয়ে পড়ে। এখন সুখ ও দুঃখগুলো কোথায় আছে, সে তত্ত্ব কতকটা বুঝে,—তোর জাগতিক সুখে মজ্‌বার— ডুব্‌বার—সাধ চ'লে যাচ্চে। কিন্তু যদি এ রাজ্যের সুখ আরো খানিকটা পেতিস্,—তাহ'লে 'গুয়ের পোকা' হ'য়ে থাক্‌তিস ও তাহ'লে আদৎ সুখ-শান্তি পা'বার আশা পর্য্যন্ত ক'র্‌তে পার্‌তিস্ না। তা হ'লে বুঝ্‌লি মা,—**দুঃখগুলোই সুখের সোপান** বা সেই আসল সুখ দেবার আয়োজন। তবে তারাই এটা ঠিক্‌ঠাক্ বুঝ্‌তে, জান্‌তে ও প্রত্যক্ষ ক'রতে পারে, যারা **তাঁর** ইচ্ছার উপর কথা না ক'য়ে বা 'হাউ হাউ' ক'রে না চেঁচিয়ে, বুক বেঁধে থাকে। তখন সেই ছেলে-মেয়ে একটা মানুষের মত মানুষ হ'য়ে পড়ে; তার মানে, সে সুখে দুঃখে অটল থাকে। সুখে দুঃখে অটল থাক্যই **ভগবানের আদৎ গুণ**। সে ধাতের নর-নারী—**ভগবানকে** 'আপনার বাপ-মা' বলে ব'লে, এ দেহ ছাড়লেই **যুবরাজ** বা **রাজার মেয়ে** হ'য়ে যায়। সুতরাং, সেও একটা 'কেষ্ট-বিষ্টু' হ'য়ে তাঁর বিশাল রাজ্য দেখা শুনা করে। ওমা,—লোকে এখানকার সামান্য ঘর-বাড়ীর জন্যে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু এখানকার সাধ প্রাণ থেকে মুছে ফেলে, **সত্যকে** আদর ক'রে, যার যা কাজ সেধে গেলে,—তার জন্যে **মা-বাবাই** কত কি ক'রে—কত ভাবে সাজান। তাই ব'লি মা,—"আমি রাজার ছেলে, মেয়ে বা প্রণয়িনী হব" এই ভাব

মন-মরা ভাব দূর করবার উপায়

প্রাণে গেঁথে, উঠে প'ড়ে লেগে যা। যদি কখন মন-মরা ভাবটা প্রাণে জাগে,—একগাছা 'কোঁস্তা' নিয়ে কখন সেই ছবি-খানাকে, আর কখনও নিজের গালে মারিস্, তা হ'লেই সেই ভাবটা ছুটে পালাবে।

আবদারে ছেলেদের কাছে বাপ-মা জব্দ

ছোট ছেলে মেয়ে সাজ্‌লেই, বাপ-মাকে ধ'রে খুব পিটিয়ে দেওয়া যায়। আর সে ছেলে-মেয়ের কাছে বাপ-মা খুব জব্দ! মাগো,—ভালবাসা 'টন্-টনে' হ'লেই, তবে তাঁর কাছে ভিক্ষা করা ছেড়ে দিয়ে, 'নিজ হিস্যা' ভেবে যা-কিছু দখল নিতে পারা যায়,—তবে 'এও চাই, ও-ও চাই' এ সাধ পুষলে মাথা খারাপ হ'বার কথা। চাই,—তাঁর জন্যে তাঁকে, তবে তিনি সব্ সাধ মেটান।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মাগো,—তুই চিঠি লিখেছিস্ এই অবাক কাণ্ড-কারখানা দেখে, এই হাবাতে ছেলের পোড়া চোখ দুটোর কোণে জল দেখা দিয়েছিল। এখন কাগজ কলম ধ'র্‌তে না ধ'র্‌তে, চোখ-দুটো আবার সেই কাজ ক'রে ফেল্‌লে !

ক'দিন চিঠি না পাওয়াতে ছার মন গাইছিল,—"তবে হয়তো যা-তা লিখে তোদের প্রাণে এ হাবাতে ব্যথা দিয়েছে"। বিশেষতঃ, ম—ভায়ার 'মুখে গো দেওয়া' ব্যবহারে, মনটা বাগে পেলেই কত কি গাইত ! আজ কিন্তু তোর চিঠি পেয়ে, মনটা আর তত চালাকি ক'র্‌তে পারে নি। এর আগে কিন্তু মনটা যা-তা ক'চ্ছিল ব'লে, কাল রাত চারটার সময় শ্রীগুরু এ হাবাতেকে তোর পায়ের তলায় ও মাথার শিয়রে খানিক ক্ষণ দাঁড় ক'রিয়েছিলেন।

ওমা,—দুটো কথা রাখিস্, তা হ'লে বাবার ও ভায়েদের খোলগুলো যথাসম্ভব ভাল থাক্‌বে :—

১। সময়ে খাস্ ও উপবাস্ আদপে ক'রিস্‌নে।

২। রাগ ক'মিয়ে ফেল্। রাগ্ হ'লেই বুঝবি হেরে গেলি। নিজের খোলটা দিনের দিন ক্রোধের জন্যে শুকিয়ে যাচ্চে ব'লেই রাগ বাড়ে। এটা হ'চ্চে,—অসময়ে খাওয়ার বা উপবাসের দরুণ। দেহের মধ্যে পিত্তিটা শুকিয়ে গেলে বা ঠিক ঠাক কাজ সাধবার শক্তি খোয়ালে বা 'আমি একজন অমুক তমুক' এই অহঙ্কারের ভাবটা জাগলেই—সামান্য কারণে রাগ হ'বেই হ'বে।

আচ্ছা মা,—ভেবে দেখ্ দেখি, মানুষ পদে পদে যে কাজ ক'রচে, তাই ধ'রে যদি বিধাতা মানুষের উপর রাগ ক'র্তেন বা সাজা দিতেন, তা হ'লে মানুষের কি দশা হ'ত?

রাজার ছেলে-মেয়ের ছোট লোকের মত চলা উচিত নয়

বলি মা, রাজার ছেলে-মেয়ের ছোট লোকের ছেলে-পুলের মত ব্যবহার করা উচিত কি? শ্রীগুরু দয়াময়, ক্ষমাশীল, শান্ত, রাগশূন্য ও 'আমি আমার' জ্ঞান রহিত। হ্যাঁ মা,—যাঁরা তাঁকে 'বাপ মা' ব'লে জানেন ও যাঁদের তাঁর কোলে বস্‌বার সাধ, তাঁদের কি ছেলে-মেয়ের মত ছেলে-মেয়ে হ'বার সাধ পুষ্‌তে নেই? তাঁর কাছে ত মায়ার কান্না নেই—খালি গুণেরই আদর;

তাঁর কাছে মায়া-কান্না নেই—শুধু গুণেরই আদর

সুতরাং, তাঁর ঘর-কন্নার একজন হ'বার সাধ পুষ্‌লে ও এই দুঃখের ও অশান্তির হাটে এসে অশান্তি কেনা-বেচার কারবারটা চিরদিনের তরে উঠাতে হ'লে,—শুধু "হরি হরি", "দুর্গা দুর্গা," "গুরু গুরু" ইত্যাদি নাম সাধ্‌লে বা তীর্থে তীর্থে ঘুরলে বা জটা-বল্কল প'রলে বা উপবাস ক'র্‌লে, আসল ধর্ম্ম-কর্ম্মের বদলে ঝুঁটো মালই লাভ হয়। ওমা,—"একজন আদর্শ-পুরুষ বা রমণীর মত আমিও হ'ব" ব'লে উঠে প'ড়ে লেগে যাওয়া—এইটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম। তাই মা, মানুষের ধর্ম্মকর্ম্ম করা দেখে এ পোড়া প্রাণটা 'হায় হায়' ক'রে উঠে!

মাগো, মানুষকে ডোবাচ্চে মজাচ্চে, বাসনায় ও ভাবনায়।

তাঁকেই বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী কর্ত্তে হবে

সঙ্গে সঙ্গে 'উচ্ছ্বাস' ও 'অধৈর্য্য' বড় ক্যালনা যায় না! মানুষ ধর্ম্ম করে বটে, কিন্তু যাঁকে মা-বাবা বলে তাঁকেই বিশ্বাস করে না বা ভাল-বাসেনা ব'লে, তিনিও আড়ালে ব'সে থাকেন। কিন্তু যারা একখানা ছবিকে বা একটা নুড়িকে 'আপনার মা-বাবা' জেনে ভালবাসে, আর ভাবতে পারে,—"আমার বাবা-মা বাড়ীতেই আছেন, আর তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী" ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা ও

প্রকৃত ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধনের উপায়

সাধগুলো 'তাঁরই' ব'লে, নিজের নিজের মন হ'তে সেগুলোকে "দূর দূর" ক'রে তাড়ায়, আর প্রাণ ঢেলে ও কর্ম্মক্ষয় হিসাবে যার যা কাজগুলো সেধে যায়,—তাদের সব ভাবনা তিনিই ভাবেন। মাগো,—এইটাই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই বিধানে চ'ল্‌লে মনটা আর মন থাকে না, আত্মা হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন সেই মানুষ কতকটা ছোটখাট ভগবান হ'য়ে যায়, আর দেহ ছাড়লেই বিরাটের সঙ্গে মিশিয়ে যায়।

ওমা,—মানুষ সুখ পাবে ব'লে ধর্ম্ম করে। হ্যাঁ মা,—মানুষের

মানুষ 'সুখ-পাখী'র বাচ্ছা

আদৎ পাওনা সুখটাই, কারণ মানুষ সুখ-পাখার বাচ্ছা। সেই 'সুখ-পাখী'র এই বিশ্বটা হ'লেও, তার আদৎ স্থান আর একটা আছে। যেমন ইংরেজ আমাদের রাজা হ'লেও রাজার বাড়ী এ দেশে নয়,—ও দেশে; তেমনি সেই 'সুখ-পাখীর'ও আদৎ ঘর-কন্না একটা আছে। মানুষ যখন

তাঁরই বাচ্ছা, তখন মানুষেরও আদৎ ঘরটা এখানে নয়,—সেখানে। তা, ঘরের ছেলে-মেয়ে ঘরে গেলেই ত সুখ শান্তি পাবে, আর জেলখানায়—তাও আবার বিদেশের জেলখানায়—প'ড়ে থাক্‌লে সুখ শান্তি পাবার সাধ মিথ্যে আশা নয় কি?

সংসার জেলখানা

তাহ'লে বুঝ্‌লি মা, এমন জায়গা আছে যেখানে খাঁটি সুখ আছে। সেখানে যদি সুখ থাকে আর সুখ-দুঃখ যখন দুটো কার্‌-বারের জিনিষ,—তবে এখানে আছে—দুঃখই। তাহ'লে মানুষের এখানে পাওনাটা হ'চ্চে দুঃখই। তবে যদি কেউ দুঃখ না পেয়ে সুখ পায়, তা হ'লে মান্‌তে হবে সেটা উপরিলাভ। ওমা, মানুষ এখানকার সুখ-সম্পদ ও যা কিছু ভাল জিনিষের ভাগ চায়। কিন্তু মা ব'ল্‌তে কি, এ হাবাতের প্রাণটাকে দিনের দিন সেই 'বুড়োব্যাটা' কি ক'রে দিচ্চে যে, সাধ হয় খালি ব'লতে,—এই খোলটা বাদে আর যা কিছু দিয়ে সাজিয়েছে, সব নিক্—সব যাক্—সব শ্মশান ক'রে দিক্। ওমা, মনে হয় যেদিন সেদিন হবে, সেই দিনই মহা আনন্দের ও চিরশান্তির দিন, কারণ তখন এ প্রাণে, মনে ও দেহে অন্য কেউ বা আর কিছু জাপ্‌টে কাম্‌ড়ে ব'সে থাক্‌বে না। তা হ'লেই, সে নিজে এসে এই প্রাণে আসন পাতবে—থাকবে। ওমা, সেই দিনই তার আদৎ ভালবাসার পরিচয় [illegible] মাগো, জগতের চোখে সেটা মহা-দুঃখের কথা বটে, কিন্তু প্রকৃত-

জড়-প্রধান যা-কিছু বিসর্জ্জন দিতে পারলে চৈতন্যের বিকাশ হয়

পক্ষে সেইটাই পরম সুখের অবস্থা। মানুষ যেগুলো নিয়ে আছে সেগুলো জড়-মেশান চৈতন্য,—কিন্তু তাতে জড়ের মাত্রা-গুলোই বেশী। এই জড়ের জন্যেই গড়া ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা গড়া কারবার চ'লচে। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় চৈতন্য দিয়ে ভর্ত্তি হ'লে, আর সে কামার ও কুমার হ'বার অবকাশ পাবে না। তার মানে, 'নিয়ন্তার' গড়া ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা গড়া কারবার বন্ধ হবেই হবে। চৈতন্যই সুখ, শান্তি, আনন্দ ও আরামে পূর্ণ। তা হ'লেই বুঝ্‌লি মা,—জড় থাক্‌তে মানুষের পক্ষে সুখ, শান্তি প্রভৃতি চিরকালের সামগ্রীগুলো পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু মা, জড়গুলো প্রাণে গাঁথা র'য়েছে ব'লে, সেগুলো ছাড়্‌তে হ'লে মানুষের ব্যথা পাবার কথা। এই ব্যথাগুলো যে তাঁর মঙ্গল-বিধান জেনে স'হে যায়, সেই আদৎ সুখে ভাসে।

দুঃখই তাঁর মঙ্গল-বিধান

মনে কর্ মা, ছেলে মেয়ের খোস্ হ'য়েছে। মা খোসের মুখ-গুলোকে কেটে, সাবান দিয়ে সাফ্ ক'রে দিচ্চেন। মা যখন এই কাজ করেন, ছেলে মেয়ে তখন দম-ফাটাফাটি করে। মা কিন্তু সে কান্নায় কাণ দেন না, বরং নিজের মনোমত কাজই সেরে যান। পাঁচ সাত দিন বাদে ছেলে-মেয়ে পঙ্গু অবস্থা হ'তে সহজ দশা পেলে, মার কাজ সাঙ্গ হয় ও ছেলে-মেয়ে হেসে খেলে দিন কাটাতে থাকে। ওমা,—মানুষও এখানকার যা কিছু নিয়ে 'খোসো'—মহা 'খোসো' হ'য়ে আছে। তাই জগৎ-জননী মাঝে মাঝে ব্যথা দিয়ে, খোস্-খোয়ান কাজ

সাধচেন। মানুষ মুখ বুজিয়ে সয় না ব'লে, তাই তাঁর করুণা বা মঙ্গল-বিধান বুঝ্‌তে পাচ্চে না। নিজের নিজের বুকটাকে কিন্তু দিনের দিন শক্ত ক'রে যা কিছু ব্যথা বা কষ্ট স'হে গেলেই, সেই ব্যথাহারী শ্রীহরি চিরসুখ দেবার আয়োজন করেন। তবেই বুঝ্‌লি মা, দুঃখগুলোই সুখের আয়োজন।

সুখভোগে পূর্ব্ব-সুকর্ম্ম ও দুঃখভোগে পূর্ব্ব-কুকর্ম্মের ক্ষয় হয়

মানুষ সুখ পায় পূর্ব্ব সুকর্ম্মের জন্যে; তেমনি দুঃখ পায় পূর্ব্ব কুকর্ম্মের তরে। সুখ পেলেই বুঝ্‌তে হবে পূর্ব্ব সুকর্ম্ম ক্ষয় হ'য়ে গেল, আর দুঃখ পেলেই তেমনি বোঝা দরকার যে পূর্ব্ব কুকর্ম্ম ক্ষয় হ'চ্চে। যাতে পূর্ব্ব কুকর্ম্ম ক্ষয় হয় সেইটাই চিরসুখ পাবার বিধান, আর যাতে পূর্ব্ব সুকর্ম্ম ক্ষয় হয় উহাই মহা-দুঃখের আয়োজন। তা হ'লে সুখের চেয়ে এখানে দুঃখ পাওয়াই আনন্দের কথা। মানুষ এ-তা নিয়ে এত ম'জে ডুবে আছে যে, এই কথা তলিয়ে বোঝ্‌বার চেষ্টা বা ইচ্ছে নেই,—তাই একটা সাধ না মিটুলে বা একটা সামান্য ব্যথা পেলে, পাকা মনটাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ও কাঁচা মনটাকে নিয়ে 'বিতি-কিচ্ছি' মেরে যায়। তাতে ফল হয় এই যে, নিজের অশান্তি ত বাড়েই, আবার চারিদিকে অশান্তিগুলোকে ধূলা ও ছাইয়ের মত ছড়িয়ে দেয়।

গৃহস্থের কর্ত্তব্য

মাগো ব'লতে কি—তোর সোণার সংসারে এই ধূলা ছাইগুলো আসন পাত্‌চে। তাই ভায়েরা শুকিয়ে যাচ্চে, তাই বাবার অসুখটা সার্-

চেনা, তাই অলক্ষ্মী আসন পাত্‌বার ব্যবস্থা ক'চ্চেন ; তাই মা, তোর এ হাবাতে ছেলের প্রাণটা "হায় হায়" ক'রে উঠে! ওমা জানিস্—ভাল জানিস্—এ হাবাতে মনস্তুষ্টিকর কথা ব'ল্‌তে জানে না। আরও জানিস্—ঠিক্‌ঠাক্ জানিস্—এ হাবাতেকে তোদের কাছে কাছেই রেখেচেন। ওমা, তাই এ হাবাতে ছেলে তোর পায়ে ধ'রে বলে যে,—যাঁর ভাবনা তাঁরই শ্রীচরণে ফেলে দিয়ে ও সেকেলে ধর্ম্ম কর্ম্মের ধারাগুলো ভুলে গিয়ে, আগে নিজের দেহটার দিকে নজর রাখ্। তা হ'লেই মাথাটা গরম হ'বে না। আর সময় পেলেই, তার মানে—বাবার খাওয়া দাওয়া দেখা শুনা ক'রে, ছবির কাছে কাঁদ্ ও তাঁকে 'আপনার বাবা মা' জেনে এই ব'লে সাধ্—"বাবা, মা, তুমি তোমার মত ক'রে আমায় সাজিয়ে নাও।" তাঁর নামটা তোর দেহে গজ্‌গজ ক'চ্চে ও তিনি তোর শরীরে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ব'সে আছেন, এই ভাবটা প্রাণে গেঁথে রেখে পাঁচ শ' হ'তে আরম্ভ ক'রে—হাজার, দুহাজার, দশহাজার বার জপ্ কর্‌বার ব্যবস্থা কর্। তবে সময়ে খাওয়া শোওয়া ও সকাল-সন্ধ্যা ছাদের উপর বেড়ান চাই। কিছুদিন ক'রে দেখ্—কিন্তু প্রাণে কোন সাধ না গেঁথে—তাহ'লেই বুঝ্‌তে, জান্‌তে ও প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে পার্‌বি,—যে এ হাবাতে ছেলে বা তোর নারায়ণ বা শ্রীগুরু তোর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যে মাত্রায় এ কাজ সাধ্‌বি, সেই মাত্রায় বাবা ও ভায়েরা সেরে উঠবেন ও ভাল থাক্‌বেন, আর সংসার উথলে

প'ড়্বে। এই কথা যদি না রাখিস্ মা, তাহ'লে মনে হয়—ভয় হয়—শ্রীগুরু তোদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দেবেন। মাগো এই ভেবেই,—এই ছবি দেখেই—এ হাবাতে চোখের জলে ভাসে!

চিঠিখানা অন্ততঃ পাঁচবার পড়িস্ মা, আর বাবাকে ও ভায়েদের প'ড়তে দিস্। তোর পায়ে পড়ি মা, কথা রাখিস্। তোদের চরণে এ হাবাতে ছেলের বিনীত প্রণাম—তবে মা, ভক্তি-শ্রদ্ধা কোথা পাব?

প্রীতিভাজনেষু,—এত চিঠি লিখ্‌তে হ'চ্ছে যে কতকগুলো পোষ্টকার্ডেই লিখ্‌তে হয়। শোন,—ধর্ম্ম মানেঃ—(১) মন সাফ্‌ করা (২) কাঁচা মনকে পাকা করা (৩) পাকা মনকে আত্মার সঙ্গে মিলন ক'রে দেওয়া (৪) জাগতিক দুঃখগুলোকে চিরসুখ ও আনন্দের সিঁড়ি মনে করা (৫) 'আমি পাখী' উড়িয়ে দিয়ে, হৃদয়-পিঞ্জরে 'তিনি পাখী'কে বসান। (৬) সত্যের আদর করা,—তার মানে, যে কথা ব'লব সেটা করা ও প্রাণ ঢেলে নিজের কাজ সাধা; সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু পারি মিথ্যা কথা না বলা। (৭) ভাবনা বাসনা ইষ্টের শ্রীচরণে যথাসম্ভব ফেলে দেওয়া। (৮) ইষ্টকে 'আপনার বাপ মা' জানা। তোমাদের পক্ষে,—নিজ বাপ-মাকেই ইষ্ট মনে করা। (৯) সব ধর্ম্ম এক ঠাউরান। (১০) ভালবাসা। নিজের স্বার্থকে যথাসম্ভব বলিদান দিতে পারলেই—ভালবাসার অঙ্কুর গজায়। তবে জড়-প্রধান নর-নারীর সঙ্গ বর্জ্জন ক'রে, মাঝে মাঝে বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ ক'রলে ও 'উচ্ছ্বাস'কে হতাদর ক'রে, যার-যা কর্ম্ম প্রাণ ঢেলে সেধে গেলে, ভালবাসা লতার আকার ধারণ করে।

ধর্ম্মের সরল অর্থ

ভালবাসা অর্জ্জন কর'বার উপায়

তোমরা সমাজে আছ ও নিজেরা পূজা না ক'রে ৺নারায়ণের পূজাটা পুরোহিতের দ্বারা সার, সুতরাং পুরোহিতের বিধানে

অবস্থাভেদে শুচি-অশুচি বিচার

চলা বিধেয়। কিন্তু যখন নিজেরা তাঁকে বাপ-মা জেনে পূজা ক'রতে শিখ্‌বে বা তাঁর জন্যে প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌বে, ও তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বা আর কিছু চাইবে না, তখন শুচি-অশুচি নিয়ম পালন ক'র্‌তে হ'বে না। তিনিই তখন সামাজিক নিয়ম উল্‌টে পাল্‌টে দেবেন। পূজো করে মন। মন শুচি হ'লেই, মানুষ 'পূজারী' বা 'পুরোহিত' হ'বার উপযুক্ত হয়। মন-মরা হ'লেই,—'বাবা' 'মা' ব'লে ছবির কাছে ব'স্‌বে; মনে মনে ক'র্‌বে যে বাবা মা'র সঙ্গে কথা ক'ইতে এসেছ। আরো মনে রেখো যে, ডাক্‌লেই তিনি নিশ্চিত আসেন।

আজ তবে আসি।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—আপনার ১৮ই আশ্বিনের চিঠিখানা যথাসময়ে এসে গেছে। এ অধম সকল সময়ে কেন চিঠির জবাব দেয় না বা দিতে পারে না, সে কৈফিয়ৎটা দেওয়া উচিত ব'লে মনে হয়; তাই আগে সেইটা দিয়ে পরে অন্য কথা পাড়া যাবে। কৈফিয়ৎটা এই,—

(১) বিজয়ার পর হ'তে এই কদিনে, মনে হয় ১০০ খানা চিঠি এসে গেছে। বেশী হ'লেও হ'তে পারে।

(২) এর মধ্যে ২৫ খানার জবাব দিতে বাকী আছে।

(৩) আফিসেই অধিকাংশ চিঠির জবাব দিতে হয়। এ লেখাটাও আফিসে ব'সে হ'চ্চে।

(৪) নানা স্থান হ'তে মূর্খের কাছে কত নর-নারী আসেন, এখনও বাড়ী ভর্ত্তি। আপনার সাবেক বাড়ীতেই আপাততঃ আস্তানা।

(৫) একটী ৬ বৎসরের ছেলেকে (ব্রাহ্মণ-সন্তান) লেখা ও পড়া শেখাতে হয়।

(৬) রাত্রে কোন জাগতিক কাজ করা অভ্যাস নেই।

(৭) আফিসের দৈনিক কাজগুলো সেই দিনই সারা অভ্যাস; তা না হ'লে কর্ম্মক্ষয় হবে না।

(৮) অনেকগুলি 'মা'কে লম্বা লম্বা চিঠি লিখ্‌তে হয়।

(৯) আবদারের কম নেই!

(১০) এ পোড়া মনটা মাঝে মাঝে বিরুদ্ধাচরণ করে।

আপনার চিঠিখানা বড়ই মিষ্টি লেগেছিল। অনিলে, সলিলে, শিশুতে, ফুলে, ও শশীতে সরলতা মাখা,—তাই তারা প্রত্যেকেই ভাবুকের কাছে বড়ই মিষ্টি। আপনার চিঠিখানাও সেই সামগ্রীতে ভর্ত্তি। তাই এ পোড়া প্রাণটা চিঠিখানা প'ড়ে নেচে উঠেছিল! তা অন্যায় ক'রেছিল কি? কথাটা এই,—'কোঁৎ-পাড়া' লেখা প'ড়ে প'ড়ে এ ছার প্রাণটা "হায় হায়" ক'রে উঠে! খালি একজন ব্রাহ্মণ-কন্যার লেখা প'ড়ে এ পোড়া চোখে জল আসে, তবে সেটা 'নোনা জল' নয়! আপনার লেখাটা ততটা সরস না হ'ক, কতকটা সরল—এ কথা মানতে হবে।

গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে, যে কাজ সাধ্‌তে কতকটা শিক্ষা ও শক্তি দিয়েছেন সেই কথা পাড়া যা'ক। কথাটা হ'চ্চে ধর্ম্ম জিনিষটা কি? এ মুর্খের বই-পড়া বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ অভাব; তবে এই অভাবের জন্যে এ হাবাতে বিশেষ দুঃখিত নয়, বরং খুসী—মহা খুসী!

তবে শ্রীগুরুর শিক্ষার কথাগুলোই আবৃত্তি করা যাক্।

ধর্ম্মতত্ত্ব ধর্ম্ম মানে :—

(১) **কর্ম্ম**। জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় কর্ম্মই ধর্ম্মবাচ্য। জাগতিক কর্ম্ম দেনা-চুক্তি হিসাবে প্রাণ ঢেলে সাধা ও পারলৌকিক কর্ম্ম—কর্ম্মক্ষয় আশে সম্পন্ন করা।

(২) **মন সাফ্ করা**। মনের দুটো অংশ,—

একটা কাঁচা ও অপরটা পাকা। কাঁচা মন জাগতিক বাসনা ও ভাবনার জন্যে গরলে পূর্ণ। পাকা মন স্বাস্থ্যভঙ্গ, অর্থকষ্ট ও শোক-তাপ হ'লে "মা মা", "বাবা বাবা"; "ঠাকুর ঠাকুর", "গুরু গুরু" ইত্যাদি বুলি সাধে।

(৩) **কাঁচা মনকে ক্রমশঃ পাকা করা।** এই মনকে কেবলমাত্র নিজ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে খাটালে ও ঈর্ষ্যা, কুৎসা, গর্ব্ব, অসত্য, আলস্য, কুচিন্তা ও কুকাজ হ'তে সাম্‌লালে পাকা হয়।

(৪) **আত্মার সঙ্গে পাকা মনের মিলন করান।** নিজে 'কাঁচা বা গরলমুখো মন' নয়, বরং 'সুধামুখী মন',—এই ভেবে, প্রতি চিন্তায় ও কার্য্যে গরলমুখোকে সাম্‌লালে মন আত্মাভাবাপন্ন হয়। আরো ভাবা চাই 'আমি' বা আমার আত্মীয়-আত্মীয়ারা দেহী নয়, বরং একমাত্র **মন**।

(৫) **ইষ্টকে আপনার বাপ, মা, গুরু বা প্রাণবল্লভ ব'লে জানা।**

কাম ও মায়া হ্রাস হবার উপায়

পাতান সম্বন্ধ উঠিয়ে দেওয়া চাই। এই উপায়ে কামের ও মায়ার হাত হ'তে অনেকটা রেহাই পাওয়া সম্ভব।

(৬) **তাঁর শ্রীচরণে সব ভাবনা ও বাসনা অর্পণ করা।** এ সম্বন্ধে "জলযোগ" শীর্ষক কবিতাটী দেখুন। দুঃখের বিষয় "ভুলশোধ" কাগজখানা নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। গত বৎসর পাঠাতে ভুল হ'য়ে গেছে।

(৭) **জাগতিক ব্যাপারে সত্যাচার।**

(৮) **জাগতিক দুঃখগুলোকে সুখের সোপান সিদ্ধান্ত করা,**—সুতরাং ধৈর্য্যকে সম্বল করা আবশ্যক। এই উপায়েও মায়া-মোহের হাত হ'তে নিস্তার পাওয়া সম্ভব।

(৯) **'আমি পাখী'কে উড়িয়ে দিয়ে, হৃদয়ে ও কষ্টায় 'তিনি পাখীর' আস্তানা করা।** তা ক'রতে পারলে জ্ঞান ও প্রেম আপনা হ'তেই এসে যাবে। তবে বিরলে বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ ক'রলে সহজেই সুফল ফলে। সমাজে বা দশজনের সঙ্গে মিশে পরচর্চ্চা না ক'রলে আশাতীত সুফল ফলে।

(১০) **সকল ধর্ম্মে আস্থাবান্ হ'য়ে নিজ ভাবে চলা দরকার।** বাহ্যিক বেশ-ভূষায় বা কথাবার্ত্তায় কোন রকম ভাণ না করা কর্ত্তব্য।

এখন **গুরু ও মন্ত্রের** সম্বন্ধে দু'চার কথা লেখা যাক্,—

গুরুর আবশ্যক নিশ্চয় আছে। কিন্তু গুরুর অভাব নেই ব'ল্লে অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্ঞানের ও প্রেমের সম্মিলিত চৈতন্য-শক্তি, বিরাট প্রকৃতির আকারে স্থূল রূপ ধ'রেছেন। বিরাট প্রকৃতি আবার 'জীব-জগৎ' আকারে ক্ষুদ্রাকার ধ'রেছেন। সুতরাং জীবমাত্রেই চৈতন্য হ'তে উদ্ভূত।

ব্রহ্ম, বিরাট প্রকৃতি ও জীব-জগৎ

চৈতন্য হ'তে যখন উদ্ভূত, তখন জীবের পাওনা বা কর্ত্তব্য—জড় ছেড়ে চৈতন্যের দাবী করা। সুতরাং মানুষের মত মানুষেরা প্রাণে প্রাণে জানেন যে,—**শ্রীভগবান দেনদার ও জীব পাওনাদার।** জড়-মিশ্রিত চৈতন্য,—অভাব, অশান্তি ও যা কিছু অগুণে পূর্ণ। কিন্তু চৈতন্য,—চির সুখের, চির-শান্তির, চির-আনন্দের ও চির-আরামের জিনিষ। খাঁটী চৈতন্যে যখন এত মজেদার সামগ্রী আছে, তখন তাকে ছেড়ে এই রাজ্যের জড়-মিশ্রিত চৈতন্যে ততটা সুখ, শান্তি, আনন্দ ও আরাম পাওয়া সম্ভব কি? তবে জড় ছাড়্‌লেই চৈতন্য পাওয়া সম্ভব। আর জড় নিয়ে থাক্‌লে 'হায় হায়' বাণী সম্বল ক'র্‌তেই হবে।

বিরাট প্রকৃতি দরজা খুলে দিলে ব্রহ্মের কাছে যাওয়া সম্ভব

কোনও ঘরে ঢুক্‌তে হ'লে, দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢোকা সম্ভব। জীব যখন জড়-মিশ্রিত চৈতন্য, আর বিরাট প্রকৃতিই যখন জীব-জগৎ হ'য়েছেন, তখন জীবকে ব্রহ্মের কাছে পৌঁছাতে হ'লে বিরাট-প্রকৃতির মারফৎ যেতে হবে। একজন যদি অন্যের কাছ থেকে দশ পনেরো টাকা ধার করে, তাহ'লে প্রথম ব্যক্তির দেশে যাবার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই টাকা আদায়ের জন্যে, তার কাছা বা আঁচল ধ'রে টানাটানি ক'রবে না কি? তেমনি ব্রহ্মের সঙ্গে মেশ্‌বার আগে বিরাট প্রকৃতির সামগ্রীগুলো ফেলে দেওয়া আবশ্যক নয় কি? তাহ'লে বিরাট প্রকৃতি দরজা খুলে দিলে পর,

ব্রহ্মের কাছে যাওয়া সম্ভব। সুতরাং **বিসর্জ্জন মন্ত্র** সাধন ক'র্‌তে হবে,—অর্থাৎ এখানকার যা কিছু বিসর্জ্জন দেবার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে।

বিরাট আত্মার নাম ব্রহ্ম, আর বিরাট মনের নাম বিরাট প্রকৃতি। মন,—গড়া ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা গড়া কাজে ব্যস্ত। মন লাফিয়ে বেড়ায়। জলের উপর অবস্থিত থেকে যেমন ঢেউ লাফিয়ে বেড়ায়, কিন্তু তরঙ্গের নীচের জল নিস্পন্দ থাকে, 'বিরাট আত্মার' উপর 'বিরাট মন'ও সেইভাবে অবস্থিত। 'বিরাট আত্মা' ও 'বিরাট প্রকৃতি'র এই খেলাটা বোঝাবার জন্যেই পূর্ব্বকালের মহাত্মারা 'শিব-কালী' মূর্ত্তি কল্পনা ক'রেছিলেন। তাই 'পরমাত্মা' বা 'শিব' শব-ভাবাপন্ন ও 'বিরাট মন' বা 'কালী' লম্ফমানা। জীব-জগৎ ও মানুষ-আকারধারী সকলেই বিরাট প্রকৃতির অন্তর্ভূর্ত। তবে যাঁদের দেহ-জ্ঞান, ভেদাভেদ-জ্ঞান, ইত্যাদি না থাকে বা যাঁরা কাম-কাঞ্চনে ও মায়া-মোহে অভিভূত নন, তাঁরা পূর্ণভাবে না হ'ন, চোদ্দআনা পরিমাণে আত্মায় অধিষ্ঠিত। এঁরাই অবতার-শ্রেণীভুক্ত। আত্মার মৃত্যু নেই, সুতরাং নশ্বরদেহ ছাড়্‌লেও তাঁরা এখনও আছেন। তাঁরা জীবের কল্যাণের জন্যেই ধরাধামে এসেছিলেন, সুতরাং **তাঁরাই জীবের গুরু।** তাঁদের গুরুপদে বরণ ক'র্‌লে ও তাঁদের মধ্যে একজনের চিত্রকে মন-প্রাণ ঢেলে

শিব-কালী-তত্ত্ব

অবতার-তত্ত্ব ও গুরু-তত্ত্ব

সদ্‌গুরু লাভের উপায়

ভালবাসলে ও নানা ফুলে ও বসনে-ভূষণে সাজালে, তাঁরাই গুরু হ'য়ে মন্ত্র দেন,—এ মূর্খের এটা নিশ্চিত ধারণা।

সংসারীর গুরু-নির্ব্বাচন

সংসারীর পক্ষে সংসার-ত্যাগীর কাছ থেকে মন্ত্র নেওয়া বিশেষভাবে অকর্ত্তব্য। এই প্রকার কাজের দ্বারা শোক, তাপ, অর্থকষ্ট ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'বার বিশেষ সম্ভাবনা। আবার যে সে গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিলে, কাম-কাঞ্চনে বা মায়া-মোহে অভিভূত হ'বার কথা। এইজন্যে ঘরে ঘরে মন্ত্র নিয়েও, যে মানুষ সেই মানুষই র'য়ে গেছে বা যাচ্চে।

সব কথা সামান্য চিঠিতে ও আফিসের কাজ ক'রতে ক'রতে বলা সম্ভব নয়; তাই একটু বুঝে প'ড়বেন। এই নিবেদন।

ওঁকার-তত্ত্ব

মন্ত্র নেবার আবশ্যক কি? সেই কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক্। যে শব্দ হ'তে জগৎ উদ্ভূত, সে শব্দ **ওঁকার**। ঘটির গলায় দড়ি বেঁধে সেটাকে পাতকোয় নাবান হয়, আবার সেই দড়ির সাহায্যেই টেনে তোলা হয়। তেমনি শব্দ হ'তেই যখন বিশ্ব উদ্ভূত, তখন শব্দের-মারফৎ আবার চৈতন্যে মিশ্‌তে হবে। তবে ইহাও জানা দরকার যে, কাম ও কাঞ্চন বা মায়া ও মোহের হাত এড়াতে না পার্‌লে বা এড়াবার জন্যে বিশেষ ভাবে চেষ্টায় না থাক্‌লে,—**ওঁকার** মন্ত্র

সাধারণ নর-নারীর পক্ষে জপ করা অবিধেয়। কারণ, প্রকৃত তৃষাতুর হ'য়ে এই মন্ত্র বিহিত বিধানে সাধন ক'র্‌লে, জড়-গুলো দিনের দিন খ'স্‌বেই খ'স্‌বে। জড় খসা মানে,—ছেলে, মেয়ে, জামাই, স্ত্রী, টাকা, মান ইত্যাদি জাগতিক যা কিছু ছুটে দৌড় দেবে। তাও বলি, নাম করার বা মন্ত্র জপ্ করার উপায়গুলো মানুষের জানা নেই, তাই রক্ষে! কি উপায়ে মন-স্থির হয় ও কি ভাবে মন্ত্র সাধন ক'র্‌তে হয় ও উপরোক্ত বিষয়গুলি বাঙ্গালায় লেখা হ'য়েচে।

'ECHOES' বইখানা enlarge বা amplify (পরিবর্দ্ধিত) করা দরকার। কিন্তু এ দেশের ধরণ করণ দেখে এ কাজ সাধতে আপাতত ইচ্ছা নেই।

আজ এইখানে ইতি করা যা'ক্।

শ্রীভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।

মা,—তোর চিঠি পেয়েছি। ওরে,—শ্রীক্ষেত্র শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার স্থান। ওখানে এ হাবাতেকে কত কি দেখিয়েছিলেন! আ মরি মরি! সে কথা আর কি ব'ল্‌বো!

তবে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তির মানে শোন্‌। মানুষ মনের কালি নিয়ে,—শুধু জগন্নাথ ব'লে নয়, সব ঠাকুর-দেবতা দেখ্‌তে ছোটে। তাই প্রথমে জগন্নাথকে বা জগতের স্বামীকে 'কালো' দেখে! কিন্তু যখন নিজে নারী সেজে জগন্নাথকে পতিত্বে বরণ করে, তখন সাধক-সাধিকা তাঁর বাম পাশে স্থান পায় ও সেই 'কালো' পুরুষকে 'জ্যোতির্ম্ময়' দেখে। ওরে, জগন্নাথ নিষ্ক্রিয়—এই কথাটা বোঝাবার জন্যে, তাঁর হাত-পা নেই।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তির ব্যাখ্যা

মানুষ যখন তাঁকে ঠিক্‌ঠাক্‌ পতিত্বে বরণ করে, তখন কি দেখে শোন ঃ—

কে বলে সখি সে আমার কাল,—
আমি কাল বলি, ব'লি তারে কাল,
সেত নয় কভু কাল!
কাল মন ল'য়ে কাল তাঁরে আঁকি,
বরণ কাল তাঁর তাই লো দেখি,
আপন করমে, হেরি ওলো সখি,—ধরাময় সব কাল!

নয়নে পরিলে জ্ঞানের অঞ্জন,
হৃদয়ে লেপিলে প্রেমের চন্দন,
হেরিলো তখন, মোর প্রাণ-ধন—নহে নহে কভু কাল!

বলি, হে—কি দেখ্‌লে? সে যা দেখ্‌চে তাই ফুরিয়ে উঠ্‌তে পাচ্চে না! নয় কি?

আচ্ছা, তোরা যে গেলি—এ হাবাতে ছেলের জন্যে কি আন্‌লি বল্ শুনি? মুখে আগুন আর কি! দেবার কুটুম কেউ নয়, কিন্তু নেবার কুটুমের শেষ নেই! তাই এ মুখপোড়া বলে :—

কোন্ প্রাণে মা, মা হ'য়ে মা,
এমন ক'রে গো সাজালে?
যত কাঙ্গাল, সাথে দিয়ে,
মোরেও কাঙ্গাল করিলে!
দেহের মধ্যে রহে যারা,—
কারা এরা বল সকলে?
কিবা রীতি তাদের বল,
স্বজন-মিত্র যারা বলে।
'দাও দাও' সবার বুলি,
তুমিই ত তাদের শিখালে,
এমন মন্ত্র কাণে দিলে মা,
সেধে কেঁদেও নাহি ভুলে!

বলে হরি, শোন মা তারা,
ধড়ে বল রাখে এ ছেলে,—
দড়াদড়ি তোর যত
(শ্রীগুরু শ্রীগুরু ব'লে) এক কথায় ছিঁড়বে ফেলে।

৩১

মা,—তোর দুখানা চিঠিই পেয়েছি। সকলের দুঃখ দূর হোক্ ও সকলে আদৎ সুখ পাক্,—এই সাধটা তাদেরই হয়, যারা প্রাণে প্রাণে সেই জগৎ-জীবনকে চায়।

জগতের জন্যে কাঁদাই প্রকৃত ধর্ম্ম। কিন্তু মা, এখন কেঁদেই যা ও দেখে যা **তাঁর** খেলাগুলো? শুধু দেখে যাওয়া নয়,—

সাধন-জীবনের সাধ

চোক-কাণ খুলে থাকিস্, আর 'সংযম'-বসনখানা প'রে থাকিস্। ওমা তোকে সেই বসন পরাচ্চে ব'লে, তাই তুই পরের কথায় বা পরের ভাবনায় মাথা বকাতে বা গুলুতে চাস্‌নে। তাই তুই সময়টা মিথ্যা কাট্‌লো ব'লে প্রাণে প্রাণে কেঁদে মরিস্। তাই তুই নূতন ধরণের ভালবাসা শিখে ও ন'ড়ে চ'ড়ে ভালবাসার সামগ্রীকে এধার ওধার খুঁজে না পেয়ে, বুকের মাঝে খুঁজ্‌তে বসিস্। তাই তুই সাধ পুষিস্ যে, সেই প্রাণের-প্রাণকে যদি একবার দেখ্‌তে পাস,—তাহ'লে নয়নজলে তাঁর পা-দুখানা ধুয়ে ও কেশেতে সেই পা মুছায়ে, সেই পাদপদ্মে মন-কুসুম অর্পণ ক'রিস,—শুধু অর্পণ করা নয়, সাধ মিটায়ে সাজাস্। তাই আরো সাধ পুষিস্,—শুনিস—প্রাণভ'রে শুনিস্—**তাঁর** শ্রীমুখের বাণী। আবার তাঁর শ্রীমুখের বাণীর অভাবে, তাঁর কথা কেউ তোকে শুনায় এ সাধও পুষিস্। এই নূতন প্রেমের পথ-প্রদর্শক ভেবে, তুই তাই এ হাবাতেকে "বাবা বাবা" ব'লে ডাকিস্। তাতে

কিন্তু সুখ, শান্তি, আরাম না পেয়ে—কাগজ, কলম ও দোয়াত নিয়ে লিখ্‌তে বসিস্। বলি, হ্যাঁরে হারামজাদী,—তোর এই ভাবগুলো গজ্-গজিয়ে উঠে না কি? ওরে ছুঁচোবেটী,—জানিস্—ভাল জানিস্—সে সব দেখ্‌চে ও সব শুন্‌চে! ওরে, তাই এ হাবাতে ছেলে তোকে বলে যে,—ঠিক্-ঠাক্ বুঝে রাখ যে **তাঁর** চোখে চোখে তুই ফির্‌চিস্। তাই বলি মা, **তাঁর** ধরণটা,—

"লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেম ত দেখিনা রে,
দেখা পেলে সুধাই তারে, কেন সে ভালবাসে!"

ওরে আহাম্মুক বেটী,—"যার ভাবনা সেই ভাবে, তোর ভেবে কি ফল হবে"—এইটাই সংযম। এখন দেহটাকে **ঘট** কর্‌বার ব্যবস্থাটা শোন্, কিন্তু কথাগুলো বুঝিস্,—

দেহ-ঘটস্থাপন।

ঘট-স্থাপন বা উদ্বোধন।

ছড়াইলে নাম-বীজ বিশ্বাস-মাটীতে,
ব্যাকুলতা-বারি সিঞ্চি তাহে বিধিমতে,
সাধন-ভজন-ফল নব-দূর্ব্বা-সম,
দেয় দেখা কত শত কিবা অনুপম!
নির্ভরতা-কাষ্ঠাসন তবে বিছাইলে,
ভক্তি-আলপনা তাহে সযতনে দিলে,
জীব-দেহ হয় তবে **আনন্দের ঘট**,
প্রেমবারি পূর্ণ হ'য়ে শোভে সেই ঘট।

পল্লব-আকার ধরে সাধন করম,
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম রাজে নারিকেল সম ;
সংযম-বসনে তবে ঘটে আবরিলে,
মানস-কুসুম সহ ইষ্টেরে পূজিলে,
আশা ত্যাগ করি তবে—সুফল কুফল,
নৈবেদ্য আকারে দিলে যত কিছু ফল,
লয় মন আত্মা-ছবি মুকুর মতন,
চন্দ্রিকা শোভে যেমতি জ্যোতিতে তপন।
জ্ঞান-অগ্নি উঠে জ্বলি পঞ্চদীপ-সম,
ভক্তি-ধুনা সাথে হয় অপূর্ব্ব শোভন।
পরিশেষে প্রেম-বারি শান্তি-জল হয়
যাহার পরশে তাপ দূরে দূরে রয়।
এই ভাবে যেই জীব করেন সাধন,
চাঁদমালাসম ইষ্ট শোভেন তখন।

তাই বলি মা, এর তার ভাবনাগুলো তাঁরই শ্রীচরণে ফেলে দিয়ে নামে ডুবে যা,—তার মানে জপের সংখ্যা বাড়া। সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ও দেহের মধ্যে উজ্জ্বল অক্ষরে মন্ত্রগুলো আছে, এই ধারণাও রাখবি।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—এখন ত চিঠি লেখার কামাই নেই, তাই পোড়া হাতটার ছুটী নেই! ছুটী না থাক্‌লেও, তুই এর আগে চিঠির জবাব পেতিস্‌। কিন্তু 'পার্শেল'টা কাল পেলুম ব'লে আজ্‌ লিখ্‌তে ব'স্‌লুম। তোরা যে প্রাণ খুলে গুড় ও সন্দেশ পাঠিয়েছিলি তাতে ভুল নেই, কারণ সেই 'আবাগে বেটা'র ঠিক পূজার সময় এসে গেছ্‌লো! তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'য়ে গেল। এটা কি কম ভাগ্যের কথা! মানুষ এটা সেটা পেলেই মহাখুসী! কিন্তু মা জানিস্‌, এ জগতে যাকিছু পেয়ে থুয়ে, যদি 'লাভ হ'ল' এই ভাবটা প্রাণে গজ্‌ গজ্‌ করে, তাহ'লে নিশ্চিত জান্‌বি যে সেই লাভই একদিন চোখের জলের কারণ হবে! তার মানে আর কিছু নয়,—"যত হাসি তত কান্না,"—হাসিটা কান্নার চির-সহচর। ওমা এ জগতে যেখানে হাসির ফোয়ারা ব'য়ে যায়,,—সেখানে কান্নার ফল্গু নদীটাও অন্তঃশীলা হ'য়ে থাক্‌বেই থাক্‌বে। আবার যেখানে শোক, তাপ, অভাব ও অশান্তিগুলো ধোঁয়ার মত ভ'রে র'য়েছে, সেখানে,—নিশার পর দিবা যেমন মুখ বাড়ায়—একটু ধৈর্য্য ধ'র্‌লে ও তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায় নির্ভর ক'র্‌লে,—শান্তির দিনটা আস্‌বেই আস্‌বে।

যত হাসি তত কান্না

যত কান্না তত হাসি

'আঁটকুড়ো' ঘরে ছেলে-মেয়ে হ'লে, অমুক-তমুকের বে হ'লে বা অমুক-তমুক এ-তা লাভ ক'র্‌লে, নর-নারী খুসী—

মহাখুসী হয়। কিন্তু মা, লাভ হ'লেই জান্‌বি 'অলাভ'ও সাথের সাথী আছে। যে হ'ল মানে—

লাভ হ'লেই অলাভ

মিলন হ'ল,—দুই, চার, দশ, বিশ, ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছরের জন্যে। কিন্তু একদিন না একদিন স্বামী বা স্ত্রী কাটান-ছিড়ন ক'রে যাবেই যাবে। তাহ'লেই বুঝা গেল যে, মিলনের দিন হ'তেই বিচ্ছেদের দিনের সূত্রপাত হ'ল। এই হিসেবে এ জগতের যা কিছু লাভ—অলাভের হেতু। তাহ'লে যে কোন লাভ অলাভের হেতু ও অলাভ

অলাভ হ'লেই লাভ

লাভের হেতু। অলাভ যে লাভের কারণ, সে কথা ভাল ক'রে বোঝা দরকার। কারণ এই কথা বুঝ্‌লে, মানুষের এত 'হায় হায়' বা কান্নাকাটী ঘুচে যায়। মানুষের এইগুলো বন্ধ হ'লেই সুখশান্তির শেষ থাকে না।

আচ্ছা মা, যা পেলে অভাব থাকে না সেইটাই আদৎ সুখ নয় কি? যা পেলে 'হায় হায়ের, বদলে চোখে-মুখে হাসি খেলে ও প্রাণে 'হরদম'

চৈতন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন

শান্তির পবন বয়, সেইটাই জিনিসের মধ্যে সেরা জিনিস নয় কি? সেটা পাবার জন্যে যাঁরা প্রাণমন ঢেলে দেন, তাঁরাই বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী ন'ন কি? দু' চারটা 'পাশ' না ক'র্‌লেও বা দশ বিশ লাখ টাকা না থাক্‌লেও, যাঁরা সেই জ্ঞানে জ্ঞানী বা সেই ধনে ধনী, তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানবান জ্ঞানবতী বা ধনবান ধনবতী ন'ন কি? তাঁরাই জগতের পূজ্য জীব ন'ন কি? অর্থকরী-বিদ্যাভিমানীদের

ও ছায়া ধনে ধনবান লোকেদের কাছে এইরকম নর-নারী 'দূর-ছায়ে'র সামগ্রী হ'লেও, তাঁদের শাস্তির অভাব হয় কি? সেই ধন কি? ও মা সেই ধন,—চৈতন্য—চৈতন্য—খাঁটী চৈতন্য। চৈতন্য মানে,—জ্ঞানের ও প্রেমের সম্মিলিত শক্তি। জড় ও চৈতন্য—এই দুটো নিয়ে বিশ্বের কারবার। মানুষ সাধারণতঃ যা কিছু নিয়ে আছে, তা সবই জড়-প্রধান চৈতন্য। তলার কুড়োতে গেলে, গাছের ফল পাড়া যায় না; তাই, জগতের জড়-মিশ্রিত চৈতন্যের সামগ্রীগুলো না ছেড়ে দিতে পারলে, অন্ততঃ তাদের ছবিগুলো যথাসম্ভব প্রাণ থেকে মুছে না ফেলতে পারলে, সেই চৈতন্যময়ের বা চৈতন্য-ময়ীর চেহারা বুকে আঁকা সম্ভব নয়। সেই চেহারা বুকে ক'সে ফলাতে পার্‌লে, তিনি সহজেই ধরা দেন। তিনি ধরা দেন,—যখন এখানকার দুদিনের সুখগুলোর তৃষ্ণা প্রাণে থাকে না। মানুষ কিন্তু চায়,—তাঁকে নিয়ে এখানকার যা-কিছু রগড় উড়াতে! তাই, দু নৌকায় পা দিয়ে থাক্‌লে ডুবে যাবারই যেমন কথা, মানুষেরও সেই দশা হ'চ্চে। তাই, ধরাটা সুখশান্তির আগার না হ'য়ে, কান্নার হাটবাজার হ'য়ে আছে। তা ব'লে কি ঘর-সংসারের কাজগুলো ছেঁটে বাদ দিয়ে,

দেনাচুক্তি-হিসাবে জাগতিক কাজ করাই বিধি

'চৈতন্য চৈতন্য' ক'র্‌তে হবে? তা ব'লে কি জাগতিক আর আর কাজগুলো ও দেহরক্ষা বিষয়ে অবহেলা ক'র্‌তে হবে? না মা,—কখনই না। বরং প্রাণ ঢেলে, দেনাচুক্তি হিসেবে,

সব কাজ সাধ্‌তে হবে। আর সাধ্‌তে হবে,—হাসিমুখে ও 'তাঁর সংসারে ও তাঁর দেওয়া দেহ-মন-প্রাণ নিয়েই ক'রচি', এই ভাবগুলো প্রাণে ভাল ক'রে গেঁথে রেখে, 'সেই প্রাণের দেবতা আমার চিরসাথী'—এই জ্ঞান টন্‌টনে করা। যখন কোনও নারীর প্রাণটা এইভাবে চলে ও তার মন ন'ড়তে চ'ড়তে সেই ছবি দেখ্‌বার জন্যে ছুট্‌ দেয়, আর সময় পেলে **তাঁর** ভাবনা ও **তাঁর** কথা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না, তখনই সেই নারী—লক্ষ্মী বা সরস্বতী ঠাকরুণ হ'য়ে দাঁড়ান।

তাই বলি, উপরোক্ত বিধানে চ'লিস্। চিঠিখানা দশ-বার প'ড়িস্ ও এই কটা কথা প্রাণে গেঁথে রাখিস্ঃ—

নীতি-চতুষ্টয়

দুঃখই সুখের সোপান,
ধৈর্য্যই বল গরীয়ান্,
সত্যই সংযম মহান্,
কর্ম্মই শিক্ষক প্রধান।

এ জগতে সুখ শান্তি চাস্‌নে; তবে, যখন আপনা হ'তে আস্‌বে—সেটা **তাঁর** দেওয়া ব'লে আদর ক'র্‌বি ও দশ-জনকে দিয়ে থুয়ে ভোগ ক'র্‌বি।

যে যা করে বা বলে, নিজেই তার ফল পাবে ব'লে, তাতে কোন কথা ক'ইবি না। মন-মরা ভাবটাকে 'দূর ছাই' ক'রে তাড়াবি। তিনি তোর আপনার, বড় আপনার,—

এই ভাবটা বুকে গেঁথে রাখ্‌বি। কারুর যাতে প্রাণে আঘাত লাগে, এমন কাজ ক'রবি না বা এমন কথা ক'ইবি না। তাহ'লেই 'মা' 'বাবা' বা 'গুরু' নিজের হাতে দিনের দিন তোকে সাজাবেনই সাজাবেন। তখন অফুরন্ত আনন্দ, 'হরদম' বিহার ও অসীম শান্তিসুখ ইত্যাদি পাবি। গজকাটী দিয়ে মাপ্‌বি না—কি পেলি বা না পেলি ; তাহ'লে পাওনাটা ক'মে যাবেই।

৩৩

মাগো,—তোর আগেকার চিঠির উত্তরটা 'আধা-খেঁচড়া' গোছের হ'য়েছিল। অবসর অভাবেই এইরকম হ'য়েছিল, তাই এ পোড়া প্রাণে একটু আঘাত লেগেছিল। আঘাত লেগেছিল এই জন্যে যে, পূর্ণমাত্রায় তোকে খুসী ক'র্‌তে পারিনি। তা মা, এই ক্ষুদ্রাকারে থেকে কাউকে সুখী ক'র্‌তে পার্‌বো কি না, বিশেষ সন্দেহ। তবে যদি শ্রীগুরু করান, তাহ'লে সকলই সম্ভব।

মাগো,—ছেলে মেয়ের শৈশব ও বাল্যে বাপ-মা'র উপরই পূর্ণ ভালবাসা; আবার যৌবনাবস্থায়,—স্বামীর স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা থাক্‌বার কথা। পূর্ণ নির্ভরতা হ'তেই পূর্ণ ভালবাসা জন্মায়। তুই এ হাবাতেকে বিশ্বাস করিস্ ব'লে, সেই বিশ্বাস হ'তে ভালবাসা দেখা দিয়েছে। সেই খাতিরে তোকে এ মূর্খ ছেলেটা একটা 'মস্ত মাগী' না দেখে, আট ন' বছরের ছোট মেয়ের মত দেখে। এটা শ্রীগুরুরই কারিগুরি,—সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা অদৃশ্য ও অপরিসীম ভালবাসার প্রবাহ ব'ইচে।

নির্ভরতা বা বিশ্বাসই ভালবাসার হেতু

যেখানে প্রকৃত ভালবাসা ও বিশ্বাস বিদ্যমান, সেখানে সঙ্কোচ, সংশয় বা লজ্জা স্থান পায় না। হে———র এখনও সে অবস্থা হ'তে দেরী আছে।

ওমা,—সঙ্কোচ বা লজ্জা নিয়ে যারা ভালবাসার সামগ্রীর কাছে দাঁড়ায়, তাদের আসল জিনিষ পেতে দেরী প'ড়ে যায়। কারণ ওগুলো একটা মহা ব্যবধান। এই ব্যবধানগুলো যে তোর বেলা হঠিয়ে দিয়েছেন, এটা কি শ্রীগুরুর তোর প্রতি কম দয়ার নিদর্শন?

সঙ্কোচ ও লজ্জা ভালবাসায় অন্তরায়

আচ্ছা, জিজ্ঞেস্ করি মা,—তোর মত কজন লোক, 'প্রাণনাথ প্রাণবল্লভকে দেখ্‌তে যাচ্চি' ব'লে, শ্রীশ্রীজগতের স্বামীকে দেখ্‌তে ছোটে? মুখে বলে বটে,—'প্রভুকে দর্শন ক'র্‌তে যাচ্চি',—কিন্তু প্রাণে গেঁথে রাখে এ তা দেখ্‌বার হাজারটা সাধ! সে অবস্থায় তারা,—বাজারে কি পাওয়া যায়, কোথায় কি হ'চ্চে বা আছে, মন্দিরের কোথায় কি আছে বা মন্দিরের কারুকার্য্য কেমন,—এইগুলোরই হিসেব রাখে। এইগুলো কালো মনের ধারা নয় কি? কালো মনই 'কাঁচা মন'। 'কাঁচা মন' নিজে কালো ব'লে, জগৎটাকে কালো দেখে। এর আগেকার চিঠিতে যে গানটা লিখে পাঠান হ'য়েছিল, সেটা আর একবার প'ড়ে দেখিস্, তাহ'লে কথাটা বুঝ্‌বি। ("কে বলে সখি সে আমার কালো" ইত্যাদি।)

প্রাণের টান না হ'লে শ্রীনাথের দেখা পাওয়া অসম্ভব

কিন্তু যারা প্রাণের টানে ও প্রাণের জ্বালা নিয়ে যায়, তারা শ্রীনাথ ছাড়া আর কাউকে দেখ্‌তে চায় কি? তাই তারা শ্রীনাথকে দেখেই তৃপ্ত হয়।

আর একদল কিন্তু আছে, যারা তাঁকেও চায় আবার জগৎকে ধ'রেও টানাটানি করে! তারা কিন্তু মানুষ কা কথা,—শ্রীনাথের সঙ্গেও চোক ঠারাঠারি করে! তাই শুধু বলা নয়—দাপট ক'রে বলে যে,—"তোমাকেই (অর্থাৎ শ্রীনাথকেই) চাই।" এই দলের মেয়ে-পুরুষকে পরীক্ষা কর'বার জন্যেই, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের গায়ে অশ্লীল চিত্রগুলি খোদিত আছে। এই দলের লোকেরা ঐ চিত্রগুলো দেখেই লাট্টু খেয়ে যায়,—কারণ এরূপ নর-নারী প্রবৃত্তির দাস-দাসী মাত্র!

জগন্নাথ-মন্দিরে অশ্লীল চিত্র কেন

ওমা, শ্রীনাথ নির্ব্বিকার। কি রকম জানিস্,—যেমন গঙ্গার জল—অর্থাৎ বিষ্ঠা আর ফুল একসঙ্গেই ভাস্‌চে! এই নির্ব্বিকার গুণ গঙ্গার জলে আছে ব'লে, তাই গঙ্গাবারি এত পবিত্র। মাগো, শ্রীনাথেও এই গুণ আছে ব'লে, তিনি জগতের স্বামী। মানুষের সে গুণ নেই ব'লে,—মানুষ 'বেহুঁস', পশু বা ভূত-পেতনী!

শ্রীনাথ নির্ব্বিকার

মানুষ যখন এই অশ্লীল ও বীভৎস চিত্রগুলোকে জগতের ধারা ভেবে, বা পিতৃ-মাতৃ-স্থান মনে ক'রে নির্ব্বিকার-ভাবাপন্ন হয়, অথবা জড় দেহের বা জড় কর্ম্মের কথা মন-প্রাণ হ'তে মুছে ফেল্‌তে পারে,—তখনই তারা শ্রীনাথের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায়। তা, যারা তাঁর সঙ্গে চোখ

যথাসম্ভব নির্ব্বিকার হ'লে শ্রীনাথ দেখা দেন

ঠারাঠারি ক'রছিল তারা এইখানে ধরা পড়ে, কারণ তাদের প্রাণে পূর্ব্ব সংস্কার ও কার্য্যাবলি গজ্‌গজিয়ে উঠে। এ অবস্থায় তারা 'খত্তাল-চোখো', ঠুঁটো ও বীভৎস-মূর্ত্তি 'জগন্নাথ' ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পায় না! এই চিত্রগুলো মুখের কথায় 'স্যায়না', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোকা, মেয়ে-পুরুষকে ভোলাবার কৌশল।

রমণ

মাগো, অনেকদিন আগে তোকে 'রমণ' সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। এই রমণ হ'তেই বিশ্বের সৃষ্টি, এই কাজের দ্বারাই বিশ্ব চ'লছে ও এই উপায়েই জীব তাঁর সঙ্গে মিশে যাবে। শুধু মিশে যাবে না—'হরদম-তাজা' হবে ও চির সুখ-শান্তি পাবে। সাধক-সাধিকার মন সাধনাবস্থায় আত্মার সঙ্গে রমণ কর্‌'বার জন্যে ব্যস্ত হয়। এই কাজের দ্বারা সুধা ক্ষরণ হয় ও একটা অব্যক্ত নেশা জন্মায়। তখন চোক দুটো করম্‌চার মত, ও অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়, আর মুখে কথা থাকে না। এই সুখটা যাঁরা তিলমাত্রায় পেয়েছেন, তাঁরা নর-নারী সেজে দু'চার মিনিটের সুখ উড়াতে সাধ পোষেন না,—কারণ তাঁরা জানেন যে তলায় কুড়ুতে গেলে গাছের পাড়া সম্ভব নয়। ওমা, সে আরাম ও শক্তিপ্রদ বিহার কখন কখন আট দশদিন পর্য্যন্তও চলে। এ সুখ পেতে হ'লে দরকার,—উচ্ছ্বাস-গুলোকে বন্ধ ক'রে একলা থাকা। তা মা, এত সুখ কি আর সাধারণ জীবের ভাগ্যে মেপেছে? আর প্রকৃতপক্ষে মানুষ প্রাণ খুলে ব'লতে পারে কি

যে, তারা জড়গুলোকে পূর্ণমাত্রায় ছেড়ে দিতে প্রস্তুত? তা যখন পারে না, তখন তাদের ঠকবারই কথা নয় কি? বিশেষতঃ তারা যখন শ্রীনাথের সঙ্গেও 'মেচকো-ফিরি' ক'রতে যায়! তাই বলি মা,—হায় মানুষ! তোমরা কি সুখ নিয়ে আছ, আর কি মজাটাই উড়াচ্ছ!

জগন্নাথ-মন্দিরে অশ্লীল চিত্রের ব্যাখ্যা

তাহ'লে বুঝ্‌লি মা, ঐ চিত্রগুলো মুখ-সাপটী দলকে লাট খাইয়ে দেবার জন্যে ও যারা তাঁকে যথার্থ চায়, তাদের নির্ব্বিকার কর্‌বার জন্যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে খোদিত। মাগো, জগতের চারিদিকেই এই বীভৎস কাজ হ'চ্চে ও এই কাজের মধ্যেও শ্রীশ্রীনাথ বিরাজিত,—তাতেও তিনি নির্ব্বিকার হ'য়ে আছেন। মাগো, সমানে সমানে মিশ খায়,—সুতরাং তাঁকে যাঁরা চান, তাঁদেরও নির্ব্বিকার হওয়া চাই। তা হ'তে পার্‌লেই,—নর-নারীর যুবরাজ বা প্রণয়িনীর পদে বরিত বা বরিতা হওয়া সম্ভব; আর তা না হ'লে,—দাস-দাসী বা ম্যাথর, ধোপা ইত্যাদি হ'য়ে থাকে। তা মা,—একটা বাড়ীতে ক'জন কর্ত্তা-গিন্নী থাকে? কিন্তু বড়মানুষের ঘরে চাকর-লোকজনের অভাব আছে কি?

শ্রীনাথের মন্দিরের চিত্রগুলো দেখে লাট খেয়ে না যাবার উপায়

মাগো, এ হাবাতেকে যখন শ্রীনাথ ডেকেছিলেন,—মানুষের সেই চিত্রগুলো ভাল ক'রে দেখ্‌বার জন্যে কত লালসা—দেখে এ পোড়া প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। পিতৃ-মাতৃ-স্থান

ভাব্‌লে বা জ্ঞানের ও প্রেমের স্থূল সম্মিলন ভেবে নিলে, পোড়া কাঁচা মন যে গুটিয়ে আসে,—নর-নারী এ কৌশল জানে না ব'লেই, পুরীধামের বাসায় এসেও তারা মনে মনে কত কি কাজ ক'রে ফেলে! সুতরাং জগন্নাথ দেখ্‌বার ফলটাও সেইখানেই রেখে আসে! তাই বলি, মানুষ যদি এই ক'টা দিনের সুখের প্রত্যাশী না হ'য়ে তাঁর চিন্তায় নিমগন থাকে, তাহ'লে দেহান্তে হরদম বিহার-সুখ পাবেই পাবে ও পরম-ধনে ধনী হ'বেই হ'বে। কিন্তু মা, উচ্ছ্বাস-গুলোকে সম্বল ক'রলে বা অধীর হ'লে বা নির্ভরতা-কাষ্ঠাসন বিছায়ে না ব'সে থাক্‌লে, আবার এই কান্নার হাটে আস্‌তে হ'বেই হ'বে।

ওমা, তুই লজ্জার মাথা খেয়ে যে এই প্রশ্নটা তুলেছিস, তার জন্যে তুই শ্রীগুরুর কৃপা আরো পাবি। যখন যা মনে আস্‌বে, তুই নিঃসঙ্কোচে এই মূর্খ ছেলেকে জানাতে পারিস্। মানুষের ধারায় চলিস্ নে মা, তাহ'লেই ঠক্‌বি। তবে, সাধারণ মানুষের কাছে খুব হুঁস্ ক'রে চ'ল্‌বি।

মাগো,—ওঁকার মন্ত্রের সম্বন্ধে ব'লতে গেলে, অনেক কথা ব'লতে হয়। তবে মোটামুটি জেনে রাখ্ যে,—ঐ এক মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য সাধিত হ'চ্চে। 'অ', 'উ' ও 'ম' নিয়ে এই মন্ত্র গঠিত। 'ব্রহ্ম' যখন সুখ-নিদ্রা থেকে উঠলেন, তখন তাঁর এই বিশ্ব সৃজন কর'বার ইচ্ছা হ'ল; সেই ইচ্ছা তিনি ওঁ এই শব্দের দ্বারা ব্যক্ত ক'রলেন। সেই শব্দ থেকেই এত বড় বিশ্বটার সৃষ্টি হ'ল। মানুষ যেমন সুখ-নিদ্রার পর 'আঃ' শব্দ ক'রে হাই তোলে, ব্রহ্ম কতকটা সেই ধরণে 'ওঁ' কথাটা উচ্চারণ ক'রলেন। তবে মানুষের সেই 'আঃ' উচ্চারণে কোন সাধ থাকে না,—কিন্তু 'ব্রহ্মের' ভিতর একটা সাধ ছিল। পাতকুয়া হ'তে জল তুলতে হ'লে একটা ঘটীর গলায় দড়ি জড়িয়ে, ঘটীটাকে পাতকুয়ায় ফেলতে ও তুলতে হয়। যে দড়িতে ঘটীটি কুয়ায় ফেলা হয়, সেই দড়িতেই তাকে কুয়া হ'তে তোলা হয়। জীবও 'ওঁকার' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের ইচ্ছায় জগতে এসেছে, সুতরাং সেই শব্দ ধ'রেই 'ব্রহ্মের' সমীপে পৌঁছিবে। 'চৈতন্য' হ'তে প্রথম উদ্ভূত শব্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চেতনা-যুক্ত। ফলতঃ **ওঁকার** শব্দ সাধনই প্রধান সাধন।

ওঁকার-তত্ত্ব

জড় ও চৈতন্য নিয়ে জগতের খেলা চ'লচে। 'ওঁকার' চৈতন্যযুক্ত শব্দ ব'লে, উহা জীবকে জড় হ'তে বিচ্ছিন্ন করে।

প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ "ব্রহ্ম-জ্ঞানী" ছাড়া, কে ইহজগতের ধন-মান, পুত্র-কন্যা, স্বামী-জায়া ইত্যাদি বর্জ্জন ক'রতে ইচ্ছুক? সুতরাং 'শূদ্র' অর্থাৎ মায়ামোহে অভিভূত নর-নারী এই মন্ত্র সাধন ক'র্‌বার উপযুক্ত নয়। এখনকার উচ্চ জাতিরাও, অত্য-ধিক মায়ামোহের জন্যে 'শূদ্র' বা 'নারীর' মধ্যে পরিগণিত।

উক্ত কারণে, শূদ্র ও নারীকুল ওঁকার মন্ত্র সাধনের বা ৺নারায়ণ পূজা ক'র্‌বার অধিকারী অধিকারিণী ন'ন।

ফল কথা, ইহজগতের সুখেচ্ছা যাঁদের প্রাণে নেই বা যাঁরা সে সুখ বর্জ্জন ক'র্‌তে প্রস্তুত, তাঁরাই 'ওঁকার' সাধন বা ৺নারায়ণের পূজা ক'র্‌বার অধিকারী। আজকাল কিন্তু যেমন সমাজ হ'য়েচে, তা'তে সবই লৌকিক আচারে দাঁড়িয়েচে! তাই ভারতের এত দুর্দ্দশা!

আজ এই পর্য্যন্ত। লোকের সঙ্গে একথা সেকথা ক'ইতে ক'ইতে লিখ্‌তে হয় ব'লে দেরী হ'য়ে যায়।

ভাই,—রাগ টাগ্ হয় নি! তবে পোড়াকপালে হাতটা পেরে উঠ্‌চে না। কত যে নূতন নূতন মূর্ত্তির 'আহা মরি' 'বলিহারী' রকমের আবদার আস্‌চে, তা আর কি ব'ল্‌বো! আর এক কথা,—মানুষের ধরণ-করণ দেখে 'মুখে গো' দিতে ও কালি-কলম-কাগজ হ'তে তফাতে থাক্‌তে সাধ হ'য়েচে। তবুও, নূতন 'মক্কেলদের' দরুণ কাহিল হ'তে হ'য়েচে! তাই, পুরাতনগুলো খাতির না পেয়ে কত কি মনে ক'রচে! তা করুক্‌গে,—বড় ব'য়ে গেল! কর্ম্মক্ষয় করা নিয়ে কথা ত? অনেকের সঙ্গে এ সুবাদটা কেটে গেছে! তাই চিঠি লিখেও তারা জবাব পায় না!

কর্ম্ম-মাহাত্ম্য

মানুষ যে অবস্থায় থাকুক্ না কেন, একটা না একটা কাজ করে। লোকে যাকে চুপ ক'রে ব'সে থাকা বলে, সে অবস্থায়ও একটা না একটা ভাবনা জুটে! শুধু দেহ-চালনা ক'র্‌লেই যে কাজ হ'ল, তা' নয়, মানসিক কাজটাই প্রধান কাজ। তবে মনটাকে এক সময়ে একটা কাজে কৌশলে ও ধৈর্য্য ধ'রে খাটাতে পার্‌লেই, কাজের মত কাজ সাধা হয়। মনটাকে ঠিক্‌ঠাক্ খাটিয়ে নেবার জন্যেই, প্রাণটা তাকে এই দেহ-পিঞ্জরে আট্‌কে রেখেছে।

১। **কর্ম্মই বিশ্বের বিধান**। এই জন্যেই রবি, শশী, অনল, অনিল, সলিল, জীব, প্রাণী ইত্যাদি সকলেই কোন না কোন কাজ ক'র্‌চে।

২। **কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের একমাত্র উপায়**। জীব-মাত্রেই কোন না কোন পূর্ব্বকর্ম্মের জন্যে নর-নারী সেজে এসেচে। কর্ম্ম যখন ক'র্‌তেই হবে, তখন যে কাজে নিযুক্ত থাকা যায়, উহাতে প্রাণ-মন ঢেলে দেওয়া বিধেয়। দেনাচুক্তি না হ'লে আবার সেই কর্ম্ম, ইচ্ছায় হ'ক বা অনিচ্ছায় হ'ক্‌, ক'র্‌তেই হবে,—এই ধারণা বদ্ধমূল রাখলেই ভয়ে ভয়ে মনটা বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌বেই ক'র্‌বে। এই উপায়েই মন স্থির হয়। মন স্থির হ'লেই আর মন থাকে না, তখন আত্মা হ'য়ে দাঁড়ায়। তা হ'লেই খেলা-চুক্তি হয়।

৩। **কর্ম্মই আত্মোন্নতির পন্থা**। কর্ম্ম না ক'রে কোন কালে কেহই দশজনের একজন হ'ন নাই। তবে, তাঁরাই খ্যাতনামা হ'য়েচেন,—যাঁরা ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সুকৌশল সম্বল ক'রেচেন। কর্ম্ম না থাক্‌লে জীব—জড় বা উন্মাদ শ্রেণীভুক্ত হ'ত!

৪। **কর্ম্মই প্রকৃত শিক্ষক**। যাকে যতই শেখান যাক্‌ না কেন, সে ব্যক্তি যতক্ষণ না ঠেকে ঠেকে শিখে ও অনেক সময়ে চোখের জলে ভাসে, ততক্ষণ সে কখনই মানুষের মত মানুষ হ'তে পারে না।

৫। **কর্ম্মই বল।** যে মুখের কথায় "অমুক তমুক কর" ব'লে হুকুম পাশ করে, তার কথার মূল্য বড়ই কম। কিন্তু যিনি কর্ম্ম দ্বারা পথ-প্রদর্শক হ'ন, তাঁর একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের গুণে, আরো দশ বিশ জন সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হ'য়ে কর্ম্ম সুসম্পন্ন করে। আরো দশজন যে, কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়—তা কেবল প্রথম ব্যক্তির মানসিক বলে বলীয়ান হ'য়ে।

৬। **কর্ম্মই পূজা।** পূজা মানে মন-প্রাণ ঢেলে গুণের আদর করা। মন-প্রাণ ঢেলে কর্ম্ম ক'রলে অভিজ্ঞতা আসে ও মনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যার যে কর্ম্ম তাতে যারা ফাঁকি দেয়, তাদের ফাঁকি দেওয়া স্বভাব দাঁড়িয়ে যায়। ফাঁকি দিচ্চে 'মন'। ফাঁকি দেওয়া 'মন'—ফাঁকিই পড়ে, কারণ এই স্বভাব-টার জন্যে চিত্ত স্থির হয় না; সুতরাং মনের বল বা বিকাশ হয় না।

৭। **কর্ম্মই জ্ঞানের ও প্রেমের সোপান।** কর্ম্ম দ্বারা বহুদর্শিতা জন্মায়। বহুদর্শিতা হ'তেই জ্ঞান উদ্ভূত হয়। আবার সেই বহুদর্শিতা জগতের কল্যাণকর কাজে লাগালে, মায়া-মোহ ও 'আমি'-জ্ঞান হ'তে দিনের দিন রেহাই পেয়ে, জগৎকে ভালবাসা সম্ভব। মুখের কথায় 'ভালবাসা' শিক্ষা করা কখনও সম্ভব নয়।

৮। **কর্ম্মই সুখ-শান্তির পন্থা।** কর্ম্ম ক্ষয় হ'লেই প্রবৃত্তিগুলো বশ্যতাপন্ন হয়। তখন 'মন' চৈতন্যময়ী হ'য়ে 'চৈতন্যময়ের' সঙ্গে বিহার করে। চৈতন্যময়, আনন্দময়, শান্তিময়,

জ্ঞানময় ও প্রেমময়—একমাত্র 'আত্মা'ই। 'আত্মার' সঙ্গে বিহার ক'রলে,—তাঁরই গুণসমূহ অর্জ্জন হ'বেই হ'বে।

তাই বলি,—দেনাচুক্তি হিসাবে যে যার কর্ম্ম প্রাণ ঢেলে সেধে যাও। তবে স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রেখে ও এ-তা না ভেবে বা এ-তা সাধ না পুষে, কর্ম্মক্ষয়ের জন্যে কর্ম্ম সাধা বিশেষ দরকার।

ওরে হারামজাদী,—তোর জ্বালায় জ্বালাতন হ'য়েছি। কেন মাথা মুণ্ডু লিখে মরিস্ বল্—শুনি? অন্য পুরুষের দিকে চাওয়া ও মিথ্যাকথা বলা ছাড়া, হাজারটা দোষ ক'র্‌লেও তোকে শ্রীগুরু মাপ ক'র্‌বেন—ক'র্‌বেন—নিশ্চিত ক'র্‌বেন। ওরে ছুঁচো বেটী, তুই যে 'তাঁর' বড় আদরের, সোহাগের ও গরবের ধন। কেন জানিস্? তুই নিজেকে পদে পদে সাম্‌লাতে চেষ্টা করিস, কারুর কথায় থাকিস্ না ও সকলের মঙ্গল কামনা করিস্ ব'লে। ওরে তোকে সাজাতে—প্রাণ-

শ্রীগুরু-ধ্যান

ভ'রে সাজাতে—শ্রীগুরুর বড়ই সাধ। তাই তোকে এই শ্লোকটা কণ্ঠস্থ—না না হৃদয়স্থ—ক'র্‌তে হুকুম দিয়েছেন,—

ধ্যানমূলং গুরুমূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরুপদম্,
মন্ত্রমূলং গুরুবাক্যং মোক্ষমূলং গুরুকৃপা।
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরু হি পরমংপদম্,
তস্মাৎ কারুণ্যায়ভাবেন সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

এই শ্লোকটা মনে মনে ও কখন কখন গলা ছেড়ে ব'ল্‌তে পারিস্। গুরু সামগ্রীটা কি তবে শোন্ঃ—

গুরুতত্ত্ব-বিচার

১। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, শিষ্য ও শিষ্যা—এরা প্রত্যেকেই মন।

২। মা, বাপ, স্বামী ও গুরু—এরা প্রত্যেকেই আত্মা।

দ্বিতীয়দল আত্মাশ্রেণী-ভুক্ত বটে, কিন্তু আজ কাল শিক্ষার দোষে—দুই দলই মন-শ্রেণীভুক্ত। তাই, তাদের ছার দেহগুলোর উপর বেজায় রকমের নজর। এই দেহের উপর নজর রেখে রেখে, মানুষ যা-কিছু অগুণে ভর্ত্তি হ'য়ে যাচ্চে। কিন্তু দেহগুলোর উপর হ'তে নজরটাকে একটু একটু ক'রে হঠাতে পারলে, মানুষ দিনের দিন কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া ও মোহের হাত হ'তে অব্যাহতি পাবেই পাবে। আর এক কথা,—মানুষ স্থূল-দেহ-সম্বন্ধ একটু একটু ক'রে মুছে ফেলে, যদি অপরের মনটার উপর নজর রাখে ও নিজের মনের সঙ্গে সেইটাকে মিলায়, তাহ'লে—দেহের চেয়ে মন সূক্ষ্ম ব'লে—এই অভ্যাসের দরুণ সেই সাধক-সাধিকা সূক্ষ্মদৃষ্টি পাবেই পাবে। তখন সেই মানুষ 'কুঁৎকুঁতে' চোখ অর্থাৎ সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ ক'রে ছোট খাট একটী 'গণেশ ঠাকুর' হ'য়ে যায়।

দেহজ্ঞান ঘুচলে মায়া-মোহ কমে ও সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ হয়।

জলের ঢেউ যেমন জলের উপর আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে লাফিয়ে বেড়ায় বা **শিবের** উপর **কালী** অর্থাৎ **বিরাট আত্মার** উপর যেমন **বিশাল মন** ক্রীড়াশীল,—তেমনি ছেলে-মেয়ে মা-বাপের বুকের উপর ব'সে কত খেলা করে, আর স্ত্রী স্বামীর গরবে গরবিণী হ'য়ে কত কি করে। তেমনি মা জেনে রাখ্ যে,—শিষ্য-শিষ্যাও গুরুর বলে বলীয়ান হ'য়ে যা কিছু ক'রতে পারে।

এখন কথা উঠ্তে পারে,—বাপ-মা ও স্বামীর চেয়ে গুরু

বড় কিসে? ওমা, যিনি যা বলুন না কেন, মহামায়ার ফাঁদে প'ড়ে বাপ, মা ও স্বামী, এই কায়াগুলোর সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ রাখেন ও এইগুলোর দরুণ জাগতিক নানা সাধ পোষেন। কিন্তু মা, যিনি প্রকৃত গুরুবাচ্য তিনি কায়াগুলোকে প্রস্রাব-বাহের আগার ঠাউরে, মনটাকে ধ'রে টানাটানি করেন। মনটাকে উন্নত ক'রে আত্মায় বা চৈতন্যময়ী মনে পরিণত ক'রতেই তিনি বিশেষ সচেষ্ট।

আত্মা আনন্দময়, শান্তিময়, শক্তিময়, জ্ঞানময় ও প্রেম-ময়। আত্মা চির-নূতন, চির-যৌবন-সম্পন্ন ও চির-সুখ-আরাম-দাতা। আত্মার তাই সাধ—মন চৈতন্যময়ী হয়। এই কাজ সাধতে পারলেই আত্মার ছুটি—চিরদিনের জন্যে ছুটী,—অর্থাৎ আত্মা তখন চৈতন্যময়ী মনের সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে পরমাত্মায় মিশে যায়।

ওমা,—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার খেলাও তাই।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

কিন্তু হায়! মানুষ এই সূক্ষ্মতত্ত্ব না জেনে বা সে তত্ত্ব বুঝ্‌বার চেষ্টা না ক'রে,—কাম-কাঞ্চন নিয়ে ও দেহের সম্বন্ধ পাতিয়ে, কি না বীভৎস কাণ্ড-কারখানা ক'র্‌চে! মাগো, মানুষের অবনতি প্রত্যক্ষ ক'রেই, সেই জগন্নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে,—পুরুষ মানুষের আকৃতি ধ'রে শ্রীমতী-ভাবে সাধ্‌তে কাঁদ্‌তে শিখায়ে গেছেন। মাগো,—নর-নারী মাত্রই নারীশ্রেণী-ভুক্ত, কারণ একমাত্র পুরুষোত্তমই পুরুষ।

আর এক কথা,—কালো ভাবলে মনটা কালো মেরে যায়, কিন্তু তপ্তকাঞ্চন রং ভাব্‌লে 'প্রেম' এসে যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ হ'য়ে জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন,—**শ্রীকৃষ্ণ-সাধন** কি ক'রে ক'র্‌তে হয়। হায়! তবুও মানুষের চোখ ফুট্‌লো না ব'লে, আবার সেই পুরুষোত্তমই—**শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে 'মা' 'মা'** ক'রে সাধন্ ক'রে গেছেন। 'বাপ ও মেয়ে' কিম্বা 'মা ও ছেলে'—এই সম্বন্ধ থাক্‌লেই তবে দুর্দ্দমনীয় কামের হাত হ'তে মানুষের রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আবার **'মা' 'মা'** করাই—শুধু পুরুষের পক্ষে নয়, রমণীর পক্ষেও বিশেষ দরকার এই জন্যে যে,—**কালী** অথবা **বিশাল মনকে** তুষ্ট ক'র্‌তে পারলে, তিনিই জড়ের বদলে চৈতন্যে বিভূষিত ক'রে—সন্তানকে জগন্নাথের সঙ্গে মিলিত ক'রে দেবেন। এই জন্যে **শ্রীকৃষ্ণও** গোপবালাদের আগে **কাত্যায়নীর** আরাধনা ক'র্‌তে ব'লেছিলেন। বলি মা,—মা'ই ত মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে স্বামী-গৃহে পাঠান ও যা-কিছু শিখিয়ে দেন?

দেহের আচার প্রাণ থেকে নিংড়ে ফেলতে হ'বে

তাই তোর এ হাবাতে ছেলে বার বার বলে,—মা, দুদিনের জন্যে দেহের কথা, দেহের আচার ও দেহের সম্বন্ধ প্রাণ হ'তে নিংড়ে ফেল্। তবে—তবেই চির-সুখ, চির-শান্তি, চির-আরাম, চির-আনন্দ ও চির-জীবন পাবি—পাবি—নিশ্চিত পাবি; আর তোর সাধনার দরুণ আরো দশজন—তোর আত্মীয়-জন—জীবন পাবে। তারা দৌড়ে ছুটে এসে তোর সঙ্গে

এক দিন মিলিত হবে। তখন দেখ্‌বি—প্রত্যক্ষ ক'র্‌বি যে, কেহই হারায়ে যায় নি। তখন তুই হাস্‌বি—হাস্‌বি—খুব হাস্‌বি। আর তোর সঙ্গে সঙ্গে ইহজগতের ও ঊর্দ্ধতন-রাজ্যের অনেকেই হাস্‌বে। ওমা তখন—তখনই হাসির ফোয়ারা উথ্‌লে উঠবে ও হাসির বন্যায় তোর আত্মীয়-আত্মীয়ারা ভাস্‌বে!

আজ তবে আসি মা।

কল্যাণীয়া,—চিঠি পেয়েছি। কাউকে চিঠি লিখ্‌তে হ'লে এ পোড়া মনটা মহা-আহ্লাদে সে কাজ সাধে, আবার কাউকে লিখ্‌তে হ'লে 'ওষুধ গেলার' মত আচরণ করে! তোরা এই দ্বিতীয় দলের। শুনে হয়তো কত কি জল্পনা ক'র্‌বি। তা তোদের যখন নিজের নিজের গলদ দেখ্‌বার মাথা বা চেষ্টা নেই, তখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দু'একটা গলদ দেখান যাক্।

সাধনের অর্থ

'সাধন' কাকে বলে জানিস্? উচ্চ আদর্শ সাম্‌নে রেখে, তাঁর মত হ'বার জন্যে প্রাণ-ঢালা চেষ্টাকেই সাধন বলে। তাতে ফল কি? এ ভাবে চ'ল্‌লে, মনটা হ'তে দিনের দিন অগুণগুলো খ'সে গিয়ে, মনটা গুণে ভর্ত্তি হয়। যাঁকে ধ্যান-জ্ঞান ও ভালবাসার সামগ্রী করা হ'য়েচে, তিনি জ্ঞানময় জ্ঞানময়ী, প্রেমময় প্রেমময়ী,—ইত্যাদি। সুতরাং, মনটা যদি বাস্তবিক তাঁর চিন্তায় থাকে, তাহ'লে ঐ গুণগুলো পেয়ে যায়, তখন সে মন আর **মন** থাকে না, তার মানে **আত্মা** হ'য়ে যায়। **মন** যে মাত্রায় **আত্মা** হ'য়ে দাঁড়ায়, সেই মাত্রায় মানুষের কুলটা-বৃত্তি ঘুচে যায়।

মনের কুলটা-বৃত্তি ও তন্নিবারণের উপায়

নর-নারী মনের জন্যেই কুলটার ন্যায় আচরণ ক'রে বেড়াচ্চে। সেই কুলটা-বৃত্তি হ'চ্চে,—একটা সাধ বা একটা ভাবনা না নিয়ে থেকে, দশবিশটাকে 'আম্বল চাকার' মত চেকে বেড়ান।

এ জগতে যখন পাঠিয়েছেন ও কাজ যখন ক'রতেই হ'বে, তখন যে কাজগুলো না ক'র্‌লে নয়—সেইগুলো প্রাণ ঢেলে ও দেনা-চুক্তি হিসাবে সেধে যা। তারপর বাকি সময়টুকু, এর তার কথায় বা এর তার ভাবনায় না থেকে, 'একখানা ছবিকে ভাল-বাস্‌তে শিখ্‌ব কি ক'রে'—এই ভাবনা ও সাধ নিয়ে ছবির কাছে বসা ও ছবিকে দেখা চাই। তা হ'লে **ছবিই** একদিন সব সাধ মেটাবে।

সমানে সমানে মিশ খায়। তোরা কুলটা-সম মন নিয়ে ঘর করিস্‌। তোদের মত যাঁর মনটা নয়—**তিনি** কি তোদের সঙ্গে বস্‌তে দাঁড়াতে চাইবেন রে? আর এ হাবাতে যখন জগতের কোন খবর রাখে না বা রাখ্‌তে সাধ পোষে না, তখন তোরা মেয়েমানুষ হ'য়ে ও অন্ততঃ মুখের কথায় **তাঁকে** পাবার চেষ্টায় থেকে, কোন্‌ মুখে আবার এতা খপর তাংড়াতে সাধ পুষিস্‌রে?

'প্লানচেট' (planchet) প্লানচেট ছুড়ে ফেলে দে,—নিজের কাণে শোন্‌বার ও নিজের চোকে দেখ্‌বার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে যা। একটা ছবিকে 'বাপ' 'মা' ও 'স্বামী'-পদে বরণ ক'রে, তাঁর দেহের চিন্তাটা প্রাণ থেকে নিংড়ে ফেলে, শুধু তাঁর গুণ-গুলো ভেবে ও নামটা ক'রে ক'রে, তাঁর মত গুণবতী হ'বি—এই সাধ পোষ্‌। তাহ'লেই কান্নার ও 'হায় হায়ে'র পাঠ উঠে যাবে।

আর সব চুলোয় যাক্‌,—যাকে পেলে সকল অভাব ও অশান্তি চিরকালের মত ঘুচে যায়, সেই **পরম রত্ন** তোর দেহের

মধ্যেই গোপনে আছেন জেনে, মনটাকে দেহের ভিতর ডুবিয়ে দে—নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে ডুবিয়ে দে। কারণ, এই উপায়ে—**এই নামটাই** আলো হ'য়ে সেই পরমধনকে চিনিয়ে ও ধরিয়ে দেবে। তবে ধৈর্য্য ধ'রে কাজ সাধা চাই, দেহটাকে **তাঁর** বিহার-ভূমি জ্ঞান ক'রে ভাল ক'রে রাখা চাই ও সত্যকে বিশেষ ক'রে আদর করা চাই।

বলি, ও বিরহিণী দিদিমণি,—তোমার মত বিরহী-বিরহিণীদের পাল্লায় প'ড়ে এ মুখপোড়া যে কাহিল—বেজায় কাহিল হ'য়ে প'ড়চে, সে খবরটা রেখেচ কি? তা কাহিল হ'বার কথা নয় কি গা? লোকে একটা আধটা ভূত-পেতনীতে পাওয়া রুগী নিয়ে অস্থির-হ'য়ে বেড়ায়, আর এই কি বলে—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে,—এই বয়সে, একটা আধটা নয়, দু'চারশ বা দু'চার হাজার বিরহ-রোগ-গ্রস্ত ভূত-পেতনী নিয়ে এ হাবাতেকে ঘর-কন্না ক'রতে হ'চ্চে! তাই পোড়া হাতটার আর কামাই নেই! কি ছার কপাল ক'রেই যে, সে এই ধড়ে এসে জুড়ে ব'সেছিল—তা সেই জানে! তা শুধু তাকেই 'ছার কপালে', 'হতচ্ছাড়া' ইত্যাদি মিঠে সম্ভাষণ করি কেন, এই সোণার-চাঁদ মুখ-খানাও কি ওমুখো হ'লে রেহাই পায় গা? তাই বলি,—রে কর্ম্ম-বন্ধন! তোরই জিত! তাই,—"মা মা" "বাবা বাবা" ক'রে সেধে কেঁদেও দেনাচুক্তি হ'য়েও হয় না। হরি হরি! দেনাচুক্তি হবে! দেনা যে দিনের দিন বাড়তেই চ'ল্‌লো! কারণ, কত নূতন নূতন মূর্ত্তি,—'বাবা,' 'গুরুদেব,' 'দাদামণি' ইত্যাদি বুলি নিয়ে দেখা দিচ্চে! আ-হা-হা! মরি মরি কি মধুর সম্ভাষণ গা! কি প্রাণ-ভোলান বুলি গা! কি মনোহারী আলাপ গা!

লোকে ঠিক্‌ঠাক্ বুঝেচে যে, এই হাবাতেটা 'বাণ্ডিল খেয়ে

আণ্ডিল হ'য়ে' ব'সে আছে। অথবা তাদের ধারণা যে, এ হাবাতে হাত ঝাড়লেই পাহাড় পর্ব্বত বেরুবে! তাই সকলের এই এটার কাছে আবদার-আবেদন-কাঁদুনির শেষ নেই!

লোকের দুঃখ—মহাদুঃখ—যে তাঁকে তারা পেলে না! কিন্তু ব'ল্‌তে কি দিদিমণি, লোকের ধরণ করণ দেখে ছু-বহু ধারণা হ'চ্চে যে, মানুষগুলো বেজায় রকমের বিকারী রুগী হ'য়ে দাঁড়াচ্চে। আরো দেখায়েচে বা শিখায়েচে যে, এই রোগ আরাম কর্‌বার ওষুধ,—এক এক জনকে ধ'রে, বেশ ভাল ক'রে গুণে একশ' হ'তে সুরু ক'রে হাজার বার, শতমুখী পেটা করা! তা শুধু একবার বা দুবার ওষুধটা দিলে চ'ল্‌বে না—দিনে দুপুরে লাগান চাই!

মানুষ কি চায়

লোকে কি চায় জিজ্ঞেস্ ক'রলেই, অমনি তাঁরা এক একজন শ্রীমুখটা বের ক'রে ব'লে ফেলেন যে,—তাঁকেই চান। কিন্তু দু একটা সওয়াল জবাবেই বেরিয়ে পড়ে, কেউ টাকা চান, কেউবা চান —নিজের বা ছেলে-মেয়ের দেহগুলো ভাল থাকে, কেউ চান মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে, আর কেউ বা চান যা কিছু সাধগুলো মেটাতে। বলি হাঁ দিদিমণি, তোমরা এক একজন বুকে হাত দিয়ে বল দেখি,—এই কথাগুলো সত্যি না মিথ্যে? ও হরি! ব'ল্‌তে ভুল হ'য়ে গেছে—কেউ কেউ আবার পিতৃ-মাতৃ-দায় বা কন্যা-দায় হ'তেও মুক্ত হ'তে চান! বলি হ্যাঁ-গা, এই কি তাদের পরম-রত্ন পাবার খিদে? তা বাপু, এ হাড় হাবাতেকে

যখন এত শত সাধ মেটাবার 'মানোয়ারী জাহাজ' ক'রে পাঠায় নি, তখন একশ' বার 'ট্যাঁক ট্যাঁক' ক'র্‌লে—কাজে কাজেই ভূত-পেতনী ছাড়াবার ব্যবস্থা করাই যুক্তিসিদ্ধ,—নয় কি? তাই, ওগো বাবু-বাবুয়ানীরা,—তোমাদের আগে হ'তেই এ মুখপোড়া নোটিস্‌ দিচ্চে, একটু বুঝে সুঝে এগিয়ে এস। তা, হয় তো কেউ কেউ ব'লে ফেলবেন,—"আমাদেরও ও ওষুধ আছে!"

ওগো এ হাবাতে প্রাণখুলে বলে,—তোমাদের সেই ওষুধই ত এটা চায়—নিশ্চিত চায়। কারণ,—তা হ'লেই এই ভাঙ্গা খাঁচা হ'তে প্রাণপাখী পিট্টান দেবে। আর যাবে—ঠিক্‌ঠাক্‌ যাবে—সটান চ'লে যাবে—ও-হো-হো—ছুটে যাবে—বিদেশ ছেড়ে স্বদেশে; যাবে—নিশ্চিত যাবে সেই তাঁর—তাঁর কাছে,—মরি মরি—সেই প্রেমময়ী—চিরশান্তিময়ী—সেই আনন্দময়ী মা—মা—মা জননীর কাছে,—যাবে—হাঁ হাঁ যাবে—ব'সবে মায়ের কোলে,—খাবে—খাবে—সাধ মিটিয়ে খাবে সেই দুদেভরা দুটো মাই! ও-হো-হো—আরো—আরো ব'স্‌বে—তাইত তাইত—সেজেগুজে—আ মরি মরি—কত কি সাজ গোজ্‌ ক'রে—সেই প্রণয়-পয়োধি কাণ্ডারীর বাম পাশে,—শুনবে—সাধ মিটিয়ে শুন্‌বে—প্রাণভ'রে শুন্‌বে তাঁর—তাঁর—সেই প্রেমময়ের, সেই আনন্দময়ের—সুধামাখা বাণী,—হবে—হবে—নিশ্চিত হবে—তৃপ্ত—মহাতৃপ্ত—তাঁর প্রেমালাপ শুনে! ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি—তোমাদের গললগ্ন বস্ত্রে বলি,—তোমরা তোমাদের

ওষুধ এই হতচ্ছাড়াকে দাও—দাও—হরদম দাও—সাধ মিটিয়ে দাও—প্রাণভ'রে দাও,—কিম্বা যাতে প্রাণপাখী এই গু-মুৎ ভরা খাঁচা ছেড়ে পিট্টান দিতে পারে সেই আয়োজন কর! তবে—তবেই জান্‌ব—বুঝ্‌ব—প্রত্যক্ষ ক'র্‌ব,—তোমরা আত্মীয়-আত্মীয়া বটে, যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী শুভাকাঙ্ক্ষিণী বটে! আর তা না হ'লে ব'লবো—নিশ্চিত ব'লবো—গলা খুলে ব'লবো—বুকের কপাট খুলে ব'লবো ও সকলের সমক্ষে ব'লবো,—তোমরা আত্মীয়-আত্মীয়া নও—কখন নও,—বরং তোমরা শত্রু—শত্রু—ঘোর শত্রু—মহাশত্রু!

মানুষ চায়, সব রেখে থুয়ে—তাঁকে। ওগো এ মূর্খটা তোমাদের বলে—প্রাণখুলে বলে,—তাই—তাই চাও, যা পেলে কোন অভাব ও কোন অশান্তি থাকে না। তলার কুড়ান ও গাছের পাড়া এককালে সম্ভব কি গা? ওগো, দু' নৌকায় পা দিয়ে থাক্‌লে ডুব্‌বে—নিশ্চিত ডুব্‌বে! ওগো, বেঘোরে কেন প্রাণটাকে হারাও গা! কেন মিছে সাধ পুষে ও ভাবনা ভেবে কাঁদাও—ও হো-হো চোখের জলে ভাসাও—তাঁকে—তাঁকে—সেই প্রেমময় শ্রীগুরুকে। দেখ—দেখ—আঁখি মেলে দেখ—তোমাদের জন্যে তাঁর কি দশা! দেখ—দেখ—তোমাদের জন্যে তিনি—সেই—সেই তিনি—কি আয়োজন ক'রে ব'সে আছেন!

তা, কেউ কেউ হয় তো ব'ল্‌বেন,—"তা দেখ্‌তে পাই কৈ! আর দেখ্‌তে যদি পেতুম, তাহ'লে কি এই রকম ক'রে ম'জে

ডুবে থাকৃতুম !" ওগো,—'ছানি পড়া' চোখ ও 'ঢ্যাবলা মারা' কাণ নিয়ে দেখ্‌বে কি গা? তিনটে দিন সাধ ও ভাবনাগুলো 'দূর ছাই' ক'রে তাড়িয়ে ও 'আমি আমার' বুলিগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে,—"মা মা" "বাবা বাবা" ক'রে ডাক দেখি! তবে, দেহগুলোকে তাঁর বৈঠকখানা মনে রেখে, যথাসম্ভব ভাল রাখা চাই। তা'হলেই তাঁর প্রেমের আভাস কিছু না কিছু পাবে। আর যদি ততটা না ক'র্‌তে পার, তাহ'লে ধৈর্য্য ধ'রে বুক বেঁধে ও নির্ভর ক'রে ব'সে থাক,—আর প্রাণে প্রাণে তাঁকে 'আনন্দময়-আনন্দময়ী, শান্তিময়-শান্তিময়ী', প্রেমময়-প্রেমময়ী ও সর্ব্ব-দুঃখ-অভাব-হারী-হারিণী 'বাবা' 'মা' ব'লে ডেকো। জেনো,—

কি ক'রলে তাঁর প্রেমের আভাস পাওয়া যায়

দুঃখই সুখের সোপান,
ধৈর্য্যই বল গরীয়ান,
সত্যই সংযম মহান্,
কর্ম্মই শিক্ষক প্রধান।

তবে দিদিমণি আজ আসি।

ও রসরাজ,—কতকটা প্রথম পুরুষে (Third Person এ) ও কতকটা মধ্যম পুরুষে (Second Person এ) লেখবার মতলবটা কি?

চিঠিখানা ভাল ক'রে পড়া না হ'লেও মনে হয়,—এই ক'টা কথা জানবার তোমার সাধ। যদি খুঁজে পাই, তখন পড়া যাবে। এখন ফুরসৎ হ'য়েচে,—'ছাই-বালাই' দিয়ে কাগজখানা ভর্ত্তি করা যা'ক্। তা না হ'লে,—একসময়ে দু'চার কথা শুনতে হবে!

প্রশ্নগুলো এই,—

১। তোমাদের ঐ 'মিহিদানা গোছের' মনটা এই পোড়া মনের দিকে ছুটে আসে কেন?

২। ঐ মনটা এ মনটার কাছে থাক্‌লেই বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকে, আর তা না হ'লে 'ভ্যাদা মেরে' যায়—এর কারণ কি?

৩। 'এমনি দিন কি যাবে তারা?'

দুটো বা দশটা বা হাজারটা মনের, একটা ক্ষমতাশালী মনের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য থাক্‌লে,—হীনতেজা মনগুলো ক্ষমতাশালী মনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

একজনের প্রতি অন্য নর-নারী কেন আকৃষ্ট হয়

মানব-মনকে কাম বিশ্রীভাবে নরম করে, ক্রোধ পশুভাবে গরম করে ও লোভ কদাকারভাবে বক্র করে। এইজন্যে একজন অন্যের ভয়ের কারণ হয়। কিন্তু যিনি আত্মা-রূপী

ইষ্টকে আপনার বাপ, মা বা স্বামী জেনে ও উচ্ছ্বাসগুলোকে বিসর্জ্জন দিয়ে, ইষ্ট-ধ্যানে থাকেন,—তাঁর এইপ্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প ও চেষ্টার দরুণ, **কামের** পরিবর্ত্তে **কমনীয়তা** ও **ক্রোধের** পরিবর্ত্তে **অনুরাগে** হৃদয় পূর্ণ হয়। তা ছাড়া, তাঁর লোভ-সংযমের জন্যে তিনিই লোভনীয় হ'ন। তখন নর-নারী তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

সংযমই মনকে ক্ষমতাশালী করে।

সংযমের লক্ষণ

সংযমের দুটো লক্ষণ যথা,—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক।

বাহ্যিক,—কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অধ্যবসায়, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও যথাসম্ভব মানব-সঙ্গ, ক্রোধ, কুৎসা ও গর্ব্ব বর্জ্জন।

আভ্যন্তরিক,—ভগবচ্চিন্তাকুলতা, বাসনা ও ভাবনা ক্রমশঃ ত্যাগ ও নির্ভরতা।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা কি

দেনাচুক্তি না হ'লে নিস্তার নেই—এই ধারণা যাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়েচে, তিনি মায়া-মোহে আবদ্ধ না হ'য়ে, কর্ম্মক্ষয়-আশে প্রাণ ঢেলে জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম সেধে যান। এই প্রকার ব্যক্তিই প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ। তা ছাড়া বাসনা ও ভাবনার হাত হ'তে তিনি ক্রমশঃ রেহাই পান।

প্রকৃতি-সঙ্গ চিত্তসংযমের সহায়ক

যিনি যে মাত্রায় অবসর মত মানবসঙ্গ বর্জ্জন ক'রে একাকী থাকেন, বা বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ ক'রে বিভুর চিন্তা করেন, তিনি সেই মাত্রায়

কামাদির কম আয়ত্তাধীন হ'ন। যিনি দুঃখগুলোকেই সুখের সোপান বা বিধাতার মঙ্গল-বিধান ব'লে স'হে যান, তিনিই চির-শান্তির ও আনন্দের সুগম পন্থা (Royal road) পান। এই প্রকার মহাত্মারাই বাসনার ও ভাবনার হাত হ'তে রেহাই পেয়ে, কৈবল্য-ধামে উপনীত হ'ন। এই কৈবল্য-ধামের সুখই সুখের চরমাবস্থা, কারণ সেখানে বা সে অবস্থায় কোনও সাধ থাকে না।

ধৈর্য্যই সংযম

অপেক্ষাকৃত সংযমীর কাছে, অসংযমী জীব থাকলেই ও তাঁর উপদেশ পালন ক'রতে সচেষ্ট হ'লেই—শান্তি ও আনন্দরসে সিক্ত হবেই হবে। এইপ্রকার সংযমী জীব যখন সমাজে থাকেন, দশ জনের সঙ্গ করেন, তখন তাঁদের মন রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণে পূরিত থাকে। সাধারণ জীবের মন কিন্তু অতিমাত্রায় তমোগুণে ও অল্পমাত্রায় রজোগুণে পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে যাঁদের মনে কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণ থাকে, তাঁরাই উক্ত সংযমী ব্যক্তির নিকট ধাবিত হ'ন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি অন্য স্থানে চ'লে গেলে, তাঁরা কি যেন কি রকম হ'য়ে যান ও কোন কাজে তাঁদের আঁটা থাকে না; অর্থাৎ জড় মানবের সঙ্গ ক'রে তমোগুণ তাঁদের পেয়ে বসে।

সংযমীর নিকট সংযম শিক্ষা বিধেয়

কথাগুলো বুঝ্‌লে? এখন নিজের নিজের মনের অবস্থা ভেবে দেখ দেখি? কি ক'রচ বা কি ধারায় চ'লচো,— সে বিষয়ে আলোচনা কর দেখি?

উচ্চ আদর্শ সাম্‌নে রেখে ও তাঁকে জ্ঞানময়, প্রেমময় ইত্যাদি ঠিক্‌-ঠাক ঠাউরে ও তাঁকেই শ্রীগুরু বা বাবা-পদে বরণ ক'রে, তাঁর মত হবো—এই সাধ পুষে, উঠে-প'ড়ে জাগতিক ও পারলৌকিক কাজগুলো সাধাই হ'চ্চে—সাধন। তা না ক'রে, খালি মুখের কথায় 'হরি হরি', 'কালী কালী', 'গুরু, গুরু', 'যীশু যীশু', 'আল্লা আল্লা' বা 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' ক'রে বেড়ালে, অনেক জন্ম ধ'রে এই কান্নার বা 'হায় হায়ে'র হাট-বাজারে আস্‌তে যেতে হবেই হবে।

সাধন-রহস্য

'উক্ত গুণ-বিশিষ্ট মহাপুরুষের ঘর-বাড়ী বা লীলাভূমি এই দেহ ও মনটা',—এই ধারণা বদ্ধমূল ক'র্‌লে ও 'এ-তা কাজ ক'রে বা চিন্তায় ও সাধে অভিভূত থেকে তাঁকে তাঁর মন্দির হ'তে তাড়াচ্চি',—এ জ্ঞানটাও রাখ্‌লে, অনেক কুকর্ম্ম হ'তে রক্ষা পাওয়া বিশেষ সম্ভব। কিছুদিন এইভাবে চ'ল্‌লে মনটা আত্মার দিকে মুখ ফেরায়। এই জীব-দেহের ভিতর মনটা কি হালে আছে তবে শোন ঃ—

একটা মটরের কথা ভাব। মটরের দুটো দানা, সেদুটো একটা আবরণের মধ্যে আছে। দুটো দানাই মুখোমুখী ক'রে থাকে ব'লে ও একটা আবরণ দ্বারা রক্ষিত ব'লে, উহা সিক্ত ভূমিতে প'ড়লেই অঙ্কুরিত হ'য়ে ক্রমশঃ বৃক্ষ বা লতার আকার ধারণ করে। সাধারণ জীবের মন কিন্তু দেহের ভিতর নিম্নলিখিত ভাবে আছে ঃ—

'আত্মা' ও মনের অবস্থিতি রহস্য—জড় মন ও চৈতন্য মন

১ম চিত্র



(ক) আত্মা, (খ) চৈতন্যময়ী মন (গ) গরলমুখো মন। চৈতন্যময়ী মন আত্মার দিকে পিছন ফিরে, গরলমুখো মনের দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু থাক্‌বার কথা এই ভাবে ঃ—

২য় চিত্র



চৈতন্যময়ী মন (শ্রীরাধা) গরলমুখো মনের দিকে পিছন ফিরে, আত্মার (শ্রীকৃষ্ণের) দিকে চেয়ে আছে।

উক্তভাবে 'শিব' অর্থাৎ 'বিরাট আত্মা' ও 'কালী' অর্থাৎ 'বিশাল মন' এই বিশ্বে অবস্থিত। 'বিশাল মন' যখনই 'বিরাট আত্মা' হ'তে মুখ ফিরায়ে সৃষ্টির দিকে নজর রাখেন, তখনই মহামারী, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, বিদ্রোহ, সমরানল প্রভৃতি কত কি অস্বাভাবিক ঘটনা জগতে ঘ'টে থাকে।

চৈতন্য বাড়াবার সহজ উপায়

'এমনি ক'রেই কি দিনগুলো যাবে'—এই ভাবনা প্রধান যার, তার দিন কাটতে চায় না। ভাবো,—সচ্চিদানন্দময় তোমাতেই বিরাজিত। তাঁকে ভালবাস্‌তে চেষ্টা কর। ঈর্ষ্যা, কুৎসা, গর্ব্ব, ক্রোধ, লোভ, অসত্য, অধৈর্য্য, আলস্য ও অসন্তোষ বর্জ্জন কর—তা হ'লেই ভালবাসতে পারবে। তা হ'লেই একে একে চৈতন্যময়ের সব গুণগুলো পেয়ে যাবে।

ভাই,—তোমরা এ হাবাতেকে নিজ নিজ সাধ মত সম্বোধন কর, আবার সেই সাধে বাধা পেলে দু'চার কথা শুনাও। সুতরাং, তোমাদের ধারায় চ'লে এ হাবাতে সকলকেই 'ভাই' বা 'মা' ব'লে সম্বোধন ক'রবে; কিন্তু এ হাবাতের এ সাধে যদি বাধা দাও, তা হ'লে উল্‌টে দু-চার কথা শুন্‌বে।

শোন ভাই,—এ অধমকে যখন ক্ষুদ্রাকারে এনেচেন ও ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র, হীন—অতি হীন ক'রে রেখেচেন,—তখন সেই ভাবেই এই এটার দিনগুলোকে কাটান বিধেয় নয় কি? জীবমাত্রই সেই এক বাপ-মা'র সন্তান, সুতরাং পরস্পরকে 'ভাই' বলাই যুক্তিসিদ্ধ।

সকলেই ভাই ভাই

মায়েরা কিন্তু সেই মা'র 'মায়ার ও মোহের' অংশ ব'লে, তাঁদের 'মা' ব'ললেই তবে রক্ষা পাওয়া অনেকটা সম্ভব।

রমণী জননী

ব'ল্‌তে কি ভাই, তোমার চিঠিখানা এ 'ছার-কপালে'র মিষ্টি—বড়ই মিষ্টি লেগেচে; লোকে মাঝে মাঝে এই এটাকে নূতন গুড়ের সন্দেশ, চন্দ্রপুলী বা আমসত্ত্ব পাঠায় বটে, কিন্তু ভাই তোমার চিঠিখানা সেই সব জিনিষের চেয়ে উপাদেয় মনে হ'য়েচে। তমোগুণে পূর্ণ নর-নারী খোসামোদ ক'রে মরে! কিন্তু যাদের 'মন'টাতে রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণের অংশ বেশী, তারা খোসামুদের বৃত্তি ধ'র্‌তে সাধ পুষে না। তা পুষে

কারা খোসামোদ করে না

না বটে,—তবুও ভ্যাদা মেরে যায় জড় নর-নারীর সঙ্গ ক'রে। তাই তাদের সাধ মিট্‌তে দেরি প'ড়ে যায়।

শ্রীভগবান লুকিয়ে আছেন কেন

শ্রীভগবান লুকিয়ে আছেন কেন? এর উত্তরটা যথাসম্ভব কম কথায় দেওয়া যাক্। মনে থাকে যেন যে উত্তরটা এই এটার নয়,—এটা **যাঁর তাঁরই**।

ভগবানের দুই রূপ

'ভগবান্' বা 'ব্রহ্ম' ব'ল্‌লেই লোকে তাঁকে 'চৈতন্যময়' অর্থাৎ 'জ্ঞানময়' 'প্রেমময়' 'শান্তিময়' ইত্যাদি যা কিছু চৈতন্যগুণ-সম্পন্ন বুঝে। কিন্তু এ মুখ টাকে বুঝায়েচেন যে, **তিনি** 'জড়-মিশ্রিত চৈতন্য' ও 'খাঁটী চৈতন্য' এই দু'ভাবেই এ বিশ্বে ব্যাপ্ত। সুতরাং, **তিনিই সব**। মানুষ জড়-মিশ্রিত চৈতন্য ব'লে ও সমানে সমানে মিশ খাবার ধারা আছে ব'লে,—নর-নারী জড়-মিশ্রিত চৈতন্য নিয়ে র'য়েচে। তা মানুষ যে যেমন অবস্থায় র'য়েচে, সে তেমনি 'ভগবান' নিয়ে ঘর ক'র্‌চে। বলি হ্যাঁগা বাবু—বাবু-য়ানীরা,—কথাটা অযথা হ'ল কি? এই কথাটা যদি তলিয়ে বুঝ ও তাই বুঝে যদি একটু সাম্‌লে চল,—তা হ'লেই 'মানুষ পশু' হ'তে 'মানুষ সাধু', 'মানুষ দেবতা' ও 'মানুষ অবতার' পর্য্যন্ত হ'তে পার। তা বাপু, জড়-মিশ্রিত চৈতন্যে তোমার যখন

যে যেমন চায় সে তেমন পায়

এত প্রীতি, তখন জড়-মিশ্রিত চৈতন্য ভগবান—পীরিত কাটাতে দেবে কেন? তবে যখন এই রকম ভগবানের সঙ্গে পীরিত

চ'টে যাবে, আর খাঁটি 'চৈতন্যে'র জন্যে 'চৈতন্য'কে চাইবে,—শ্রীচৈতন্য তখন পীরিত ক'র্‌তে ছুটে আসবেনই আসবেন। তা হ'লেই বুঝ্‌লে,—**মানুষ কোন অবস্থাতেই ভগবান-ছাড়া নয়,** খালি ধরণ-করণে যা-কিছু তারতম্য। ওগো মহাশয়-মহাশয়ারা,—বলি তাই নয় কি? তা হ'লে বুঝ্‌লে যে,—'তুই যেমন সুরূপা, তোর বর মিলেচে ন্যাংটা খ্যাপা'! ওগো,—তোমরা কাণা-কাণীকে স্বামী-স্ত্রী সেজে ক'ল্‌কাতার রাস্তায় ফিরতে দেখনি কি? নর-নারীও তাই—তাই!

ভগবৎ-কৃপার অধিকারী কে

কথা হ'চ্চে, মানুষ 'জড়প্রধান ভগবান'কে নিয়ে তেমন মজা উড়াতে পার্‌চে না ব'লে, এখন চায় এমন 'ভগবান'কে—যাকে পেয়ে 'হরদম্ তাজা' থাক্‌তে পারে। এখন জিজ্ঞেস করি,—গোড়া কেটে আগায় জল দিলে কি কখন গাছ বাঁচে গা? তা যখন সম্ভব নয়, তখন 'কয়েদী'দের তাঁর বিধানেই চ'ল্‌তে হবে। যে কয়েদীরা নাক-মুখ না সিঁটকে, হুকুম তামিল ক'র্‌চি ভেবে, যার যা কাজগুলো প্রাণ ঢেলে সেধে যাবে, তারাই তাঁর কৃপা পাবেই পাবে। এ অবস্থায় যাদের সঙ্গে আছ, তাদেরই 'ভগবান' ব'লে সেবা কর বা 'তাঁর কাজ সাধ্‌চি'—এই জ্ঞানটা টন্‌টনে ক'রে রাখ,—তা হ'লেই সেই শ্রীচৈতন্যই দিনের দিন এগিয়ে এসে ধরা দেবেন। তা হ'লেই দেখা শোনা—সব সাধ মিটবেই মিটবে।

মানুষ জড়দেহের উপর নজর রেখে রেখে জড়ত্ব পাচ্চে। তা, যখন জড়ে খাঁটি সুখ নেই, আর খাঁটি সুখের জন্যে জীব প্রয়াসী, তখন খাঁটি সুখের জিনিসটাকে প্রাণ খুলে চাও। একা 'মনের'ই জন্যে ত মানুষ লাট খেয়ে যাচ্চে? এখন কিছুদিন খাঁটি সুখের সামগ্রীর গুণ-গুলো ভাব দেখি। চাও,—আনন্দ, জ্ঞান, শান্তি, প্রেম ও শক্তি। আর তোমার দেহ, মন ও প্রাণ—সেই আনন্দময়ের বা শান্তিময়ের, ইত্যাদি দিনকতক ভাব দেখি? তা হ'লেই বুঝ্‌বে—জান্‌বে—প্রত্যক্ষ ক'র্‌বে,—তুমি বা তোমরা দিনের দিন গুণবান্ গুণবতী হ'য়ে প'ড়চো কি না।

গুণ ভাবলে গুণী হওয়া যায়

ছেলে-মেয়েকে সাজাবার ভার মা-বাপেরই। তা হ'লে 'বাবা' 'মা' ব'লে নিশ্চিন্ত থাক না,—আর ভাবনা বাসনা-গুলোকে দিনের দিন তাড়ায়ে, মনে মনে উক্ত গুণ-গুলো ভাব না? বাপ-মা'র উপর নির্ভর ক'রবো না বা তাঁদের আদিষ্ট বার্ত্তাও শুনে চ'ল্‌ব না—অথচ মজা লুটবো! মানুষ এইজন্যেই কি মজাদার নয়?

একদল যেমন চৈতন্যময়কে পাবার জন্যে এ মূর্খের কাছে কত রকমের আবেদন ক'র্‌চেন, আর একদল,—যাদের সংখ্যা বেশী, তেমনি এ হাবাতেকে জড় যা-কিছুর জন্যে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেচে। এই শেষ দলের লোকেরা অনেকেই শ্রীমূর্ত্তি-গুলো নিয়ে ক'ল্‌কাতার বাড়ীতে দেখা দেন। জেনো,—এরা

আত্মীয়-আত্মীয়া সেজে এ হাবাতের সঙ্গে সঙ্গে দশজনকে দহে মজাচ্ছেন! ব্যাপারগুলো জান্‌লে মনে হয়,—তোমাদের মধ্যে অনেকেই চোখের জলে ভাস্‌তে!

শ্রীভগবান লুকিয়ে আছেন—উৎকর্ষ সাধনের জন্যে

জেনো, ভাল জেনো,—যাঁরা প্রাণে প্রাণে **তাঁকেই** চান, তাঁদের 'যুবরাজ' বা 'প্রণয়িনী' পদে বরিত বরিতা করবার জন্যেই শ্রীগুরু লুকিয়ে আছেন। **লুকিয়ে থাকবার কারণ,—উৎকর্ষ-সাধন**। আর এক কথা,—গোপন প্রণয় অতীব মধুময় নয় কি? পরীক্ষাই উৎকর্ষ-সাধনের বিধান। তবে উচ্ছ্বাসের বা অধীরতার জন্যে তাঁদের সুদিনটা এসেও আস্‌চে না। তাই তাঁদের চোখের জল দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও 'হায় হায়' গুলো শুন্‌তে শুন্‌তে দিন কাটাতে হ'চ্চে। তা মঙ্গলময় মঙ্গলময়ী বাবা-মা'র ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। আমরা ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর জীব তাঁর বিধান কি বুঝ্‌বো! তাই বলি,—

১। দুঃখই সুখের সোপান,
ধৈর্য্যই বল গরীয়ান,
সত্যই সংযম মহান্‌,
কর্ম্মই শিক্ষক প্রধান।

২। জড় ভাবলেই জড় হ'য়ে যায়, কিন্তু গুণগুলো ভাবলেই গুণবান্‌ গুণবতী হওয়া বিশেষ সম্ভব।

৩। ইহজীবনের কথা আলোচনা না ক'রে, উক্ত গুণ-গুলো ভাবলে,—পূর্ব্ব ও ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

ওগো নিশ্চিন্ত থাক। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—আপনার 'সাদর উপহার' ('জীবনী-শক্তি') যথাসময়ে এসে গেছে। বইখানির পাঠ সাঙ্গ ক'রে, ছেলেদের জন্যে ক'ল্‌কাতায় পাঠানও হ'য়েচে। যাতে ছেলেরা ও আরো দশজনে পড়ে, সেজন্যে, এ মূর্খের বিবেচনায় সাধারণের যা জানা আবশ্যক, সেই বিষয়ে 'নোট' করাও হ'য়েচে।

বইখানি অতি সুখপাঠ্য হ'য়েচে; কারণ, এ-তা বই হ'তে দু'দশ লাইন উদ্ধৃত না ক'রে, ইহজীবনে আপনি যা কিছু দেখেচেন ও শিখেচেন সেইগুলিই সরল ভাষায় লিখেচেন। আবার যে যে ঘটনাবলীর উল্লেখ ক'রেচেন, সেগুলি অতীব উপাদেয় ও সারগর্ভ ব'লে এ অধমের মনে হয়।

এ মূর্খের বই পড়া রোগটা বড়ই কম; কারণ, বিরাট প্রকৃতির সঙ্গ ক'রে, তাঁর বিশাল পুস্তক পাঠে—এ মূর্খ বিশেষ লোলুপ। তাই, এ অধম এককালে অর্থলোলুপ ও ইহজগতের সুখাকাঙ্ক্ষী জীবের সঙ্গ ক'রতে বিশেষ বীতস্পৃহ ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় বা সুকৌশলে এ মূর্খের হৃদয়ের সংকীর্ণতা কতকটা অর্থাৎ আংশিক পরিমাণে ক'মেচে। তবে তাও মান্‌তে হবে যে, খবরের কাগজের ঘটনাবলীর বা নিজ নিজ পুরুষকারের বা বই-পড়া বিদ্যার আবৃত্তি হ'লেই, এ কিম্ভূত-কিমাকার জীবটা সে স্থান হ'তে এখনও পিট্টান দেয়! আপনার 'জীবনী-শক্তি'তে উক্ত দোষগুলি নেই ব'লেই, বইখানি বড় মিষ্ট লেগেচে।

মনে হয়, 'জীবনী-শক্তি'র সারাংশগুলি এই,—

১। দৈনিক যার যা কাজগুলি রীতি (Routine) বেঁধে সাধা চাই। যাঁরা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনে খ্যাতনামা হ'য়েচেন, তাঁদের সম্ভবতঃ সকলের এই রীতি ছিল।

২। ভ্রমণই উচ্চতম ব্যায়াম; তবে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ভ্রমণ বিধেয়। অতিমাত্রায় ভ্রমণ কিন্তু অবিধেয়।

৩। স্নান নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যকর, তবে অধিকক্ষণ জলে থাকা বা অযথা সাবান ব্যবহার করা অবিধেয়। তৈলমর্দ্দন বিশেষ উপকারী; গাত্রে খাঁটি সরিষার তৈল ও মস্তকে অবস্থাভেদে অন্যান্য তৈল ব্যবহার করা আবশ্যক।

৪। প্রত্যহ ঠিক সময়ে আহার বিধেয়। কিন্তু স্নানের পরই আহার করা অকর্ত্তব্য। আর আহারের পর বিশ্রাম করা বিধি-সম্মত। তা ছাড়া আহার সম্বন্ধে বিশেষতঃ রাত্রি-কালীন আহারে, সংযত হওয়া নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ। অর্থাৎ, যা সহজে হজম হয়, সেই সেই সামগ্রী খাওয়া উচিত। মনে হয়, রাত দশটার মধ্যে আহার করা বিধেয়।

৫। নিশা-জাগরণ নিতান্ত অবিধিকর। দশটার মধ্যে শয্যা-গ্রহণ ও পাঁচটার মধ্যে শয্যা-ত্যাগ বিধেয়।

৬। অযথা ঔষধ সেবন অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৭। অযথা চিন্তাকুলতা নিতান্ত বর্জ্জনীয়।

৮। বায়ু-পরিবর্ত্তন মধ্যে মধ্যে আবশ্যক।

এ অধমের বিশ্বাস যে, স্বাস্থ্যভঙ্গই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান

বিপদ বা সমূহ জঞ্জাল। মনকে উন্নত ক'রে, দিনের দিন আত্মায় পরিণত করা যখন মানব জন্মের প্রকৃত কর্ম্ম ও ধর্ম্ম, ও দেহ-যন্ত্র দ্বারা যখন এই কাজ সাধতে হবে,—তখন যন্ত্রটার জন্যে যদি মনটা সদাই ব্যস্ত থাকে, তা হ'লে মানুষ অন্য কার্য্য সাধন ক'রবে কি উপায়ে? চৈতন্যই জগতের কার্য্য-কারিণী শক্তি। জীব জাগতিক বা বৈষয়িক কাজ সাধতে গিয়ে ও চৈতন্য-শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কাজ না সেধে, অহরহঃ পূর্ব্বসঞ্চিত চৈতন্যশক্তির অপচয় ক'রচে। সুতরাং সেই শক্তি অর্জ্জন করা মানুষের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব'লতে কি, কোন্ সহজসাধ্য বিধানে চ'লে অথচ যার যা কাজগুলো সেধে, মানুষ সেই শক্তি অর্জ্জন ক'রতে পারে,—সে কথা পুস্তিকাখানিতে পেলুম না। তা হয়ত ব'লবেন যে,—'আদার ব্যাপারী, জাহাজের খপর কি ক'রে রাখবো'! যদি মহাশয়ের সঙ্গে বিধাতা আবার দেখা করিয়ে দেন, তা হ'লে এই সম্বন্ধে ও 'মৃত্যু' সম্বন্ধে দু'চারটী কথা শ্রীচরণে জ্ঞাপন কর'বার সাধ র'ইল। আপনার অমূল্য উপহারের জন্যে, এ অধমের শ্রীগুরুর ও আপনার শ্রীচরণে প্রণাম—বিনীত প্রণাম।

স্বাস্থ্যভঙ্গই সর্ব্বপ্রধান বিপদ

এ অধমের 'কেমন আছেন' বা 'ভাল আছি'—এসব কথা লেখা অভ্যাস নাই।

মা,—সাধ হয় তোদের ছবিগুলো এ পোড়া মন-প্রাণ হ'তে, অন্ততঃ ইহলোকে যে ক'টা দিন থাকৃতে হ'বে,—যাক্,—যাক্—মুছে যাক্। কিন্তু ব'লতে কি মা, কি যে প্রাণের ধারা,—একলা থাকৃলেই তোদের 'মাটী-জলের খোল-গুলো' এই হাবাতের মানস-চক্ষুর সাম্‌নে ভাসে—খুব ভাসে! শুধু ভাসা নয়—কারুর কারুর প্রাণের ছবিগুলো দেখে সাধ হয়,—ডাক ছেড়ে কাঁদি! যে যার কর্ম্ম নিয়ে এসেচে ও যাবে, তাতে আবার এ হাবাতেকে জড়ান কেন,—এই ভেবে অনেক সময় এ 'ছার-কপালের' পূর্ব্ব কর্ম্মগুলোকে ধিক্কার—ক'সে ধিক্কার দিতেও সাধ হয়! পরিশেষে, "তাঁর" মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হ'ক' ভেবে চুপ্‌চাপ্ থাকৃতে হয়।

মাগো,—আগে বলায়েছেন—আবার বলাচ্চেন যে, তোরা এক একজন দেব দেবী। তবে যার যে কাজগুলো ঠিক্‌ঠাক্ সাধ্‌তে পারচিস্‌নে ব'লে,—'হায় হায়' ক'র্‌চিস্ ও ক'রবি। তোদের কারুর কারুর নীরব কান্না বা মুখ বুজে জ্বালা-যন্ত্রণা স'হে যাওয়া ভাবের জন্যে—তাঁকে চিন্তাকুল ক'রেচে। কিন্তু, তোর আভ্যন্তরিক বিদ্রোহিতার জন্যে তাঁকে আরো চিন্তান্বিত হ'তে হ'য়েচে। ওমা, তোর এ হাবাতে ছেলে পায়ে ধ'রে বলে,—পোড়া মনটাকে আরো **নির্ভরতা মন্ত্রটা** পড়া। তা হ'লেই নেয়ে ধুয়ে উঠ্‌বি।

আর একটা কথা তোরা ক'জনেই রাখিস্। মানুষ এই ছার দেহগুলোর উপর নজর রেখে—মায়া-মোহে জ'ড়িয়ে প'ড়চে। তাই—এক পা এগিয়ে দশ পা পেছুচ্চে।

মূর্ত্তি ছেড়ে বর্ণ ও গুণের ধারণা করার সুফল

কিন্তু রূপ বা 'খোল গুলো'র উপর নজর রাখা বন্ধ ক'রে, যদি গুণ ও রঙের উপর নজর রাখে, তাহ'লে মানুষ নিশ্চিত গুণবান্ গুণবতী ও শক্তিমান্ শক্তিময়ী হ'য়ে প'ড়বে। তখন অগুণের সপ্তরথী মিলেও তাদের ব্যূহ ভেদ ক'রতে পারবে না, বরং তাদের সংযম—সুমেরুবৎ অভেদ্য মানব-হৃদয়কে শত-সহস্র-ধারে ভেদ ক'রবেই ক'রবে। এই ভাবে সাধন ক'রলে, নর-নারীর মন দিনের দিন সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতর হ'তে সূক্ষ্মতম হ'য়ে—চৈতন্যময় চৈতন্যময়ী হ'বেই হ'বে। জলের ঢেউ যেমন জলের বক্ষে নৃত্য করে, শিশু যেমন বাপ-মা'র বক্ষে লাফিয়ে বেড়ায়, প্রণয়িনী যেমন প্রিয়তমের গরবে গরবিণী হয় ও 'বিশাল মন' (কালী) যেমন 'বিরাট আত্মার' (শিবের) বক্ষের উপর নেচে বেড়াচ্চে, নর-নারীও তেমনি চৈতন্যময় চৈতন্যময়ী মনের জন্যে,—কেহ বা 'শিশু-ভাবে' জগজ্জননীর বা জগৎ-পিতার কোলে উঠবে, আর কেহ বা 'প্রণয়িনী-ভাবে' শ্রীরাধা সেজে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। তখন,—কেহ বা কার্ত্তিক-গণেশের মত খ্যাত-নামা হ'বেন ও কেহ বা সোহাগিনী হ'য়ে শ্রীজগন্নাথকে 'রাধা রাধা' বুলি সার করাবেন। তবে মা, জানিস্—ভাল জানিস্,—যাঁরা নিজের নিজের দুদিনের সুখগুলোকে তুচ্ছ, হেয় বা 'গু-মুৎ'

ঠাউরে, প্রাণে প্রাণে—অর্থাৎ বাহ্যিক ভাবে নয়—জগতের কল্যাণ-কামনা দিনের দিন প্রাতঃ-সন্ধ্যা সাধ্‌বেন, তাঁরা—তাঁরাই—মজা লুটবেন—লুটবেন—নিশ্চিত লুটবেন।

পূর্ণ বিকাশের অন্তরায়

মাগো, এ পোড়া প্রাণের সাধ—ঠিক্ ঠাক্ প্রাণের ক্ষিদে,—শত্রু বা মিত্র হ'ক, ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হ'ক্ আর সাধু বা অসাধু হ'ক,—সকলেই এই ধনে ধনী হয়। কিন্তু মা, ছার-কপালে মানুষের কর্ম্মের জন্যে এ আধারটা পূর্ণ হ'য়েও হ'চ্চে না! একদল যেমন 'তাঁকে' জান্‌বার-চিনবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত, অন্যদল—যারা সংখ্যায় বেশী—নানা বৈষয়িক ও জাগতিক চিন্তায় এ হতচ্ছাড়াকে ডুবাতে মজাতে উঠে প'ড়ে লেগে গেছে। কত রকমের যে আবেদন ছুটে ছুটে আস্‌চে, সেগুলো যদি থাক্‌তো ও দেখ্‌তিস্, তা হ'লে মনে হয় তুইও কেঁদে ভাসাতিস্! আর এই ব'লে নোনাজল ফেল্‌তিস্ যে,—এ হতচ্ছাড়াকেও এত পরীক্ষা! এতেও যে এ হাবাতের মাথা ঠিক্ রেখেচেন—সেটা নিশ্চিত তাঁর দয়ার পরিচয়। আচ্ছা মা

সাধক-সাধিকা কেন বিশিষ্ট ভাবে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হ'তে পাচ্চেন না

জিজ্ঞেস্ করি,—একখানা মালগাড়ীকে যদি দুধার হ'তে দুখানা 'এন্‌জিনে' টানাটানি করে, তাহ'লে সেটা কি এগুতে বা পেছুতে পারে? তাই মা, এ 'ছার-কপালের' সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'চারশ' নর-নারী প্রায় সম অবস্থাতেই র'য়ে গেছে। তাই মা, তাদের প্রাণে নিরাশার মেঘ দেখা দিচ্চে! তাই মা, তারা 'ডুব্‌লুম—ম'লুম' ক'রে

আর্ত্তনাদ ক'র্‌চে! তাই মা, তারা সেই জগজ্জননীর বা জগন্নাথের সম্বন্ধে কত কি অনুযোগ অভিযোগ ক'র্‌চে! তাই মা, তারা 'ধর্ম্ম টর্ম্ম নেই' ব'লে—কত-কথা প্রাণের ভিতর তোলা-পাড়া ক'রচে।

ওমা,—আস্‌চে—আস্‌চে—ছুটে ছুটে আস্‌চে—চার'দিক হ'তে এই সব ছবি—এই বীভৎস ছবিগুলো! ওমা,—বিধ্‌চে—শেলসম বিঁধ্‌চে—তাদের 'হায় হায়ের' ধ্বনিগুলো! ওমা, হান্‌চে—অশনিসম হান্‌চে—এই পোড়া বুকে তাদের মর্ম্মবেদনা-গুলো! ওমা,—জ্ব'ল্‌চে—তুষের অনল সম—এই দগ্ধ প্রাণে তাদের জ্বালাগুলো!

থাক্—ছার কথায়! এ ছার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এইখানেই থাক্! এ পোড়া মন, দেহ ও প্রাণ পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করুক্—ভাল ক'রে করুক!

ওমা,—এইটা জেনে রাখ যে, এ জগতের আত্মীয় আত্মীয়ারা বা যারা তোদের নুন খাচ্চে, তারাই কত কি কথা ব'লে আর কত কি পরামর্শ দিয়ে, তোদের চিরশান্তি, চিরসুখ ও চির আনন্দের পথে কাঁটা দিচ্চে! মাগো, ধৈর্য্য ধ'রে ও 'তাঁর' মঙ্গলেচ্ছায় নির্ভর ক'রে থাক্,—দেখ্‌বি—দেখ্‌বি—নিশ্চিত দেখ্‌বি যে, এ কথাটা ইহজগতের লোকের নয়—নয়—কখনই নয়। এ দেহ হ'তে প্রাণপাখী উড়ে গেলেই, এ কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ ক'র্‌বি—ক'র্‌বি—নিশ্চিত ক'র্‌বি। তাই মা, তোদের

আত্মীয়-স্বজনই সে পথের কাঁটা

পায়ে ধ'রে বলি—সেধে কেঁদে বলি—এ অভিনব শিক্ষার কথা যে যার প্রাণে গেঁথে রেখে দিস্; কিন্তু ব'লে ফেল্‌লে বা কোন-ভাবে প্রকাশ ক'রলে, 'উল্‌টো শ্রী' হবে—নিশ্চিত হবে। তাদের পরামর্শগুলো শুন্‌বি ও একটু মুচ্‌কে হাস্‌বি, তা'হলেই জিত্‌বি! তাহ'লেই একদিন দেখ্‌বি বা শুন্‌বি যে, তারা—তারাই নিজের নিজের গরলের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌চে! ওমা সে গরল তারা গিল্‌তেও পার্‌বে না, উগ্‌রোতেও পারবে না—পারবে না—কখন পারবে না! ওমা, দু'দশটা পাশ-করা অমুক তমুক লোক-গুলোর এ খেলা নয়! ওমা **তাঁর**—তাঁর—তাঁরই এসব লীলা! তাই বলি মা,—**নির্ভর**—

নির্ভর মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে হবে

নির্ভর—নির্ভর কর ও সব সাধ, সব ভাবনা ও সব জ্বালা **তাঁর** শ্রীপাদপদ্মে ফেলে দে। তাঁকে যখন জানিয়েচিস্, আর তিনি যখন সর্ব্বজ্ঞ পিতা, মাতা, গুরু ও প্রাণবল্লভ, তখন তোদের দায়িত্ব শুধু তাঁকে জানান টুকু; তারপর নির্ভর ক'রলেই ও ধৈর্য্য ধ'রলেই, **তাঁকে** বাকি কাজ সাধ্‌তে হবেই হবে। আর তিনি যে সাধবেন—নিশ্চিত সাধ্‌বেন—হৃষ্টচিত্তে সাধ্‌বেন,—এ কথা আজ তিন দিন হ'ল এ হাবাতেকে ব'লেচেন। তাই এ হাবাতে ছেলে বলে মা,—মুখ বুজে যা বা নির্ভর কর; তবে—তবেই ইহজীবনে জিত—জিত—নিশ্চিত জিত।

মা,—অনেক দিন পরে তোর চিঠি পেলুম। ওরে হাবাতি,—কুঁতিয়ে লেখা চিঠি প'ড়ে এ পোড়া প্রাণের সুখ হয় না। মনে হয় তুই যদি **তাঁর** নামে ম'জে ডুবে থাক্‌তিস্ বা তাঁর ভাবনা তোর প্রাণে জেগে থাক্‌তো, তা হ'লে তোর কত রকমের 'আহা মরি' গোছের লেখা বেরুতো,—তা হ'লে লিখ্‌তে লিখ্‌তে তুইও চোখের জলে ভাসতিস্, আর যারা সেই লেখা প'ড়তো তারাও কি যেন কিরকম হ'য়ে যেত! শোন্ মা, সেই 'ছুঁচোবেটীর' চিঠিগুলো যারা পড়ে, তারা তখন এই রাজ্য ছেড়ে, সেই—সেই রাজ্যে চ'লে যায়, যে রাজ্যে খালি হাসি-খুসির মেলা বা আনন্দের হাট বাজার! ওমা, যথার্থ ব'লৃচি,—এ পোড়া মন যদি কখন সেই স্বদেশের কথা ভুলে থাকে, তার চিঠিখানা প'ড়লে অম্‌নি এ প্রবাসবাস ছেড়ে সেই রাজ্যে ছুটে যেতে সাধ পোষে! ওমা, এ প্রবাস-বাসের লাভ—মাত্র চোখের জল বা 'হায় হায়' নিয়ে জেল খাটা! কিন্তু মা, সেখানে—ঐ সে রাজ্যে—আছে—নিশ্চিত আছে—চির-বসন্তের হিল্লোল, শত-সহস্র শরৎশশীর প্রাণহারি ও সর্ব্ব-তাপ-নিবারণ-কারি কিরণজাল ও হরবোলা পাখীর মধুর—চির-মধুর কূজন! ওমা, তার সঙ্গে সঙ্গে আছে—ঠিক্‌ঠাক্ আছে—**তাঁর**—সেই **তাঁর**—প্রাণ-ঢালা-ঢালি কার-বার। ওমা, সে কে—কে—জানিস্? ওরে,—সেই—সেই জন তুই যাঁর নাম ক'রিস্। তা ক'রিস্ বটে, কিন্তু কেবল মুখের

'স্বদেশের' কথা

কথায়! তাই—তাই তাঁর প্রেমের আস্বাদ পেলি না! ওমা, কি ধন তুই পেয়েচিস্, সে জ্ঞান যদি তোর থাক্‌তো, তাহ'লে অমুক-তমুক দেখ্‌বার সাধ পুষ্‌তিস্ না। ওমা, তিনি ছাড়া কি শ্রীনাথ বা বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বেশ্বরী?

ভক্তাধীন ভগবান

শোন্, মন দিয়ে শোন্—ওরে ছারকপালী! সেই নাম ক'রে যাঁকে ডাক্‌বি,—সেই দৌড়ে তোর কাছে একদিন আস্‌বে—নিশ্চিত আস্‌বে। তবে চাই—চাই—প্রাণ ঢেলে এই কথার উপর বিশ্বাস।

প্রাণে বোধন বসাবার উপায়

চাই—চাই—**তাঁর** জন্যে তাঁকে ডাকা। চাই—চাই—সব সাধ, সব ভাবনা ও সব জ্বালা **তাঁর** পাদপদ্মে ফেলে দেওয়া। চাই—চাই—তাঁকে আপনার—বড় আপনার—হাঁ হাঁ নিজস্ব জেনে—তাঁর প্রেম-ময়, জ্ঞানময়, শান্তিময়, আনন্দময় ও শক্তিময় গুণগুলো হরদম্ ভাবা। চাই—চাই—তাঁর সাদা, হ'ল্‌দে বা সিঁদুরের মত লাল টকটকে রংটাকে—থেকে থেকে প্রাণে জাগান। চাই—চাই—তাঁর কাজ ক'র্‌চি ভেবে, যার যা জাগতিক ও পারলৌকিক কাজগুলো দেনা-চুক্তি হিসাবে প্রাণ ঢেলে সাধা। তাহ'লেই **বোধন** ব'সে যাবে, তাহ'লেই **শান্তিজল** উথলে প'ড়বে, তাহ'লেই **ভক্তি-ধূনার**-গন্ধে চারিদিক আমোদিত হবে,—তাহ'লেই **জ্ঞান-প্রদীপ** জ্ব'লে উঠ্‌বে! তাহ'লে **তাঁর** 'প্রাণ-বদলের হার' পাবি। আরো পাবি,—'জ্ঞানের অনন্ত', 'প্রেমের বসন' প্রভৃতি কত রকমের গহনা ও সাজ!

তোদের কতবার বলায়েছেন ও আবার বলাচ্ছেন,—ওরে, মন-মরা ভাবগুলো ছেঁটে বাদ দে ও এর-তার কথা-গুলো প্রাণে গাঁথিস্‌নে। ক'রবি—ক'রবি—ছবিখানাকে ধ্যান-জ্ঞান। তার মানে ছবিকে নিজের আত্মা, মন, গুরু, স্বামী ইত্যাদি ঠাউরাবি। যাবি—যাবি—ন'ড়ে-চ'ড়ে ছবিখানার কাছে। কিন্তু জানাবি না—কখন না—তাঁকে তোর প্রাণের জ্বালা বা কোন সাধ। শুধুই **ভালবাসার খাতিরে ভালবাসবি ও নাম ক'র্‌বি।** তবে সাবধান—সাবধান—মা, তাঁর চেহারা প্রাণে জাগাস্‌ নে,—জা'গিয়ে রাখ্‌বি শুধু গুণগুলো; কখন 'প্রেম'টা, কখন 'জ্ঞান'টা, কখন 'আনন্দ'টা আর কখন 'শান্তি'টা। তাহ'লেই কামের হাত হ'তে রেহাই পাবি। কিন্তু চেহারা ভাবলেই, জাগ্রতে না হ'ক স্বপ্নে, জন্মজন্মান্তরের কু বা জড়প্রধান কাজগুলো প্রাণে গজ্‌গজিয়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে।

বিধি ও নিষেধ

আর এক কথা শোন্‌,—তাঁকে দেখ্‌বার বা তাঁর কথা শোন্‌বার সাধ কখনও পুষিস্‌ নে। সে সাধ পুষলেই উচ্ছ্বাস ও অধৈর্য্য প্রাণে জেগে উঠে, মানসিক তুলাদণ্ডকে ওলট-পালট ক'রে দেবে; সুতরাং জাগতিক কর্ত্তব্যগুলো সাধা হ'বে না। তাহ'লে কর্ম্মক্ষয় না হওয়ার জন্যে, আবার এই মায়া-মোহের রাজ্যে আস্‌তে হ'বে।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—মানুষ না জেনে ও না বুঝে 'টপ্' ক'রে যা-তা কথা ব'লে ফেলে, আর এই 'বিতিকিচ্ছি' স্বভাবের দরুণ, অনেক সময়ে নাকের ও চোখের জলে ভাসে।

তোর ধারণা,—তুই জাগতিক সুখের আশা পুষিস্ না। তাই কতকটা দম্ভ ক'রে ব'লে ফেলেচিস্ যে, তুই যদি সেই সাধ পুষে থাকিস্—তাহ'লে যেন শাস্তি পাস্। ওমা, একে তাকে তোর শাস্তিবিধান ক'রতে হবে কেন,—তুই নিজের মনের জন্যে নিজেই শাস্তি পাচ্চিস্!

মাগো,—এতদিন ধ'রে কত লোককেই দেখালেন। কিন্তু মা ব'লতে কি, এমন লোক দেখান নি যে জন এ ধরার সুখ চা'ন না। ওমা,—যাঁরা এ জগতের সুখ-আশা প্রাণ হ'তে মুছে ফেলেন, তাঁদের দরজায় শ্রীভগবান গরু ছাগলের মত বাঁধা থাকেন বা দরোয়ান সেজে তাঁদের আদেশ পালন করেন। জেনে রাখ মা, সেই সেই জীব মানুষ-আকার ধ'রে থাক্‌লেও তাঁরা ছদ্মবেশধারী দেব-দেবী। কেন তাঁরা দেব-দেবী, সে কথাটা তবে শোন্ঃ—

কামনাশূন্য মানুষ দুর্লভ

মানুষ যেগুলো নিয়ে আছে ও চায়, সেগুলোতে জড়ের মাত্রা বেশী। আর আদত ভগবান চৈতন্যময়। চৈতন্যময় মানে—জ্ঞানময়, প্রেমময়, শান্তিময়, আনন্দময় ও শক্তিময়। জড় ও চৈতন্য নিয়ে জগতের খেলা। যেমন নিশি গেলেই

খাঁটি চৈতন্য ও জড়-মিশ্রিত চৈতন্য

দিবা হয় বা অন্ধকারের পর আলো হয়, তেমনি জড় ছাড়লেই চৈতন্য এসে যায়। খাঁটি চৈতন্যে ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, কুৎসা, দম্ভ, আলস্য, অসত্য, অধৈর্য্য, অভাব, অশান্তি, 'হায় হায়' বা মন-মরাভাব, 'আমি তুমি' বা মায়া-মোহ নেই ; আছে কিন্তু—চির-সুখ, চির-শান্তি, চির-আনন্দ ও চির-জীবন। জড়মিশ্রিত চৈতন্যে বেশীমাত্রায় অগুণ আছে। খাঁটি চৈতন্যকে আত্মা বা ভগবান বলে। জড় মেশান চৈতন্যকে মন বা মানুষ বলে। মানুষের কাজ 'মন'কে আত্মা করা। মন 'আত্মা' হয় এই এই গুণের দৌলতে :—

কোন কোন গুণ থাকলে 'মন' 'আত্মা' হয়

১। এ জগতের ভাবনা ও বাসনা বর্জ্জন করা।

২। সত্য কথা বলা।

৩। কারুর কথায় না থাকা—অর্থাৎ ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ও কুৎসাকে বর্জ্জন করা।

৪। দুঃখগুলোকে সুখের কারণ মনে করা।

৫। যার যা কাজ প্রাণ ঢেলে ও হাসিমুখে সাধা।

৬। দেহ, মন ও সংসার ইষ্টের—এই ধারণা রাখা, অর্থাৎ একখানি আদর্শ পুরুষের ছবিকে আপনার 'আত্মা' ও 'মন' ঠাউরে, জাগতিক ও পারলৌকিক কাজ সাধা।

৭। 'আমি' 'আমার' বুলিগুলো যথাসম্ভব জলাঞ্জলি দেওয়া।

৮। নিজ নিজ দেহগুলোকে তাঁর বৈঠকখানা ভেবে যত্ন করা।

৯। একজন আদর্শ পুরুষকে বা রমণীকে 'বাবা' 'মা' বা 'প্রাণবল্লভ' জেনে,—তাঁর গুণগুলো ভাবা ও লাল, সাদা বা হ'লদে রংটা দেহের মধ্যে আছে—এই ধারণা করা।

১০। 'তাঁরই ছেলে, মেয়ে বা প্রণয়িনী হব'—ব'লে উঠে-প'ড়ে লাগা।

মাগো, উচ্ছ্বাস বা অধৈর্য্য বর্জ্জন ক'রে, যার যা কাজগুলো প্রাণ ঢেলে সাধলে ও সত্য কথা ক'ইলে, দিনের দিন একটু একটু ক'রে এগিয়ে পড়া সম্ভব।

ওমা, তোর যখন জাগতিক সাধ নেই—এটা তোরই কথা—তখন, তুই যে "দেবী" একথা সকলের মেনে নেওয়া উচিত! তাই মা বলি,—এ কাঙ্গালকে কিছু ভিক্ষা দে মা? দে মা—দে তোর পায়ের ধূলো; দে মা,—এ পোড়া অঙ্গে সাধ মিটিয়ে মাখি। তা, যখন নিজেই সেধে যেচে ধরা দিয়েচিস্, তবে কেন ভিক্ষা দিবি না মা?

কামনাশূন্য জীবের লক্ষণ

আচ্ছা মা, ব'লতে পারিস্,—তুই যখন তাঁকে পাওয়া ছাড়া আর কোন সাধ পুষিস্ না, তাহ'লে তুই তাঁর জন্যে লজ্জা ও ভয়টাকে জলাঞ্জলি দিতে পারিস্? অমুক-ত'মুক কি ব'লবে বা মাথা হেঁট হ'বে, একথা কি তোর প্রাণে জাগবে না? তুই কি সংসারে আগুণ লাগিয়ে, বেরিয়ে প'ড়তে পারিস্? তুই কি সাহস পূরে ও বুক বেঁধে ব'লতে পারিস্ যে,—সব 'শ্মশান' হ'য়ে যাক্? তোর কি মন বলে না যে, 'ক্ষুদ্র-

কুঁড়ো' যা আছে—সেগুলোও থাকুক্ আর তিনিও আসুন্? আবার বলি মা,—'গাছের পাড়া ও তলার কুড়ান' একসঙ্গে কি সম্ভব?

মাগো,—নিজের মনটাকে নিংড়ে দেখ দেখি, ক'ফোঁটা 'সাধের' জল তা থেকে পড়ে। 'প্রাণ-উনুন' হ'তে 'ভাবনার জ্বালটা' ক'মিয়ে দে দেখি! তা যদি পারিস্, তাহ'লে বুঝ্‌বো তুই মেয়ের মত মেয়ে বা মায়ের মত মা বটে! ওমা, মনটাকে 'সাধের চিটে-গুড়' ও 'ভাবনার চ্যাঁপের খই' ক'রে রাখাকে কি—তাঁকে চাওয়া বলে? মাগো, এ ধারা 'ভূত-পেত্নীদের'ই।

মানুষের মন 'পেঁকো জলের ঘড়া'

এক জনের পুঁজি—মাত্র একটী মেটে ঘড়া। সেটী আবার পুকুর-জলে ভর্ত্তি, আবার জল ব'লে জল—পানাযুক্ত পেঁকো পুকুরের জল! সেই লোককে যদি সেই ঘড়াতে গঙ্গাজল রাখ্‌তে হয়, সে কি আগেকার জলটাকে ফেলে দেবে না? বলি মা, মানুষের মন পেঁকো জলের ঘড়ার মত নয় কি? তাহ'লে 'মন ঘড়াকে' উজাড় বা খালি ক'রে ফেল্‌লে, তবে ত 'আত্মা বা চৈতন্য জল' রাখা সম্ভব?

তাই বলি মা,—যদি মজা লুট্‌তে চাস্ ও "হায় হায়" গুলোকে ঘোচাতে সাধ পুষিস্, তাহ'লে যা যা শুন্‌লি সেই কথা মত চ'ল্‌তে উঠে পড়ে লেগে যা,—তবেই তাঁর কৃপা নিশ্চিত পাবি। কিন্তু মা, বুক বেঁধে ও নির্ভর ক'রে থাকা চাই। 'ওঠ

ছুঁড়ি তোর বে'—এ সাধ পুষলেই ম'রবি! ভাবনা ও বাসনা জাগলেই, 'ঝাঁটা মার, ঝাঁটা, মার' ক'রে তাড়াবি। মেশা-ঘোষা কম ক'রবি। আর ছবির কাছে ব'সে, তাঁকে 'আপনার বাবা-মা' জেনে, তাঁর গুণগুলো ভাব্‌বি,—তাহ'লেই গুণবতী হ'য়ে প'ড়বি। দেখিস্, বাহ্যিক ভাবে কারু কাছে ধরা দিস্‌নে।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—তোর অভিমান হ'য়েচে যে, এ হাবাতে ছেলে তোর চিঠির জবাব দেয় না। আরো অভিমানটা বেড়েচে এই দেখে যে, আর যারা লেখে তারা লিখ্‌তে না লিখ্‌তে উত্তর পায়। তা মা এ হাবাতে ছেলের, জানিস্ ত, মন-মুখ কতকটা এক রকমের ক'রে দেছে ব'লে, যা মনে আসে তাই সে ব'লে ফেলে। তাই বলি মা, এ পোড়া ছেলের কথাটা শোন—আর তলিয়ে বোঝ্।

মনের জন্যেই মানুষ শুচি বা অশুচি

মানুষ-মাত্রই গলদ নিয়ে ঘর করে। তবে কারুর কারুর ভালর চেয়ে মন্দের ভাগটা বেশী। যাদের মন্দের ভাগটা বেশী, তারা পরের গলদগুলো দেখে বেড়ায় ও নিজেরা যে 'খড়দার মা গোঁসাই'—এইটা দশজনকে দেখাবার জন্যে নানা কথা ক'য়ে বেড়ায়! তাই তাদের 'সোণা বাঁধান' মুখগুলো থৈ থৈ ক'রে, ও তাদের কলের দেহগুলো রৈ রৈ ক'রে,—দশ বিশজন মেয়ে পুরুষকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলে! ঘরে ঘরে এ রকমের মেয়ে পুরুষের যে অভাব নেই, সেকথা প্রায় সকলেই জানে। তাদের কাছে সুনাম কেনবার জন্যে বা সেই সেই মেয়ে পুরুষের সুনজরে থাক্‌বার সাধে, আরো দু'দশজন তাদেরই সুরে সুর মিলিয়ে,—'সব শিয়ালের এক ডাক'—এই ধারায় চলে। কিন্তু মা যাঁরা নিজের গলদগুলোকে প্রতি হাত সাম্‌লান, তাঁরা পরের গুণগুলো দেখে সেই গুলোকে প্রাণে গাঁথেন। আর জাগতিক বা সাংসা-

রিক কাজগুলো সেধে যান,—'চ'লে যাই আপন মনে, চাই না কারু পানে'—এই সুরে প্রাণের তারগুলোকে বেঁধে। এখন বল দেখি মা,—তুই কোন্ দলের? মাগো,—"নিজ মন ক'র্‌লে বশ, পর হয় তবে বশ" ও **"মনের জন্যেই মানুষ শুচি বা অশুচি,"**—এই কথাগুলো যদি মানুষ বোঝে, তাহ'লে ঘরে ঘরে এত 'খন্ খনানি', 'ঝন্ ঝনানি' বা আত্মীয়ে আত্মীয়ে 'মন কসা-কসি' বা পাড়ায় পাড়ায় 'দলাদলি' বা গ্রামে গ্রামে গণ্ডগোল হ'ত না। তাই নয় কি মা?

তাঁর ইচ্ছা সাজাতে—কিন্তু মানুষ সাজে কৈ

ধর্ মা,—এক মায়ের দুটো ছেলে; একটা ছেলেকে মা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে দেন, আর সে ছেলে যদি সেইভাবে যথাসম্ভব থাকে, মা তাতে সুখী হ'ন না কি? আবার সেই ছেলেকে সুযোগ পেলেই সাজান না কি? কিন্তু দ্বিতীয় ছেলেটার স্বভাব, তাকে মা সাজালে গোজালেই, সে ধুলো কাদা মেখে পোষাকগুলোকে 'গু' ক'রে ফেলে! মা দু-চারবার স'য়ে স'য়ে, শেষে 'দূর ছাই' ক'রে, তাকে তার ভাবেই রেখে দেন না কি? বলি মা, কোন বাপ মা'র সাধ নয় যে, নিজের নিজের ছেলে-মেয়েকে সাজান? কিন্তু মা, পোড়া ছেলে-মেয়ে না সাজ্‌লে, মার কি অপরাধ গা! এখন বোঝ্ দেখি মা, তুই কোন দলের ছেলে-মেয়ে। মনের অগোচর ত পাপ নেই মা? তাই মা, এ হাবাতে ছেলে পায়ে ধ'রে বা সেধে কেঁদে বলে,—মা, নিজের বুকে হাত দিয়ে শোন্ দেখি, ভিতর থেকে কি আওয়াজ বের হয়?

মনের ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতীকার

ওমা, তোদের গ্রামে না হ'ক, এখন গ্রামে গ্রামে লোকগুলো 'ম্যালেরিয়ায়' ভুগ্‌চে। এই রোগ হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে জলটা গরম ক'রে ব্যবহার ক'র্‌তে হয় ও বাড়ীর ভেতরটা ও আশ-পাশগুলো 'সাফ্‌ সুৎরো' রাখ্‌তে হয়। তাহ'লেই কতকটা রক্ষা পাওয়া সম্ভব। মাগো শুধু বাঙ্গলাদেশ কেন, দু-চারটা দেশ বাদে—জগৎটাই, **মনের** জন্যে 'ম্যালেরিয়ায়' ভুগ্‌চে বা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে আছে! তাই মা, সোণার ভারত দিনের দিন হত-শ্রী হ'য়ে যাচ্চে। তাই মা, লোকে অভাব অশান্তিগুলোকে নিয়ে 'হায় হায়' ক'রে বেড়াচ্চে। তাই মা, মানুষের 'সব থাক্‌তে কিছু নেই' এই দশা হ'য়েচে। তাই মা, মানুষগুলো মুখের কথায় উচ্চবংশীয় ব'লে গর্ব্ব করে বটে, কিন্তু ধরণ করণে নীচ—অতি নীচ হ'য়ে আছে। তাই মা, মনের ময়লা ঢাক্‌বার জন্যে বাহ্যিক সাজ-গোজের এত পারিপাট্য! তাই মা, এ পোড়া প্রাণ কেঁদে উঠে,—যখন এ পোড়াকপালেকে দেখান যে, মানুষ একমাত্র মনের জন্যে হয় 'কুলটা' আর না হয় 'বেজন্মা' সেজে আছে। তাই মা, মানুষ বুঝ্‌তে পারচে না যে,—**পরমব্রহ্ম তারই কাছে আছে।** মাগো **তাঁকেই** ধ্যান-জ্ঞান কর্‌, বুক বাঁধ্‌, ধৈর্য্য ও নির্ভরকে সম্বল কর্‌, গুণের আদর ক'র্‌তে শেখ্‌,—তাহ'লেই গুণবতী হ'য়ে প'ড়বি। তাহ'লেই **তিনি** তোদের এক একজনকে সাজাবেন—নিশ্চিত সাজাবেন।

আজ এই পর্য্যন্ত।

ওগো বাবু,—এ মূর্খের মারফৎ তোমাদের কোন কথা বোঝান—'তাঁর' ক্ষমতা নেই। তাই ভিক্ষা,—তোমরা তোমাদের ধারায় চ'লে যাও, তাহ'লেই যার যা প্রাপ্য গণ্ডা পাবে। তবে আদেশ মত, এই শেষ বারে গুটিকতক কথা লেখা হ'চ্চে। সেগুলি এই ঃ—

গুটি কয়েক সোজা কথা

১। এ তা কাজ সেধে বা কর্ত্তব্যপালন ক'রে, যে বলে,—"ঢের বা যথাসাধ্য ক'রেচি", তার সেই সেই কাজ ঠিক্-ঠাক্ সাধ্‌বার জন্যে এখনও অনেক কর্ম্ম বাকি আছে।

২। কোন আদর্শ পুরুষকে বা রমণীকে তিনিই যথার্থ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন বা ভালবাসেন, যিনি দিনের দিন সেই আদর্শ পুরুষের বা রমণীর, গুণগুলো অর্জ্জন ক'রে ক্রমশঃ তাঁরই মত হ'য়ে যান। কিন্তু যারা তাঁর গুণগুলো অর্জ্জন ক'র্‌তে পারে না,—তাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি কেবল জাগতিক স্বার্থ সাধনের জন্যে।

৩। যে তাঁকে একবার প্রাণ খুলে ডেকেচে বা ভালবেসেচে, সে অবসর পেলেই তাঁকে না ডেকে বা তাঁর প্রতি অনুরাগ না দেখিয়ে থাক্‌তে পারে না। জাগতিক সাধ নিয়ে তাঁকে ডাকা বা ভালবাসা যায় না।

৪। প্রকৃত দয়ার কাজ ক'র্‌লেই, তবে দয়া পাবার পাত্র হওয়া যায়। গোপনে প্রাণখুলে কর্ম্ম সাধাই—'সাধন'।

৫। যাঁরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে নিজ মনোবেদনা একবার মাত্র জানায়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁরাই বিভুর কৃপা পান। এক কথা দশবার ব'লূলে, বা তিনি শুনেচেন কি না—এই কথা তোলাপাড়া ক'রলে, সুফল ফলে না।

৬। যাদের টাকা, আনা ও পয়সার ধ্যানটাই প্রধান, তাদের বিভুর কৃপা পাবার আশা মিথ্যা ; যিনি তাঁকে তাঁর জন্যে চান, তিনি সেই লোকের সব সাধ মেটান।

আশা করি আর চিঠি লিখ্‌বে না বা লিখ্‌তে হ'বে না। এত লিখ্‌তে হয় যে, বার বার এক কথা লেখবার অবকাশ নেই।

মা,—তোকে উপরি উপরি চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে আর দশ-জনে ফাঁকি পড়ে ব'লে, তোর দিক হ'তে পোড়া প্রাণটাকে ফিরিয়ে নিতে হয়! চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া নিয়ে, তোর মনটাকে তিনি যে ভাবে দোলাচ্চেন—নাচাচ্চেন, মাঝে মাঝে এ-তা কাজের ও চিন্তার ভেতরেও—এ পোড়া মনটাকেও সেই লীলাময় কতকটা সেইভাবে দোলান ও নাচান। মনে হয় মা, এইটাই উভয়ের পরীক্ষা—ভীষণ পরীক্ষা! মানুষের ভিতর তিনিই প্রেমময়-প্রেমময়ী, জ্ঞানময়-জ্ঞানময়ী, আনন্দময়-আনন্দময়ী ও শক্তিময়-শক্তিময়ী হ'য়ে এই খেলা খেল্‌চেন। এই ভাবটা যখন প্রাণে জাগিয়ে দেন, তখন কিন্তু পরীক্ষাগুলো 'পরীক্ষা' মনে না হ'য়ে,—চির-জীবনের, চির-আনন্দের ও চির-বিহারের আয়োজন ব'লে মনে হয়।

কিন্তু মা, যখন 'গু-মুৎ'ভরা খোলগুলোর কথা প্রাণে জেগে ওঠে,—তখন প্রাণটা শিউরে শিউরে উঠে। শুধু শিউরে ওঠা নয়, এ ছার মন,—"ওগো ডুবলাম ম'জলাম" ব'লে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে সাধ পোষে! ওমা,—**কাঁচা মনকে বিশ্বাস করিস্‌নে—খবরদার করিস্‌নে।** তাই বলি,—যদি চিরকালের জন্যে মজা উড়াতে সাধ পুষিস্ মা, তা হ'লে জড় দেহগুলোর কথা ভুলে যা। যখনই জড়দেহের কথা প্রাণে

কাঁচা মনকে বিশ্বাস নেই

জাগ্‌বে, তখনই বুঝ্‌বি,—সেই সাধের ভিতর 'কু'এর গন্ধ পর্য্যন্ত না থাকলেও—অভ্যন্তরে, খুব অভ্যন্তরে এ জগতের পূর্ব্ব সংস্কার-গুলো 'ঘাপ্‌টী' মেরে লুকিয়ে ব'সে আছে। এই সংস্কারগুলো আবার 'ওৎ বুঝে কোপ মারে'! তাই বলি মা, নেই—নেই—কিছুতেই নেই—কাঁচা মনকে বিশ্বাস! যখন মাটীর খোলগুলোর কথা ভুলে গিয়ে, কেবল দেখ্‌বি যে,—গুণগুলো প্রাণে জাগ্‌চে ও সেই গুলো ভেবে ভেবে মন আনন্দে ডগ্‌মগ্ করে,—তখনই বুঝ্‌বি কেবল 'পাকা মনেরই' খেলা চ'ল্‌চে। এই ভাবটা যতই গজ্‌গজিয়ে উঠে, ততই 'মনের' বদলে 'আত্মা' বেরিয়ে এসে 'কর্ম্ম-কর্ত্তা' সাজে। তখন সেই মন ও আত্মা একাকারে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভাব ধরে।

পাকা মনের লক্ষণ

শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীমতীর সম্মিলিত ভাবই শ্রীগৌরাঙ্গ দেখায়েছিলেন। তবে এই মূর্ত্তি মূর্ত্তি নয়—কেবল-মাত্র 'জ্ঞানের' ও 'প্রেমের' সম্মিলিত শক্তি। গুরু ও শিষ্যের প্রাণ দুটো একতারে বাজ্‌লে—এই সম্বন্ধ হওয়া খুব সম্ভব। কিন্তু নর-নারী-আকার ধ'রে, দেহের কথা ভোলা—একেবারে ভোলা—কিছুতেই সম্ভব নয় ব'লে, যতদিন দেহ ধ'রে এ জগতের খেলা উভয়কেই সাধ্‌তে হ'বে, ততদিন উভয়ের মধ্যে 'মা ও ছেলে' বা 'বাপ ও মেয়ে' এই ভাবটা প্রাণে ভাল ক'রে—মুখের কথায় নয়—জাগিয়ে রাখ্‌তে হবেই হবে। তবেই, এই ভবের খেলা হ'তে উভয়ে নিস্তার পেতে পারে। এমন কি মা,—যে সাধক-সাধিকা স্বামী-স্ত্রী সেজে সংসারের খেলা সাধ্‌চেন, তাঁদেরও

দেহের সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে, 'বাপ ও মেয়ে' বা 'মা ও ছেলে' এই সম্বন্ধ পাতান দরকার। তা হ'লেই প্রবৃত্তি-রূপিনী 'মহামায়ার' হাত হ'তে রেহাই পেয়ে,নিবৃত্তি-রূপী 'আত্মার' করতলভুক্ত হওয়া সম্ভব। সাধকের কর্ত্তব্য—সাধিকাকে মায়ার হাত হ'তে উদ্ধার করা, আর সাধিকার বিধেয়—সাধককে কাম হ'তে রক্ষা করা। ইহাই শিষ্যের প্রতি গুরুর বা সন্তানের প্রতি জননীর প্রকৃত আচরণ। এই কাজ সাধ্‌তে যাঁরা হতাদর করেন, বিশেষতঃ চক্ষুলজ্জার জন্যে, বুঝিস্—ভাল বুঝিস্ মা,—তাঁরা কেবলমাত্র মুখের কথায় 'গুরু' বা 'মা'। এ ভাবে কাজ না সেধে যাঁরা 'গুরু' বা 'মা' সাজেন—তাঁরা বিশেষভাবে ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী।

গুরু-শিষ্যের কর্ত্তব্য

মাগো, মানুষের পূর্ব্ব-সংস্কার ঘোচা বড়ই কষ্টসাধ্য শুধু নয়—অসম্ভব ব'লে, সাধক-সাধিকার পক্ষে পরস্পর দূরে দূরে থাকাই নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ। দূরে দূরে থাকার জন্যে যে মর্ম্মবেদনা হয়, জানিস্—ভাল জানিস্ মা,—সেইটাই কাঁচা মনের কাজ। তখন যে অবস্থায় থাকিস্ না কেন, মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ীর ইচ্ছায় সেই ভাবে আছিস্ জেনে,কেবল মাত্র গুণগুলোকে ভাব্‌বি—ক'সে ভাব্‌বি।

সাধক-সাধিকার দূরে দূরে থাকা কর্ত্তব্য

ওমা আবার বলি যে,—দেহ-সম্বন্ধ বা দেহের ছবি প্রাণে যতক্ষণ জাগ্‌বে, ততক্ষণ নেই—নেই—কিছুতেই নিস্তার নেই। মাগো, এ ভাবটা না মুছে ফেল্‌লে, যিনি যা হ'ন না কেন—তাঁকে প'ড়ু-

সাধকের প্রতি সাধিকার কর্ত্তব্য।

তেই হবে,—তার মানে, কামের সেবা না ক'রলেও,মায়ামোহের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম রশা-রশী সেই সাধক-সাধিকাকে কোন ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ ক'রে, এই কান্নার হাটে আবার আন্‌বে ও লাট খাইয়ে দেবার ফন্দিতে থাক্‌বে। তাই বলি মা, তুই নিজে ত সাবধানে—খুব সাবধানে থাক্‌বিই, আর এ মূর্খ ছেলেও যদি মতিভ্রান্ত হয়, তা-হ'লে তার কাণ ধ'রে বা তাকে ঝাঁটা-লাথি মেরে ঢিট্ ক'রিস্। ওমা,—তবেই বুঝ্‌বো মা, তুই মায়ের মত মা বটে! আর যদি এ-তা কথা ভেবে এই কাজ সাধ্‌তে হতাদর করিস্, বা চক্ষুলজ্জাটাকে সাম্‌নে দাঁড় করাস্, তা হ'লে এ অবোধ ছেলে বুঝ্‌বে—নিশ্চিত বুঝ্‌বে—তুই বা তোরা আত্মীয়-আত্মীয়া সেজেচিস্ বটে, কিন্তু ধরণ-করণে পিশাচ-পিশাচী বা ভূত-পেতনী! ওমা,—একাজে সংশয়-সংকোচ রাখ্‌তে নেই—নেই—কিছুতেই নেই। সংকোচ ক'রলেই, উভয়ে মজে—নিশ্চিত মজে ; কারণ, দেনা পাওনা শোধ হয় না। সুতরাং উভয়কেই এরাজ্যে আস্‌তে হবেই হবে।

আচ্ছা মা ব'ল্‌তে পারিস্,—জপ-ধ্যান ইত্যাদি কেন করে? তুই অবশ্য ব'ল্‌তে পার্‌বি, কারণ তুই 'মা-মেয়ে'। তবে তোর হাবাতে ছেলের যখন ব'লবার পালা প'ড়েছে, তখন সেই বলুক্। এসব কথা আগেই সব শুনেচিস্, তবুও আবার শুন্‌তে হানি নেই।

জপ-ধ্যানের উদ্দেশ্য

মানুষ একমাত্র সুখের আশায় জপ-ধ্যান ইত্যাদি করে। কি সুখ? সেটা কিন্তু মানুষ জানে না,—তা যদি জান্‌তো তাহ'লে কাম ও কাঞ্চনের

ক্রীত দাসদাসী হ'য়ে থাক্‌তো না। ওমা, সেই সুখটা হ'চ্ছে,—উপভোগ বা বিহার বা রমণসুখ,—তা আবার 'হরদম্' বা প্রতি লোমকূপে লোমকূপে! কে কার সঙ্গে এ মজা উড়ায়? ওমা,—'আত্মা'—চৈতন্যময়ী মনের সঙ্গে। কি ক'রে এ সুখ পাওয়া সম্ভব? ওমা,—মনটা আত্মার সম-গুণ-সম্পন্ন হ'লে। মন কি উপায়ে সেই গুণসম্পন্ন হ'তে পারে? মনকে যে বর্ণে ছোবাও সেই বর্ণের ছোব ধরে ও যে গুণ ধরাও সেইগুণ ধ'র্‌তে পারে,—যদি একটু ধৈর্য্য ও চেষ্টা থাকে।

মানুষের প্রধান অভাব শক্তি ও আনন্দের। টক্‌টকে লাল রঙটা এই দুটো গুণের নির্দ্দেশক।

বর্ণের ধারণা

সুতরাং সকল সময়ে মনে রাখ্‌তে হবে যে,—সর্ব্বশক্তিমান, আনন্দময় 'বাবা', 'স্বামী' বা 'গুরু' আত্মাভাবে এই দেহে উক্ত বর্ণে আছেন। জ্ঞান ও শান্তি পেতে সাধ পুষ্‌লে,—পূর্ণিমার চাঁদের বর্ণটা ধারণা ক'রে, মনে মনে ভাব্‌তে হবে যে, জ্ঞানময়, ও শান্তিময় 'বাবা', 'স্বামী' বা 'গুরু' আত্মাভাবে এই দেহে উক্ত বর্ণে আছেন। সকল সময়ে জ্ঞানময় ও আনন্দময় পিতা, স্বামী বা গুরু আত্মাভাবে এই দেহে আছেন,—ইহা জানায়ে দেয় 'ওঁকার-রূপী' দীপ্তিমান্ আলোক।

সাধন ভজন ক'রে মানুষ সুখভোগ ক'র্‌তে পারে না কেন? ওমা,—গুণের আদর করে না ব'লে। গুণের আদর ক'র্‌তে শিখ্‌লে নিশ্চিত গুণবান গুণবতী হয়। গুণের আদর কি

সাধন-ভজন নিষ্ফল হয় কেন

ভাবে ক'র্‌তে হবে? তিন দিন ভাবতে হবে,—শক্তিমান্‌ 'বাবা', 'স্বামী' বা 'গুরু' জ্যোতির্ম্ময় 'আত্মা'ভাবে এই দেহেই অবস্থিত; অর্থাৎ, কোন আকার প্রাণে আঁক্‌বি না। সেই সময়ে যে পরিমাণে জাগতিক ভাবনা ও বাসনা থাক্‌বে না, সেই মাত্রায় সুফল ফ'ল্‌বে। তারপর আর তিন দিন ধ'রে ভাবতে হবে যে,—আনন্দময় 'পিতা', 'স্বামী' বা 'গুরু' জ্যোতির্ম্ময় 'আত্মা' ভাবে এই দেহেই আছেন।

মন বসে না কেন

মন বসে না কেন? টল্‌ট'লে অর্থাৎ জ'লো দুধ হ'তে ঘি, ছানা বা ক্ষীর তৈরি ক'র্‌তে হ'লে, জ'লো ভাগটাকে বের ক'রে ফেলতে হয়; তবে যা কিছু ভাল জিনিস তৈরি হয়। তেমনি বাসনা ও ভাবনা গুলোকে যথাসম্ভব তাড়াতে পার্‌লে, ধৈর্য্য ধ'র্‌লে, ও গুণ-গুলোকে ভাব্‌লে,—গুণবান গুণবতী হওয়া সম্ভব। তবেই মন স্থির হয়।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মা,—কাল সকালে তোর দুই ছেলেই এখানে এসে গেছে। তুই যে চিঠি লিখ্‌বি তা জানা ছিল, কারণ তুই প্রাণের উচ্ছ্বাস বা উৎফুল্লতা—কোনটাই প্রকাশ না ক'রে থাক্‌তে পারিস্ না।

হর্ষ ও বিষাদ,—উভয়ই মানুষকে ওলট-পালট ক'রে দেয়; এইটাই মায়ার খেলা। অণু-সম মনের নাম 'মানুষ', আর বিশাল মনের নাম 'মহামায়া' বা 'বিরাট প্রকৃতি'। মহা পরীক্ষার সময়ে বা বিপদের উত্তাল তরঙ্গে প'ড়েও যখন মানুষ স্থির-ধীর থাক্‌তে পারে, তখন বুঝ্‌তে হবে সেই জীব 'মনের' অবস্থা হ'তে 'আত্মার' অবস্থায় দাঁড়াচ্চে। বিরাট প্রকৃতির শাণিত অস্ত্র,—নারীর পক্ষে মায়া, নরের পক্ষে মোহ। তবে ইহাও জানা চাই যে, মায়ার সঙ্গে মোহ জড়িত ও মোহের সঙ্গে মায়া জড়িত।

বিরাট প্রকৃতির শাণিত অস্ত্র—মায়া ও মোহ

মাগো,—আজ মঙ্গলবার ও গত মঙ্গলবার দুইটী ভিন্নতর দিন। যাকে তুই প্রাণের আরাধ্য দেবতা ব'লে জানিস্, তাকে সাম্‌নে ও কাছে পেয়েও যে তুই আত্মহারা হ'স্‌নি, এটা কম বাহাদুরীর কথা নয়; তবে মা, তোর বাহাদুরী থাক্‌লেও সেই পরম-গুরুরই এইটা আদৎ কারিগুরি। তাই মা, এ হাবাতে ছেলের বার বার মাই খাবার সাধটা প্রাণে জাগ্‌লেও, আর

সেই দুটোর দিকে বার বার নজর প'ড়্লেও,—শ্রীগুরু এ 'ছার-কপালেকে সাম্‌লে রেখেছিলেন।

কি ভাবে 'মন'কে সাম্‌লে কাজ সাধা দরকার

জানিস্ মা,—মানুষের দিকে চেয়ে কাজ সাধ্‌তে গেলে, কখন কখন আদৎ সামগ্রী হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবেই হবে ; তবে, জড় মনটা যে স্থলে নেতা, সে অবস্থায় সমাজের দিকে চেয়ে কাজ সাধা বিশেষ দরকার। তা না ক'র্‌লে, মানুষের প্রতিপদে বিপথগামী হবার বিশেষ সম্ভাবনা।

তোর এ হাবাতে ছেলেকে যা ব'লে ডাক্‌তে সাধ হয় ব'লিস্ ও সেই ভাবে পরিচয় দিস্। কিন্তু মা জানিস্,—এ মূর্খটা তোকে ইহলোকের বাকি ক'টা দিন, 'মা' বা 'মেয়ে' ভাবে দেখ্‌বে ও তাই ব'লে ডাক্‌বে। এটা শ্রীগুরুর আদেশ।

জগন্নাথের প্রসাদের কদর উচ্ছিষ্টের জন্যে

ওমা, জগন্নাথের প্রসাদের কদর—উচ্ছিষ্টের জন্যে। তিনি নির্ব্বিকার। সুতরাং, তাঁর ছেলে-মেয়ের ও প্রণয়িনীর যথাসম্ভব ঐ গুণ-সম্পন্ন হওয়া দরকার। তাহ'লেই খেলায় জিত হ'বার কথা।

যা ক'রিয়েছেন সে কথা নিয়ে মাথাটাকে গোলাস্ নে। লোকে নানা কথা কয়—শুনে যাবি ও কাণদুটোকে ঝেড়ে ফেল্‌বি ; নেহাৎ মনোবেদনা দেয়,—শ্রীগুরুর চরণে একবার মাত্র জানাবি, তবে তাও তাদের কল্যাণকামনা ক'রে। ওমা, তিনি বিহিত ক'র্‌বেনই ক'র্‌বেন।

নিজে জেনে রাখ্ ও ছেলে-মেয়েদের শেখাবি যে,—শ্রীগুরুর শ্রীচরণে একবার বৈ দু-চার বার বলা নেহাৎ বোকার কাজ। না জানাস্ আরও ভাল, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি আপনার মা, বাবা বা প্রাণ-পতি, একথা জেনেও যদি তাঁর শ্রীচরণে নিজের অভাব ও অশান্তির কথা জানাস্,তাহ'লে ভাল জানিস্ যে,—তোর 'মা', 'বাবা' বা 'প্রাণ-পতি' ঠিকঠাক বলা হয় নি। সে ভাবে বলা হ'লেই, বাধ্য ছেলে-মেয়ে বা প্রণয়িনীর মত,—সেই সাধক-সাধিকা তাঁর কাজ মেনে নিয়ে ও তাঁর মঙ্গলবিধান জেনে, কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌বে ও দুঃখ, অভাব ও অশান্তিগুলো স'য়ে যাবে। এই ভাবে থাক্‌লে বা চ'ল্‌লে, তবেই মানুষ 'হরদম্' হাসি-খুসির রাজ্যে বা বিহার-ভূমিতে যেতে পারে।

তাঁকে একবার বৈ দু'বার কোন কথা জানাতে নেই

জাগতিক দুঃখ, অভাব ও অশান্তি তাঁর মঙ্গল-বিধান

ওমা,—তোর ছোট মেয়ের মুখে স্তবটা বড়ই মিষ্টি লেগে-ছিল; সাধ হয় শুনি—আরো শুনি। মাগো বউ ক'র্‌তে হয় তো ঐ রকম মেয়ে। তা ত এ জন্মে হবার যো নেই! তা ক'র্‌তে সাধ পুষ্‌লে, সমাজ ওলট্-পালট্ হ'য়ে যাবে। তবে মনে হয়, কালে এ বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। তার মানে, আবার গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতি-বিচার দাঁড়াবে। তা কিন্তু হ'বে,—যখন ভারতবাসী সত্যের আদর ক'রতে শিখ্‌বে। সত্যের আদর না ক'রতে শিখ্‌লে,

ভবিষ্যৎ সমাজ

ভারতবাসীর জাতীয় জীবন গঠিত হ'বার সম্ভাবনা বড়ই কম। আপাততঃ কিন্তু কোন আশা নেই ব'ল্লেই হয়!

মাগো,—চিঠি লেখার জন্যে এ হাবাতের যা খরচ হয়, তা শ্রীগুরুই যোগান। আর, এখানে সেখানে যেতে যা খরচ হয়, যাদের দায় তারাই সে ভার বয়। ব'ল্‌তে কি মা, এ হাবাতের জাগতিক কোনও অভাব নেই। আর ছেলেদের মাথা গোঁজ-বার জন্যে যা দরকার, সে ভাবনা শ্রীগুরুই ভাব্‌চেন।

তুই মা-মেয়ে কিনা,—তাই এ হাবাতে ছেলের এ তা ভাবনা ভাবিস্। দরকার হয়, আর শ্রীগুরুর যদি ইচ্ছা হয়, তাহ'লে 'মা অন্নপূর্ণা' হ'বি বৈ কি! ম—ভায়া সঙ্গে আছে, সে তোর কথা কত বলে। সে কথাগুলো বড় মিষ্টি লাগে, তোর কিন্তু সেগুলো শুনে কাজ নেই।

আজ এই পর্য্যন্ত।

কল্যাণীয়া,—তোমার চিঠি এখানে আসবার পর দিনেই পাই, সঙ্গে সঙ্গে তাগাদার চিঠিগুলোও এসে পড়ে।

তোমার মতন আরও অনেক আবেদন এ হাবাতের কাছে এসে গেছে। 'ঠুঁটো' মানুষের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথের চাতুরীর বহরটা দেখে বা ভেবে, ব'লতে কি, এ মূর্খ লাট খেয়ে যাবার দশায় প'ড়েছিল; এইজন্যে তোমার বেলা কালি-কলম ও কাগজ খানা হ'তে মনটা মঙ্গলবার হ'তে বৃহস্পতিবার দিন পর্য্যন্ত তফাতে তফাতে রাখ্‌তে হ'য়েছিল।

'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্'

মনে হয় মানুষ টপ্‌ ক'রে যা-কিছু করে ও ব'লে ফেলে ব'লে, অনেক সময় 'ফৈজতে' পড়ে। কিন্তু যদি আগেকার শিক্ষাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে, থিতিয়ে-জিরিয়ে যাহ'ক সিদ্ধান্ত করে ও সেইভাবে চলে, তাহ'লে অনেক পরিমাণে 'হায় হায়ে'র হাত হ'তে রক্ষা পায়।

'বল শ্রেষ্ঠতম—মানসিক বল'

দেখায়েচেন যে,—মানুষ শিক্ষার দোষে মনের জোর হারিয়ে ও অধীরতাকে সম্বল ক'রে, ভববাসের দিনগুলোকে কেবল চোখের জলে ভাস্‌বার দিনে পরিণত ক'রেচে ও ক'র্‌চে। যাঁরা এজগতে দশ-জনের একজন হ'য়েচেন, তাঁরা "হবই হব" "লবই লব"—এই সুরে প্রাণের তারগুলোকে বেঁধেচেন।

তোমাদের বাড়ীতেই দেখ না, একজনের 'হিস্সা' বা পাওনা না থাক্‌লেও, কেবল মনের জোরের দরুণ তোমাদের ভোগাচ্চে।

মানুষের ধারা হ'চ্চে,—প্রথমটা নিজের নিজের বুদ্ধিমত চলে; কিন্তু যখন "হালে পানি পায় না," তখন একে তাকে ধ'রে বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'তে সচেষ্ট হয়। তোমাদের 'হাল্‌ফিল্‌' দায় হ'তে রক্ষা ক'রতে হ'লে, চিঠির দ্বারা একাজ সাধা অসম্ভব। সাত দিন এ হাবাতেকে ক'ল্‌কাতায় রেখে-ছিলেন, কিন্তু তুমি দেখা দিয়েছিলে শেষ দিনে ও কতকটা শেষ মুহূর্ত্তে; তা সে সুযোগেও তোমার মনোভাব ব্যক্ত করনি,—সুতরাং সুযোগটা হারিয়েচ! তবেই বোঝা সহজ-সাধ্য,—তোমার আবেদনের ফলটা কি রকম হবে; কারণ চিঠির দ্বারা যে কোন কাজ হাসিল হয়, এ ধারণা এ মূর্খের আদৌ নেই।

এখন এ মূর্খের বক্তব্য,—তুমি **ইষ্টের শ্রীচরণে** তোমার আবেদন **একবারমাত্র** জানায়ে, ক'ল্‌কাতায় গিয়ে ম——বা ভু——বাবুর কাছে তোমার আবেদন ভাল ক'রে জানিও। "**তাঁর** চরণে জানায়েছ ও **তিনি** তোমাদের এ বিপদে নিশ্চিত রক্ষা ক'র্‌বেন"—এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে জানালেই, **তিনিই** তাঁদের দ্বারা প্রতিকার ক'র্‌বেনই ক'র্‌বেন। তবে, যে মাত্রায় এই বিশ্বাস রাখ্‌তে পার্‌বে অর্থাৎ মনের জোর ক'র্‌তে পারবে, সেই পরিমাণে তোমাদের মুস্কিল আসান হবে।

আত্মা—শ্রীভগবান, মন—মানুষ। আত্মার অভাব অশান্তি নেই, মনের কিন্তু এইগুলি পুঁজি। আত্মা ক্ষমতাশালী, মন সাধারণতঃ 'ঠুঁটো' অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ক্ষমতাহীন। কিন্তু মনেও কতকটা শক্তি আছে ; কারণ জলের তরঙ্গ যেমন জলে অবস্থিত, তরঙ্গ-রূপী মনও তেমনি জল-রূপী আত্মায় অবস্থিত। তাহ'লে বুঝ্‌লে যে,—মানুষ ভগবানের কাছ ছাড়া কখনই নয়।

আত্মা ও মন—ভগবান ও মানুষ

সর্ব্বশক্তিমান ভগবান তোমার সঙ্গেই যখন সতত আছেন, আর তিনি যখন বাপ, মা বা প্রাণ-পতি,—তখন তোমার 'হায় হায়' ক'রবার বা অধীর হ'বার কারণ নেই। তাঁর শ্রীচরণে একবার-মাত্র মনোবেদনা জানায়ে ও তোমার যা কর্‌বার ক'রে গেলেই, তাঁর কৃপা নিশ্চিত পাবে। মানুষ অবিশ্বাসের দরুণ দশ বিশবার জানায়, তাই সুফল ফলে না। বলা চাই—গলা ছেড়ে ও প্রাণের জোর ক'রে,—"বাবা—মা—প্রাণ-বল্লভ! রক্ষা কর।" ঠিক্‌ঠাক্ বলা হ'লে ও তাঁকে জানান হ'য়েচে—এই ধারণা বদ্ধমূল রাখ্‌লেই, ফল্ ফ'ল্‌তেই হবে।

তাঁর চরণে মনোবেদনা জ্ঞাপন

বিশ্বাস বা মনের জোরের অবস্থা কতকটা 'আত্মার' সন্নিকটস্থ অবস্থা। সুতরাং, সেই অবস্থায় মনটাকে দাঁড় করালে, অভাব অশান্তি ছুটে পালাবারই কথা।

বিশ্বাস ও মনের জোর

জাগতিক হিসেবে এ হাবাতের সুদিন এলে,—অন্ততঃ দশ বিশ জনের যথাসম্ভব সুদিন আস্‌বে। আপাততঃ তা দেন নি; সুতরাং যেমন অবস্থায় রেখেচেন, সেইমত কাজ সেধে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত——বাবুর স্ত্রী কতকগুলো কাঁদুনি গাইবেন! তা যখন সাধ হ'য়েচে, গাইতে ব'লো।

মন-মরা হ'য়ো না; চিঠিখানা দশবার প'ড়ে যা কর্‌বার ক'রো। **তিনিই** তোমাদের যাকে দিয়েই হ'ক্ উদ্ধার ক'র্‌বেন।

আজ এই পর্য্যন্ত।

ওগো বাবু,—ক'ল্‌কাতায় 'বক্-বকানি' ও এখানে এসে 'কলমের আঁচড় মারা'—দেখ্‌চি এ হাবাতের প্রধান কাজ হ'য়েচে। তা যখন দেনা-চুক্তি ক'র্‌তেই হবে ও কতকটা সামর্থ্যও দিয়েচেন, তখন হুকুম তামিল করা যাক্!

যার যেটা প্রধান অভাব সেইটে তার ভগবান

যার জাগতিক যে যে জিনিসের অভাব প্রধান, (যথা টাকা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) সেইগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র একটাকে 'শ্রীভগবান' জ্ঞান ক'রে, সেইটাকে ধ্যান-জ্ঞান ক'র্‌লে ও সেইটা পাবার জন্যে ঐকান্তিক চেষ্টা ক'রলে মনের জোর হয়। পরে সেই একমুখী মন নিয়ে ক্রমশঃ চৈতন্যময় শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া—সাধারণ জীবের নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই কথা এবার ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীগুরু সর্ব্বসমক্ষে পরিস্ফুট ক'রে বলায়েছেন। ভাসা-ভাসা ভাবে কাজ সাধলে- কিন্তু সুফল অনেক সময়েই ফলে না। কোন কথা প্রকৃতভাবে সিদ্ধান্ত ক'রতে হ'লে, মানুষের উচিত, যতদিন না নিজ মনোমত উহার নিষ্পত্তি হয়, ততদিন আপন মনে সেই কথা জল্পনা ও বিচার করা। এইভাবে চ'ল্‌লে, তবে হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের বিকাশ হয়; তবেই, চক্ষু ও কর্ণ দিনের দিন ফুটে উঠে; তবেই, ক্রমোন্নতির প্রণালী-মত মন 'আত্মায়' পরিণত

সাধনার উদ্দেশ্য—হৃদয় ও মস্তিষ্কের বিকাশ

হয়; তবেই, মানুষ শূদ্রত্ব হ'তে ব্রাহ্মণত্ব পায়; তবেই, মানুষের ইহলোকের কাজ ও উপরিজগতের খেলার চুক্তি হয়।

মানুষের অভিযোগ—অবকাশের অভাব! এ মূর্খের কিন্তু বিশ্বাস,—মানুষের বিধি বেঁধে কাজ সাধা, অধ্যবসায় ও 'হবই হব' এই সঙ্কল্পের বিশেষ অভাব। তাই মানুষ নিরাশার, অভাবের ও অশান্তির 'গাঁট্‌রি-পুঁট্‌রী' সেজে আছে; তাই মানুষ মুখের কথায় জীবন্ত বা 'জ্যান্ত' বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ম'রে র'য়েচে! তাই মানুষগুলোর মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, যেন তারা 'তে-বাষ্টে' পান্তাভাতের হাঁড়ী—তা আবার আঁস্তাকুড়ে প'ড়ে আছে; তাই, সেই সেই মানুষের কাছে ব'স্‌লে, প্রাণটা ঝামা হ'য়ে যাবার উপক্রম হয় ও তাই এ পোড়া প্রাণটা "পালাই পালাই" ডাক ছাড়তে থাকে!

অভাব অশান্তির কারণ—অধ্যবসায় ও ঔৎসুক্যের অভাব

ভারতবাসীর এই হীন অবস্থা কেন? উত্তরে হয়ত কেউ ব'ল্‌বেন,—স্বাধীনতার অভাবে বা ম্যালেরিয়া, প্লেগ ইত্যাদি রোগের প্রকোপে। কিন্তু এ মূর্খ ইহার উত্তরে বলে যে,—এইগুলি গৌণ কারণ মাত্র; **মুখ্য কারণ,—সত্যাচারের ও সত্যবাদিতার বিশেষ অভাব।** তার সঙ্গে সঙ্গে, **না খেটে-খুটে সুখেচ্ছার প্রবল তৃষ্ণা!** আবার এই অগুণগুলির সঙ্গে যোগদান ক'রেচে,—অতিমাত্রায় **স্বার্থপরতা**—অথচ সুনাম কেন্‌বার বিশেষ উৎসুকতা!

ভারতবাসীর এ হীন অবস্থা কেন

লোকে মনে করে যে, ধর্ম্ম মানে—জাগতিক কর্ম্মে বীতরাগ হওয়া, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়া বা এদেশ সেদেশ ক'রে ঘুরে বেড়ান, অমুক তমুক ক'রব ব'লে চাঁদা সাধা ও সাধের আর ভাবনার 'মানোয়ারী জাহাজ' সেজে থেকেও, বাহ্যিক আকারে ত্যাগের ভাণ করা—সঙ্গে সঙ্গে দম্ভের সচল স্তম্ভ হ'য়ে বেড়ান ! এ মূর্খকে কিন্তু শিক্ষা দিয়েচেন,—প্রাণ ঢেলে জাগতিক কর্ত্তব্য পালন করা, যথাসম্ভব কাহারও মুখাপেক্ষী না হওয়া, যা-তা ভাবনা ও বাসনাগুলোকে যথাসম্ভব প্রাণে স্থান না দেওয়া, "হবই হব" বা "লবই লব"—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া ও সত্য-বাদিতা,—এই গুণগুলো থাক্‌লে, **শ্রীগুরু সেই জীবের পরকালের সমস্ত ভার শ্রীকরে গ্রহণ ক'র্‌বেন। তাঁর** আদেশ,—"তোরা ইহকালের কাজ সাধবার চেষ্টায় থাক্, আমি তোদের পরকালের ভাবনা ভাব্‌চি।"

ধর্ম্মের বিকৃত অর্থ

ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ

কত নরনারী প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপ্রাণ হ'য়েও, অর্থের ও স্বাস্থ্যের অভাবে চৈতন্য-রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পাচ্চেন না,—এ খবর জানা আছে কি ? এই অভাবগুলো না থাক্‌লেও যারা জড়ে ম'জে ডুবে আছে, তারা দশ বিশ জন্মেও সেই শান্তি-ময় রাজ্যে যেতে পারবে না। সুতরাং তোমার তাদের ভাবনা ভাববার আবশ্যকতা নেই। জাগতিক প্রত্যক্ষ সুখলাভে যাদের উৎসাহ নেই, অথচ যারা সেই সুখের আশা ত্যাগ ক'র্‌তে পারেনি,

জাগতিক কর্ত্তব্য-সাধন ধর্ম্মজীবনের অঙ্গ

—তাদের একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য আন্‌তে হ'লে প্রথমে জাগতিক পন্থা অনুসরণ করা বিধেয় নয় কি? এই উপায়ে মন একমুখী হ'য়ে কর্ম্মক্ষয় হ'লে, বিভুর কৃপা পাওয়া সহজসাধ্য।

ত্যাগ ও বিসর্জ্জনের মন্ত্র

ত্যাগের বা বিসর্জ্জনের মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত হ'ন নি, তাঁর পক্ষে চৈতন্যময়ের রাজ্যে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। এ অধমকে অনুমান দু'লক্ষ নরনারী দেখায়েচেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন নরনারী দেখান নি, যিনি প্রকৃত 'ত্যাগী'। যিনি প্রকৃত ত্যাগী,—তাঁর বাক্যে, কার্য্যে ও মনে অসীম জোর, আর তিনি সদানন্দময়; এই জন্যে তাঁর কাছে ব'স্‌লে দাঁড়ালে, প্রাণ সতেজ হয় ও মন আনন্দে 'ডগ্‌মগ্‌' হয়,—তার মানে জীবন্মৃত ভাবটা তাঁর নেই ব'লে, তাঁর সঙ্গগুণে আর দশজনেরও সে ভাব ছুটে পালায়। বিদ্যালয়ে কত কি ছাই মাথামুণ্ডু শিক্ষা দেয়, কিন্তু মনের জোর কিসে হয়, সে শিক্ষার দিক দিয়ে যায় না! তাই, ভারতের এত হীনাবস্থা! তাই, ভারত-বাসীর কণ্ঠ ও হৃদয় 'হায় হায়' ধ্বনিতে পূর্ণ! তাই, এদেশ-বাসীর চ'খের জল মুছান দুরূহ ব্যাপার! তাই মলিনতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ভারতবাসীর হৃদয়ের ধন হ'য়ে প'ড়েচে!

প্রকৃত ত্যাগীর লক্ষণ

ভারতবাসীর দুর্দ্দশার কারণ

এখন চাই:—

১। স্বাস্থ্যরক্ষা।

২। সত্যের বিশেষ আদর।

৩। প্রাণ ঢেলে যার যা জাগতিক কাজ সাধা।

৪। যার যা কাজে একজন হ'বই হ'ব—এই দৃঢ় সঙ্কল্প।

জাগতিক ব্যাপারে অর্থই যখন প্রধান সামগ্রী, তখন সকাল-সন্ধ্যা ইষ্ট-ধ্যানে নিযুক্ত থেকে, অন্য সময়টুকু অর্থোপার্জ্জনের জন্যে যথাবিধি পরিশ্রম করা চাই। যাঁরা বিধি বেঁধে কাজ সাধেন, তাঁরাই দশজনের একজন হ'ন। যাঁরা প্রথম হ'তে মান-সম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে চলেন, তাঁদের মানের গোড়ায় ক্রমশঃ ছাই পড়ে! যাঁরা প্রাণে একরকম ক্ষিধে পুষে রেখে, বাইরে অন্য ধারায় চলেন, তাঁদের কান্নাই সার হয়। এই কথাগুলি পালন ক'রতে উঠে প'ড়ে লেগে গেলেই, আপনা হ'তে যার যা প্রাপ্য-গণ্ডা পাবেই পাবে।

দুর্দ্দশা-মোচনের উপায়

তবে মনে রাখা চাই,—যার যা মনোবেদনা বা অভাব নিজ নিজ ইষ্টের শ্রীচরণে একবার বই দু'বার জানান মহাভ্রম! তিনি সর্ব্বজ্ঞ—তিনি পিতা, মাতা, প্রাণবল্লভ—তিনি দেনদার। সুতরাং, একবার মাত্র তাঁর শ্রীচরণে নিজ নিজ অভাব জানায়ে যে নিশ্চিন্ত থাকে, তার অভাব তিনি নিশ্চিত মোচন করেন।

প্রাতে শয্যা থেকে উঠেই, অন্তরে অন্তরে ধারণা ক'রতে হবে,—"এই দেহ, মন ও সংসার—আমার নয়—তাঁর"। খানিকক্ষণ এইরূপ ক'রে, তারপর 'তিনি শক্তিময় ও

আনন্দময় ভাবে বাল-সূর্য্যের মত টক্‌টকে লালবর্ণে আছেন,—এই ভেবে, নাভি থেকে কণ্ঠা পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর যেন ঐ লালবর্ণে ভর্ত্তি হ'য়ে আছে, এইরূপ ধারণা ক'রবে; তারপর যার যা ইষ্ট-মন্ত্র—যেন তারার মত উজ্জ্বলবর্ণে সর্ব্বশরীরে গিজ্‌ গিজ্‌ ক'র্‌চে—এই ভাবে জপ ক'র্‌বে।

ধ্যান ও জপের বিধি

সন্ধ্যার সময় কর্ম্মস্থল হ'তে এসে ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, পূর্ব্বোক্ত বিধানে ধব্‌ধবে চাঁদের আলোর মত শুভ্রবর্ণ ধারণা করা চাই। সেই সময়ে আরো ধারণা করা দরকার,—তিনি শান্তিময়, ও জ্ঞানময় ভাবে দেহের ভিতর অবস্থিত; তারপর ইষ্টমন্ত্র জপ করা বিধেয়।

তারপর স্বাস্থ্যের বা অর্থের জন্যে সচেষ্ট হওয়া চাই,—তখন এই জ্ঞানটা টন্‌ট'নে রাখা চাই যে, যার যখন যেটা প্রধান অভাব তখন সেইটাই তার ভগবান। প্রেম ও লক্ষ্মীশ্রী-রূপ ভগবানকে পেতে হ'লে উজ্জ্বল হ'লদে বর্ণটাকে ধারণা ক'রে সেই বর্ণের ইষ্টমন্ত্র কল্পনা করা চাই।

যাদের এ দুটো জিনিসের (অর্থাৎ স্বাস্থ্য বা অর্থের) ততটা অভাব নেই, তাদের পক্ষে একমাত্র চৈতন্যের ধ্যানে থাকাই বিধেয়। মূলকথা, **ব'সে ব'সে ল্যাজ নাড়লে চ'লবেনা,—কর্ম্ম করা চাই।**

আসক্তি ত্যাগের উপায়

এই ভাব মনে গেঁথে রাখ্‌তে হবে যে,—আমি প্রভু আর অর্থ, মান-সম্ভ্রম যা কিছু জাগতিক জিনিস আমার দাস-দাসী; এ ধারণা বদ্ধমূল ক'রে

ঐ জিনিসগুলোকে দাস-দাসীর মত জগতের কাজে লাগালে—আর বন্ধনে প'ড়তে হয় না। তখন টাকার আণ্ডিলের মধ্যে থাকলেও আসক্তি আসে না।

এ-তা কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে লিখ্‌তে হয় ব'লে, সব কথা ততটা গুছিয়ে লেখা হ'য়ে উঠেনা।

ওগো,—তোমাদের ভাবনা সেই বুড়ো শালাই ভাব্‌চে, তোমরা খালি তোমাদের জাগতিক কাজগুলো প্রাণ ঢেলে সেধে যাও। তবে যাদের টাকার অভাবটা বেজায় রকমের, তারা যেন টাকারূপী ভগবানের ধ্যানেই থাকে।

আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীযুক্ত,—তুমি চিঠি লিখেচ, ভালই ক'রেচ। ব'ল্তে কি ভাই, চারদিক হ'তে এত ডাক-পাড়াপাড়ি হ'চ্চে, যে ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র মন-প্রাণ নিয়ে ও সামান্য—অতি সামান্য শক্তি ধ'রে, সকলকার খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ,—এ হাবাতের জাগতিক কাজের ও চিঠি আসার ও লেখার শেষ নেই।

এ জগতে লাভ-লোক্সান মানুষের চিরসাথী

জেনো ভাই,—লাভ-লোক্সান আমাদের সঙ্গের সাথী বা 'সম-জুটী'। আপাততঃ যেটা লাভ—তার সঙ্গে লোক্সানটা থাক্বেই থাক্বে, তেমনি আবার লোক্সানের সঙ্গে সঙ্গে লাভটাও উঁকি মারে। তোমার হালফিল অবস্থা খুব ভাল তাতে সন্দেহ নেই। ওটা পূর্ব্বজন্মের সাধনের ফল; কিন্তু মানসিক তুলাদণ্ড (Mental equilibrium) ঠিক না রাখ্তে পার্লে,—উহার পরিণাম ভয়াবহ!

ত্যাগী কে

মানুষ বাহ্যিকভাবে সংসার ত্যাগ ক'র্লেও, "ত্যাগী"—প্রকৃত ত্যাগী হ'তে পারে না,—এই চিত্রই শ্রীগুরু বারবার দেখায়েচেন। তার মানে, অন্তরে অন্তরে বাসনা, ভাবনা ও মিথ্যাচার ত্যাগ হ'লেই,—তবে প্রকৃত ত্যাগী হওয়া যায়।

ধর্ম্ম মানে—পূর্ণমাত্রায় জড় ছেড়ে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হওয়া। সুতরাং পাপ মানে

জড়ে অভিভূত থাকা ও পুণ্য মানে ক্রমশঃ চৈতন্যে অবস্থিত হওয়া। জড়ের ক্ষয় হয় কর্ম্মের দ্বারা। জড় ও চৈতন্য-মিশ্রিত কর্ম্ম ক'রে ও চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য রেখে, জীব ক্রমশঃ পূর্ব্ব-কর্ম্ম ক্ষয় করে। জীবমাত্রই পূর্ব্বকর্ম্ম-ক্ষয়ের জন্যে নর-নারী আকার ধ'রেচে। কোন কার্য্যের ফলই অল্প সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। মানসিক তুলাদণ্ড (mental balance) ঠিক্‌ঠাক্ রেখে, জাগতিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে যিনি পারলৌকিক কাজ সাধতে পারেন, তিনিই দেহপাতের পর পরলোকে উচ্চপদ পান। শ্রীভগবান জড়-মিশ্রিত চৈতন্য ও খাঁটী চৈতন্য—সকল রূপেই বর্ত্তমান। তিনি সব কর্ম্মই সাধ্‌চেন। সুতরাং তাঁর একজন হ'বার সাধ পুষ্‌লে,—'এটা ভাল, ওটা ভাল নয়' এ রকম বিচার না ক'রে, তিনি যাকে যে অবস্থায় রেখেচেন সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে, যার যে কাজ সেইগুলো প্রাণ ঢেলে সাধ্‌লে,—জীব দিনের দিন ক্রমোন্নতি প্রণালী অনুসারে তাঁর দিকে এগিয়ে প'ড়তে পারে।

পাপ, পুণ্য ও কর্ম্মক্ষয় রহস্য বিচার

ধর্ম্মরাজ্যে উচ্চপদস্থ হওয়া কি উপায়ে সম্ভব

তোমার হাল্‌ফিল কাজ,—গুরুজনের প্রীতিপ্রদ কাজগুলো সাধা। তোমাকে আপাততঃ লেখাপড়া কাজে নিযুক্ত রেখেচেন; তোমার দেহের অবস্থা তত ভাল নয়; সুতরাং, তোমার হাল্‌ফিল ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য-রক্ষা করা ও ভাল ক'রে পাশ ক'রে গুরু-

গুরুজনের প্রিয় হ'লে তাঁর প্রিয় হওয়া যায়

জনের প্রীতি-সম্পাদন করা। চিন্তা ক'রলেই একটা প্রবাহ উত্থিত হয়, ও যার বিষয়ে চিন্তা করা হয় তার দিকে সেই চিন্তাতরঙ্গ প্রবাহিত হয়। সুতরাং, তোমার গুরুজনের প্রীতি-যুক্ত চিন্তাবলী তোমার দিকে প্রবাহিত হ'য়ে, তোমার মনকে প্রীতি-যুক্ত ক'র্‌চে ও ক'র্‌বে। কিন্তু তুমি যদি তাঁদের চিন্তাকুল কর, তাহ'লে সেই চিন্তার ফল তোমার অশুভপ্রদ হবেই হবে। নিয়ন্তার এই বিধানটা না বুঝে কত নর-নারী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হ'য়েও, কেবলমাত্র বাহ্যিক আকারে ত্যাগী ও ত্যাগিনী সেজে, মহা অসত্যাচার ক'র্‌চে। তাই তা'দের কাছে ছুটে না গিয়ে, কত নর-নারী একজন বাহ্যিকভাবে সংসারী অথচ প্রাণে প্রাণে ত্যাগী পুরুষের কাছে ছুটে ছুটে আস্‌চে। তার কি গুণ?—মনে হয়, শ্রীগুরুর কৃপায় সে মানসিক তুলাদণ্ড ঠিক রাখতে শিখেচে।

প্রকৃত ত্যাগীর চিত্র

মানসিক তুলাদণ্ড ঠিক রেখে যথাসম্ভব বাসনা ও ভাবনাগুলোকে দূরে দূরে রেখে, জাগতিক কর্ত্তব্য পালন ক'রে ও সত্যে অনুরাগ রেখে চ'ল্‌লে,—তাঁর আদেশ পালন করা হয়। তাই এ মূর্খ তোমায় ব'ল্‌তে আদিষ্ট হ'য়েচে যে,—(১) স্বাস্থ্যরক্ষা, (২) সত্যাচার ও (৩) আধুনিক কর্ত্তব্য পালন ক'রে যাও, তাহ'লেই তিনি—সেই "পরমচৈতন্য-শক্তি-যুক্তা মা আনন্দময়ী" তোমার সব সাধ নিশ্চিত মেটাবেন।

জড়-চৈতন্য-মিশ্রিত বিরাট-প্রকৃতি বা শ্রীভগবান তাঁর

কর্ম্ম সম্পন্ন না করায়ে, জেনো—ভাল জেনো—কখনই তোমাকে পূর্ণ-চৈতন্যে অধিষ্ঠিত ক'র্‌বেন না। তবে যদি স্বাস্থ্য বজায় রেখে পূর্ণমাত্রায় সত্যাচারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, তাহ'লে জড়-মিশ্রিত-চৈতন্যের বদলে পূর্ণ চৈতন্যই তোমার কারবার হ'বে। কিন্তু ভাই জেনো,—দু'দশ দিনে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই ধৈর্য্য ধ'রে ও অধ্যবসায়ের সহিত এ কাজে অগ্রসর হওয়া বিধেয়,—তাহ'লেই ইহজীবনেই উপাদেয় সুফল ফ'লবেই ফ'লবে!

কর্ম্ম না ক'র্‌লে চৈতন্যে অধিষ্ঠান অসম্ভব

আজকাল দেখা যায় মানুষগুলো 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' ক'রে ক্ষেপে যাচ্ছে! তা ভাই জেনো,—যে যতই কেন জপ তপ বা সন্ন্যাস-গ্রহণ করুক্ না কেন,—যতক্ষণ না ঠিকঠাক সত্যবাদী ও সত্যাচারী হবে, ততক্ষণ সেই সত্যস্বরূপের কাছে যেতে পার্‌বে না—কিছুতেই পারবে না। তার মানে আর কিছু নয়,—সমানে সমানেই মিশ খায়। আরও জেনে রাখ,—যদিও কেহ পূর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলে ভগবৎ-কৃপা পা'ন, সত্য-ভ্রষ্ট হ'লেই তাঁকে নেবে প'ড়তে হবেই হবে। যিনি প্রকৃত সত্যে প্রতিষ্ঠিত—তাঁর বাক্যে, কার্য্যে ও মনে অদ্ভুত জোর। সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'য়ে যিনি যাই হ'ন না কেন, জেনে রাখ ভাই যে,—তিনি একজন নায়ক বা নায়িকা দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু সত্যের প্রতি যাঁর প্রকৃত অনুরাগ,

সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সত্যস্বরূপের কাছে যাওয়া অসম্ভব

বিরাট প্রকৃতি বা বিশ্বজননী বা পরম-চৈতন্যময় ভগবান, 'অবতার'-আকার ধ'রে সেই সাধক-সাধিকার গুরু বা অভিভাবক হন। জাগতিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও দেহরক্ষা,—সত্যানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

এই কথাগুলো বুঝে, তুমি সাধন পথে অগ্রসর হও। আপাততঃ তোমার কি করা দরকার শোন ঃ—

সাধকের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য

১। প্রাতে ৪॥০ হ'তে ৫টার মধ্যে শয্যা ত্যাগ ক'রে, আধ ঘণ্টা ধারণা করা চাই যে,—"এই দেহ, মন ও প্রাণ—পরম-চৈতন্য-শক্তি-সম্পন্না মা আনন্দময়ীর"। সেই সময় নাভি হ'তে কণ্ঠা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল রক্তিম বর্ণে (কেবলমাত্র বর্ণ—অর্থাৎ মূর্ত্তি নয়) উক্ত পরম-চৈতন্য-শক্তি-সম্পন্না আনন্দময়ী ও শক্তিময়ী ভাবে আছেন—এটাও ধারণা করা দরকার। তারপর নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করা বিধেয়; একশ' হ'তে হাজারের মধ্যে সার্‌বে।

২। বায়ুসেবন—৫॥০ হ'তে ৬।০ পর্য্যন্ত;

৩। পাঠাভ্যাস ও জাগতিক কাজ (দিবাভাগে);

৪। জপ-ধ্যান (সন্ধ্যা ৬॥০ হ'তে ৭টা পর্য্যন্ত); সেই সময়ে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় বর্ণটা নাভি হ'তে কণ্ঠা পর্য্যন্ত আছে,—ধারণা করা চাই। আরও প্রাতের মত ধারণা করা দরকার যে, উক্ত শুভ্রবর্ণে "পরমচৈতন্য-শক্তি মা শান্তিময়ী ও জ্ঞানময়ী ভাবে,—দেহ, মন ও প্রাণে বিরাজিতা"।

৫। রাত্রি ১০টার মধ্যে শয্যাগ্রহণ করা বিধেয়।

৬। যাতে দেহ সুস্থ থাকে ও মন উদ্বেলিত না হয়, সে বিষয়ে সকল সময়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই।

মৌমাছি যখন ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে, তখন তার স্বাধীনতা বজায় থাকে ও প্রাণে মরবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু গুড়ের 'নাগরী'র ভেতর ঢুক্‌লে, বেশী লাভের আশায় অনেক সময়ে প্রাণে মারা যায়। প্রথমে অল্প লাভের আশায় থেকে, সেই কাজে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাক্‌লে পরে অধিক লাভ হবেই হবে।

আজ এই পর্য্যন্ত।

৫২

মান্যবরেষু,—এবার নূতন গুড়ের আমদানি বিলক্ষণ হ'চ্চে, আবার রপ্তানিও মন্দ হ'চ্চে না; তবুও ঝুড়ি ও বাক্স ঠাসা র'য়েচে। ম্যানেজার বাবুদের ভয়ে তেমন রপ্তানি হ'চ্চেনা ব'লেই, বাছাদের এই দশা হ'য়েচে! ঘরের গিন্নীদের চটিয়ে কাজ করা ভাল নয়! তাই ভয়ে ভয়ে চ'লতে হয়! তা ঠুঁটো জগন্নাথ হ'লেই, পাণ্ডাদের যা ইচ্ছা ক'রবে বৈ কি! তবে যা'র যা কাজ ঠিক ক'রে দিয়ে, নাকে শরষের তেল দিয়ে ঘুমানই বিধি!

লোকে পেলে খুলেই মহাখুসী হয়, কিন্তু এ হাবাতের কি দশা ক'রে দিয়েচে,—পেলে খুলেই কান্না পায়! প্রথম কারণ,—লোভটা বেড়ে গিয়ে লাট খেয়ে যাবার ভয়; দ্বিতীয় কারণ,—অন্যের পয়সা খরচ হ'লে পোড়া গাটা 'ইস্‌পিসিয়ে' উঠে। তা কেন 'ইস্‌পিসিয়ে' উঠ্‌বে না গা? অন্যের পয়সা কি পয়সা নয়? তারা কি 'কাচ্ছাবাচ্ছা' নিয়ে ঘর করে না? তাদের দুটো পয়সা থাক্‌লে, সুতরাং তারা যথাসম্ভব সুখে থাক্‌লে,—সুখের কথা নয় কি? দশজনের হাসি-মুখ গুলো—এ পোড়া হৃদয়ের লুক্কায়িত হাসি নয় কি? দশজনের ভাবনা-গুলো এ পোড়া বুকে 'ঢু'মারে না কি? দশজনে খাবার সময় যখন নিবেদন করে, তখন এ পোড়া পেটটা বা মনটা জান্‌তে পারে না কি? ওহো-হো! তাই, তাই বটে,—ক্ষিদেটা দিনের দিন চুলোর দোরে যেতে ব'সেচে; তাই এ সোণার

বদন এখানকার এ তা খেয়ে তৃপ্তি পায় না! তবে কতকটা তৃপ্তি পায় জলটা খেয়ে,—কারণ মানুষগুলো সেটা নিবেদন ক'র্‌তে ভুলে যায়! তা ব'লে এ মুখপোড়া তৃষ্ণায় বুক ফাটায় না,—কারণ মায়েদের মাইগুলো সম্বল আছে। তা আবার, এক হারামজাদী নয়, কত ছুঁচোবেটী এ বদনে—মরি মরি সোণার বদনে—ঠেসে মাই দেয়! তা এ কাঙ্গালের খুব মজা,—কোঁৎ কোঁৎ ক'রে খেয়ে ফেলে! তবুও কি ক্ষিদে মিটেচে? না না,—এ আকাঙ্ক্ষা মেট্‌বার নয়! মিট্‌বে—তখনই মিট্‌বে,—যখন সব খাওয়া ঘুচে গিয়ে, খালি মাই খেয়েই জীবন ধারণ ক'র্‌বে। তা পোড়া মন-প্রাণ যখন শিশুভাবাপন্ন হয়নি বা 'মা' 'মা' রব সার করেনি,—তখন মাতৃদর্শন পেয়ে মাই খাবার সাধ মেটা সম্ভব কি?

আত্মা ও মনের সম্বন্ধ বিচার; মন—মানুষ, আত্মা—গুরু বা ইষ্ট

ও হরি! কি বলাতে কি বলালে, আর কি লেখাতে কি লেখালে! মানুষ 'ইষ্ট' ও 'গুরু' নিয়ে বড়ই গোল পাকায়! মানুষ একটুতে ভুলে যায় যে,—মনই মানুষ সেজেচে, আর মনের মালিক ইষ্ট বা গুরু। সেই মালিকের নাম 'আত্মা'। তাহ'লে আত্মাই—ইষ্ট বা গুরু। 'বিশাল মন' অর্থাৎ 'কালী' যেমন 'বিরাট আত্মা' অর্থাৎ 'শিবের' উপর দাঁড়িয়ে র'য়েচেন, জলের তরঙ্গ যেমন জলের উপর প্রবাহিত হ'চ্চে,—তেমনি মানুষ বা মানুষের মনও আত্মার উপর অবস্থিত। মানুষ বা মানুষের মন যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি ইষ্ট বা গুরু—অণু বা ক্ষুদ্র

'আত্মা' আকারে জীবদেহেই অবস্থিত। ঢেউ যেমন জল ব্যতিরেকে হয় না বা জল ছাড়া থাকে না, তরঙ্গরূপ মনও তেমনি আত্মা অর্থাৎ ইষ্ট বা গুরু ছাড়া কখনও নয়। মনের যখন জোর হয়, তখনই সব সাধ মেটে। মনের কিন্তু সাধারণতঃ 'কাপড়ে হাগা'—অর্থাৎ দুর্ব্বল অবস্থা। তাহ'লে বুঝ্‌তে হবে যে,—মনের জোর হ'লেই সেটা আত্মার সন্নিকটস্থ অবস্থা। আত্মা সাধ মেটাবার ক্ষমতা ধরেন ব'লে—তাঁর নাম ইষ্ট। আবার আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি আছে ব'লে তিনি মনের গুরু,—কারণ, মনের যা কিছু ক্ষমতা, সব আত্মার দৌলতে। তা হ'লে যে যে মাত্রায় 'আত্মার' দিকে এগিয়েচে,—সেই মন বা মানুষ সেই মাত্রায় বিশ্বাসী, ধীর, শক্তিমান্, জ্ঞানী, প্রেমিক ও ইহজগতের সুখ-ত্যাগী।

মানুষের মঙ্গলের জন্যে আত্মার মানুষ আকৃতি ধারণ

মন যেমন নর-নারী সেজেচে, তেমনি মানুষের সুবিধার জন্যে 'আত্মাও' আবার মানুষ-আকৃতি ধরেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সে মানুষের তফাৎ,—তাঁরা মায়ামোহে অভিভূত ন'ন ও জাগতিক সুখ দুঃখ সমান চোখে দেখেন। তা ছাড়া, সে মানুষ সকলের কল্যাণ কামনা করেন, ও সকলকে প্রাণঢেলে ভালবাসেন। সাধারণ মানুষের যা কিছু কার-কারবার নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্যে, কিন্তু তাঁদের কারবার জগৎটাকে নিয়ে—কিন্তু কোনও আশা না পুষে।

আত্মা সর্ব্বব্যাপী ; সুতরাং, 'ইষ্ট' বা 'গুরু' ('আত্মা' ব'লে)

সর্ব্বস্থানে আছেন, সুতরাং ছবিতেও আছেন। খাবার সময়,—"বাবা খাও" বা "মা খাও" ব'লে তাঁকে (অবশ্য তাঁর চরণ দুখানি) স্মরণ ক'রলেই তিনি তুষ্ট—নিশ্চিত তুষ্ট হন্‌। 'তাঁকে' আপনার জেনে ও 'তিনি' নিশ্চিত সাম্‌নে এসেচেন, এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে,—"খাও বাবা" বা "খাও মা" ব'ল্‌লে, সেই আবেদন তিনি নিঃসন্দেহ গ্রাহ্য করেন। একজনকেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী বা ব্রহ্মাণ্ডপতি জেনে দিলেই সকলকে দেওয়া হয়; সকলকে মানে,—গত আত্মীয়-আত্মীয়াদের সঙ্গে আর আর গত জীবদের। এইটাই দৈনিক শ্রাদ্ধ। তবে ধারণা রাখা চাই যে, তিনি জগৎময় ব্যাপ্ত ও তিনিই শিশুর বা ভক্তের ডাকে ক্ষুদ্রাকারে এসেচেন।

ইষ্ট বা গুরু ছবিতেও সজীব ভাবে আছেন

'তাঁর' শ্রীচরণে দূর্ব্বা অর্পণ ক'রবার সময়ে, মনে মনে ধারণা করা চাই,—নিজের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের দেহ, মন ও প্রাণ, অর্থাৎ 'আমি'টা, ভক্তি-চন্দনে মিশ্রিত বা সিক্ত হ'য়ে দূর্ব্বা-সম ক্ষুদ্রাকারে পরমপিতা, মাতা বা স্বামীর শ্রীচরণে অর্পিত হ'ল। আর বলা চাই,—বাবা—মা,—এ দাসের বা দাসীর এই ভিক্ষা—যেন সেই ভাবে 'আমি'টা চিরকাল ঘাড় হেঁট ক'রে থাকে"। তিনটী দূর্ব্বা দিলেই যথেষ্ট হয়; তবে প্রত্যেক দূর্ব্বাটী হাতে নিয়ে, অন্ততঃ দশবার নাম জপ করা দরকার। জপের সময় মনে রাখা চাই যে, মন্ত্রগুলি উজ্জ্বল সুবর্ণময় অক্ষরে দূর্ব্বা

পূজা-প্রকরণ—দূর্ব্বা-দান

বা ফুলের বা জলের সঙ্গে মিশ্রিত আছে। এ কথাও জেনে রাখা দরকার যে, এই সময়ে উক্তরূপে ধারণা ক'রে জপের মাত্রা বাড়াতে পার্‌লে, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের দৌলতে সুফল ফলে।

এইভাবে ফুল নিয়ে ব'ল্‌তে হবে,—"আমার বা আমাদের জড়-প্রধান মন তোমার শ্রীচরণে সৌগন্ধময় কুসুমাকারে অর্পিত হ'ল,—বাবা, মা বা স্বামী গ্রহণ কর"। আবার ঐভাবে জল নিয়ে ব'ল্‌তে হবে,—"আমার বা আমাদের আঁখিবারির সম্বল নেই ব'লে, নির্ব্বিকার গঙ্গাবারি দিয়ে তোমার পা দুখানি ধুয়ে দিচ্চি"। তবে জলদানের পূর্ব্বে বিশেষভাবে মনে ক'র্‌তে হবে,—উজ্জ্বল অক্ষরের মন্ত্রগুলো জলের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে দেওয়া হ'চ্চে।

পূজা-প্রকরণ, পুষ্প ও জলদান-পদ্ধতি

এই সময়ে প্রত্যেকবারে অন্ততঃ ১০৮ বার জপ করা দরকার। তারপর তাম্রপাত্রে জল ঢালবার সময়ে স্বর্গীয় পিতা-মাতার, আত্মীয়-স্বজনের ও ইহলোক ও পরলোকবাসী পরিচিত বা অপরিচিত, পুণ্যবান বা পাপী ও ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল—সকল জীবের উদ্দেশে ঐ শ্রীচরণামৃত পাত্রে ঢালা বিধেয়। তিনবার এইভাবে বলা ও জল ঢালা দরকার। সর্ব্বশেষে, "কর্ম্মাকর্ম্মের ফলগুলো নৈবেদ্য আকারে অর্পিত হ'ল",—এই ব'লে নৈবেদ্য উৎসর্গ ক'রে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা আবশ্যক। যে মাত্রায় তাঁকে "আপনার বাবা", "আপনার মা" বা "আপনার স্বামী" ব'লে

বদ্ধমূল ধারণা হবে, সেই মাত্রায় পূজার ফল পেতেই হবে। তবে, যথাসম্ভব সত্যকথা ক'ইলে ও সত্যাচারে থাক্‌লে, সংসারে রোগ-শোক-তাপ ক'মে যাবে। সত্যসেবা ও কর্ম্মই (যার যা কর্ম্ম) প্রধান ধর্ম্ম। প্রত্যহ উক্ত বিধানে দূর্ব্বা, ফুল, ফল ও জল দেবার সুবিধা না হ'লে, তিনবার জলদান ও তিনটী ফুলদান ক'র্‌লেই চ'ল্‌বে। তবে যে পরিমাণে তাঁকে 'বাবা' বা 'মা' জেনে ও কোনওরূপ প্রত্যাশা না রেখে সাজান হবে, তিনিও আপনা হ'তে সেই পরিমাণে জ্ঞান-বসন ও প্রেম-ভূষণ দিয়ে সাধক-সাধিকাকে সাজাবেন (অবশ্য সাজ্‌বার সাধটা যদি নিজের প্রাণে না জাগে)।

সত্য ও কর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম

ছুটীর সময়টা আপনার প্রত্যহ কি বিধানে চলা দরকার তবে শুনুন ঃ—

১। প্রাতে ৪৷৷০টা বা ৫টা হ'তে ৬টা পর্য্যন্ত প্রাতঃক্রিয়া জপ-ধ্যান ইত্যাদি। ধ্যানের সময় অর্থাৎ আসনে ব'সেই ধারণা ক'র্‌তে হবে,—'পরম-চৈতন্য-শক্তি-সম্পন্না মা আনন্দময়ী এই দেহে মনে ও সংসারে বিরাজিতা, অর্থাৎ দেহ, মন ও সংসার তাঁর'; আর ভাববেন,—তিনি উজ্জ্বল লোহিতবর্ণে অর্থাৎ প্রভাতকালীন সূর্য্যের মত বর্ণে নাভি হ'তে কণ্ঠ পর্য্যন্ত অবস্থিত। মূর্ত্তি ধারণা কর্‌বার দরকার নেই; রঙ ও গুণ ধারণা ক'র্‌লেই আপনার ভিতর শক্তি ও গুণ এসে যাবে। এ সময়ে ফুলচন্দন দিতে হবে না।

প্রাত্যহিক কর্ম্ম-বিধি

২। ৬টা হ'তে ৭টা পর্য্যন্ত বায়ু-সেবন ও ভ্রমণ। বায়ু-সেবনের সময় মনে ক'রতে হবে,—সেই পরম-চৈতন্য-শক্তিকে সূর্য্যের রশ্মি ও বায়ু আকারে উপভোগ ক'রূচি। এই সময়ে অন্ততঃ উন্মুক্ত ছাদের উপরে 'পাইচারি' করা দরকার।

৩। ৭টা হ'তে ৯টা পর্য্যন্ত বৈষয়িক কার্য্য।

৪। ৯টা হ'তে ১০টা পর্য্যন্ত স্নান, জপ ও পূজা। তারপর আহার ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম।

৫। ১১টা হ'তে ৫টা পর্য্যন্ত জাগতিক কর্ম্ম সাধন ও সেই সময়ে কখন কখন উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ ধারণা করা ও তিনি পরম-চৈতন্যশক্তি-সম্পন্না জ্ঞানময়ী ও শান্তিময়ী ভাবে দেহে মনে ও সংসারে বিরাজিতা,—এই চিন্তা যথাসম্ভব জাগরুক রাখা আবশ্যক।

৬। সন্ধ্যা ৬৷৷০টা হ'তে ৭৷৷০টা পর্য্যন্ত আহার ও বৈষয়িক কাজ।

৭। ১০টা হ'তে ৪৷৷০টা বা ৫টা পর্য্যন্ত নিদ্রা। নিদ্রার পূর্ব্বে সাদা বর্ণটা দেহে ও মস্তিষ্কে পরম শান্তিময়ী-ভাবে আছে,—এইরূপ ধারণা করা চাই। তিনবার 'বাবা' 'মা' বা 'প্রাণবল্লভ' ব'লে শয্যাগ্রহণ করা বিধেয়।

জাগতিক সাধ ও চিন্তাগুলো এলেই,—"বাবা, মা বা প্রাণ-বল্লভ, তোমার সাধ বা ভাবনা তুমিই নিয়ে থাক" ব'লূতে পার্‌লেই জিত্‌। সত্যের যথাসম্ভব আদর রেখে এইভাবে চ'ল্‌লেই, তাঁকে সংসারের সব ভার নিশ্চিত নিতে হ'বে।

মা,—তোর দু'খানা চিঠি পেয়েচি। তাগাদার চিঠি-গুলোর উত্তর দিতে গিয়ে তোর চিঠির আদর করা হয় নি।

মা-জননী তোর বাড়ীতে আস্‌তে সাধ পুষেচেন, এটা ত আনন্দের—মহা আনন্দের কথা। বুক বেঁধে ব'লে পাঠাবি,—ও ব'লবি তাঁর কাঙ্গাল ছেলেও এ খবরে মহাখুসী হ'য়েচে।

সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়াই আত্মীয়তা

একজনের সুখে অন্যে সুখী ও একজনের দুঃখে অন্যে দুঃখী,—এইত আত্মীয়তা। শুধু মুখে সুখ-দুঃখ দেখালে চ'ল্‌বে না, 'ধরণ-করণে' দেখাতে হবে। তোদের সেটা নেই,—তেমন মিশ্‌-ঘুশ্‌ নেই ব'লে। সকলেই নিজে মস্ত বোজ্‌দার ও নিজের গণ্ডা নিয়ে মহা ব্যস্ত, এই দুই কারণে মানুষের—"বে' ফুরা'লে ছান্‌লায় লাথী" এই ধরণটা হ'য়েচে! মানুষ যখন—তখন দোষ ত থাক্‌বেই থাক্‌বে; কিন্তু দোষগুলোকে উপেক্ষা ক'রে, একজন যখন অপরের গুণগুলোর আদর ক'র্‌তে শিখ্‌বে, তখনই প্রাণের টান হ'তে প্রকৃত আত্মীয়তায় দাঁড়াবে। এই ভাবে যে চ'ল্‌বে তারই বিশেষ লাভ, কারণ সেই গুণবান্ গুণবতী হ'য়ে প'ড়বে।

অন্যের দোষ উপেক্ষা ও গুণের আদর ক'রলে মানুষ ক্রমে গুণবান গুণবতী হয়

নিজের প্রতি সম্মান বা ভালবাসা নেই ব'লে, মানুষ অপরকে

সম্মান দিতে বা ভালবাস্‌তে পারে না। যিনি নিজেকে সম্মান করেন বা ভালবাসেন, তিনি দশজনের দ্বারা সম্মানিত হ'ন ও দশজনের ভালবাসা পান। যিনি সত্যাচারী ও সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী, তিনি অযাচিতভাবে সম্মানিত হ'ন ও ভালবাসা পান। নিজেকে ভালবাসা মানে—ঈর্ষা, কুৎসা, দম্ভ, অধৈর্য্য, আলস্য অসত্য ইত্যাদি অগুণ হ'তে মনকে সামলান।

আপনাকে ভালবাসলে সকলে ভালবাসে

মানুষের ঘরে ঘরে এত অভাব-অশান্তি বা শোক-তাপ কেন? একমাত্র সত্যের অভাবে। এক গুণের অভাবে মানুষ যত কিছু অগুণে ভর্ত্তি হ'য়েচে ও হ'চ্চে। মানুষ 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' ক'রে মরে, অথবা উচ্চ-বংশীয় ব'লে গর্ব্ব করে,—কিন্তু কার্য্যতঃ ঘোর মিথ্যাচারী হ'চ্চে। যিনি সত্যকে সম্বল ক'রেচেন, তিনি নির্ভীক, ধীর, নির্ভরশীল, ক্ষমাবান্‌, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও বিনীত। তাই বলি মা,—হায়রে ভারত! তুমি কি ধন না হারায়েছ!

সত্যের অভাবে ঘরে ঘরে অশান্তি ও শোক তাপ

সত্যসেবীর লক্ষণ

কুলাচার, লোকাচার, দেশাচার বা বাহ্যিক বেশ-ভূষা ধর্ম্ম-কর্ম্ম নয়; ধর্ম্ম প্রাণের সামগ্রী। ধর্ম্ম,—সত্যাচার, স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিধি বেঁধে জাগতিক ও পারলৌকিক কাজ সাধা। ধর্ম্ম,—একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্প। ধর্ম্ম,—ক্রমশঃ জড় ছেড়ে চৈতন্যে গতি। ধর্ম্ম,—সংসার-বর্জ্জন নয়, বরং সংসারে থেকে তাঁর

প্রকৃত ধর্ম্ম কি

কর্ম্ম ভেবে, প্রাণ মন ঢেলে কর্ম্ম সাধা। ধর্ম্ম,—"আমি" বর্জ্জন। ধর্ম্ম,—নিজের অগুণের সমালোচনা ও পরের গুণাবলীর সমাদর। ধর্ম্ম,—'মনকে' 'আত্মায়' পরিণত করা। ধর্ম্ম,—আত্মার সহিত চৈতন্যময় মনের সম্মিলন। একজন উচ্চ-বংশীয় বা উচ্চ-বংশীয়া হ'য়ে বা 'ধর্ম্ম-কর্ম্মে' নিযুক্ত থেকেও যদি হৃদয়ের দারুণ মলিনতা নিয়ে ঘর করেন, তাহ'লে কি বুঝতে হবে না যে, তাঁর সেই কুলে জন্মগ্রহণ একটা লীলার সামিল বা তাঁর 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' মুখস্থ ব্যাপার মাত্র? সত্যবাদিতা, উদারতা, ক্ষমাশীলতা, বিনয় ও ধৈর্য্য,—প্রকৃত উচ্চবংশের লক্ষণ নয় কি? 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' ক'রেও যদি দিনের দিন অগুণগুলোকে বর্জ্জন ক'রে গুণের আদর করা না হয়, তা'হলে যাঁকে 'বাবা,' 'মা' বা 'প্রাণ-বল্লভ' বলি, তাঁরই বদনে 'চূণ-কালি' মাখান হয় না কি? মনে

আধুনিক সমাজের অবনতি

হয়, সমাজ শাঁস ফেলে দিয়ে খোসা নিয়ে আছে ব'লে—অর্থাৎ ঘরে ঘরে ও জনে জনে সত্যের অপলাপ ক'রচে ব'লে, মানুষ দিনের দিন অগুণে পূর্ণ হ'চ্চে। তাই মা, তোর কাঙ্গাল ছেলের মনে হয় যে, ধর্ম্ম-জীবন ও কর্ম্ম-জীবন গঠন ক'র্‌তে হ'লে ও

জাতীয়-জীবন গঠনের উপায়

জাতীয় নবজীবনের-পত্তন ক'র্‌তে হ'লে,—পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণের সত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে, বালক-বালিকাদের এই মন্ত্রে দীক্ষিত করা বিশেষ কর্ত্তব্য। পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণের আরও আবশ্যক,—নিজের নিজের কর্ম্ম দ্বারা

বালক-বালিকাদের দেখান যে, জীবনের উন্নতি সাধিত হয় ধৈর্য্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা।

লোকে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ত্যাগ করা বিধেয় ব'লে শিক্ষা দেয়। কিন্তু মা, এ মূর্খকে দেখায়েচেন,—মিথ্যাচারের সঙ্গে ঈর্ষা, কুৎসা ও ক্রোধকে দমন ক'র্‌লে অনেক সুফল ফলে। তাহ'লেই ক্রমশঃ অন্যান্য অগুণগুলো আপনা হ'তে লুকায়িত হয়।

আজ এইখানেই সাঙ্গ করা যা'ক্, কারণ অনেকগুলি চিঠির উত্তর দিতে বাকি আছে।

ভক্তিময়ি,—কে কি ভাবে ডাকে, লিখে জানালে বা না লিখ্‌লেও, শ্রীগুরু জানিয়ে দেন। দেহ ধ'রে যারা টানাটানি করে বা যারা নিজের নিজের জন্যে যা-কিছু চায়,—তারা ঠ'কে যায়। যিনি সকলের তাঁর ভালবাসা বা প্রসাদ অতি অল্প মাত্রায় পেয়েও যারা মহাখুসী, তাদেরই তিনি দিনের দিন আরও তুষেন। সামান্য উপকারকে যে কৃতজ্ঞতার সহিত মহা উপকার ব'লে মানে ও নিন্দাবাদে বা অপকারে যে নিজের "আমি"টা পদদলিত হ'চ্চে ভেবে, নিন্দাকারী বা অপকারকারীর উপর রুষ্ট না হয়,—সেই জন দিনের দিন মানুষ হ'তে দেব-দেবী হ'য়ে যায়।

কৃপার অধিকারী কে

এ ধরার যা-কিছু সবই দু'দিনের। দু'দিনের তৃষ্ণাকে দমন ক'রে, যাঁকে মন-প্রাণ দিলে সকল তৃষ্ণা নিবারণ হয় তাঁর গুণগুলো যদি মানুষ ভাবে, তাহ'লে গুণবান-গুণবতী হ'য়ে তাঁর সঙ্গের সাথী হ'বেই হ'বে। কিন্তু দেহগুলোর কথা ভাব্‌লে, যাকেই ভাবা যাক্ না কেন, তার যা কিছু অগুণ পেতেই হ'বে। ভাবা চাই,—সেই পরমচৈতন্যশক্তি-যুক্ত আনন্দময় এই দেহ মন ও সংসারের মালিক। জপ-ধ্যানের সময়ে ও অন্য সময়ে এই ভাবটা প্রাণে জাগিয়ে রাখ্‌লে ও এমন কি সকল সময়ে এই কথা মনে মনে ব'ল্‌লে, সেই সাধক-সাধিকা দিনের দিন একজন শ্রীরাধা

সাধন-রহস্য

হ'য়ে যান অর্থাৎ "প্রাণবল্লভ" বুলি ও সেই ধ্যান সার করেন, আর একজন শ্রীরামকৃষ্ণ হ'য়ে পড়েন অর্থাৎ "মা মা" বুলি ও সেই ধ্যান সার করেন; তার মানে—যাঁকে ধ্যান-জ্ঞান করা যাবে ক্রমশঃ তাই হ'য়ে পড়া খুব সম্ভব।

তবে যিনি সত্যসেবা করেন ও অন্য ভাবনা বা সাধ প্রাণে জাগ্‌লেই নিজ মনকে এই ব'লে সাম্‌লান যে,—"যাঁকে বাবা, মা, বা প্রাণবল্লভ ব'লে জানি, তাঁরই মুখে চূণ-কালি লাগাব না", সেই সাধক-সাধিকার দেহটাকে তিনি তাঁর 'বৈঠকখানা' বা 'বিহার-ভূমি' ক'রে ফেলেন। তবেই, চিরদিনের বিহার-সুখ পাওয়া সম্ভব; তবেই মানুষ জ্ঞানের বসন ও প্রেমের ভূষণ প'রে, শক্তিমান্ ও শক্তিময়ী হ'য়ে যুবরাজ বা শ্রীরাধা পদে বরিত-বরিতা হ'ন।

"এখানকার যা পেয়েছি ঢের পেয়েছি ও সবই তাঁর"—এই ভাবটা যাঁর প্রাণে গাঁথা, কালে সে জন 'যুবরাজ' বা 'প্রণয়িনী' পদে বরিত হ'ন। তবে জানা চাই যে,—সত্যবাদী-সত্যবাদিনী হ'লে ও প্রাণে প্রাণে সকলের মঙ্গল-কামনা ক'র্‌লে আর ভাবনা-বাসনাগুলোকে তাঁর শ্রীপদে ফেলে দিলে, তবেই তিনি সব সাধ প্রাণখুলে মেটান।

একাদশীর দিনে কি খাওয়া বিধেয়

দেহ ও মন যখন তাঁর, তখন সেগুলোকে যত্নে রাখা দরকার। নির্জ্জলা উপবাস ধর্ম্ম নয় বরং অধর্ম্ম। তবে উপবাসের দিন কুঁচকি কণ্ঠা ভ'রে খাওয়া অবিধেয়; দরকার—সামান্য মিষ্টি খেয়ে জল খাওয়া।

তিনি সকল সময়ে সকলের কাছে আছেন,—এই কথায় বিশ্বাস রেখে যারা ভবের খেলা সাঙ্গ ক'র্‌বে, তারা চিরকালের জন্যে সুদিন পাবেই পাবে।

"তাঁকে ভালবাস্‌তে পাল্লুম না বা তাঁর সেবা ক'র্‌তে পেলুম না"—ব'লে যারা প্রাণে প্রাণে খেদ করে, তাদের সামান্য সেবায় ও সেই ভালবাসার প্রতিদানে তিনি মহাতুষ্ট। "আমার—আমারই 'মা' 'বাবা' বা 'প্রাণবল্লভ' "—ব'লে যার ধারণা, তিনি তার—নিশ্চিত তার। তবে ভয় কিসের? তবে মন-মরা হ'বার কারণ নেই। সন্দেহ ক'র্‌লেই কিন্তু বিচ্ছেদ—চির-বিচ্ছেদ।

আজ এই পর্য্যন্ত।

মাগো,—আজ তোমায় চিঠি লেখাতে বসালে; এটা নূতন ব্যাপার, তাই অবাক্ হ'বার কথা! তোমার বুকটা যখন কি রকমের হ'য়ে যায়, আর তুমি যখন চোখের জলের সঙ্গে ও এ-তা কথার সঙ্গে ব'লে ফেল,—"বাবা গো এ কি হ'ল"!—তখনই এ কাঙ্গাল ছেলেকে কাজে ব্রতী হ'তে হয়; এবারও তাই হ'তে হ'ল। তবে মা,—তোমার প্রাণ-জুড়ান কথা এ ছার চিঠিতে পাবে কি না, যে লেখাচ্চে সেই জানে।

ওমা, তুমি তাঁকে যখন যা বল, তিনি সব শুনেন। আরো জেনো—ভাল জেনো মা,—তিনি তোমার মঙ্গল—চিরমঙ্গলের ব্যবস্থা ক'রেচেন। এটা কথার কথা বা মিথ্যা সান্ত্বনা-বাক্য নয় মা। ছেলে-মেয়েদের খোস্-পাচড়া হ'লে, মা সাবান, কাঁচি ও জল নিয়ে ধোয়াতে বসেন। ছেলে-মেয়েরা কিন্তু কত হাত পা ছুড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদে! মা তাতেও কোন কথা না শুনে, নিজ মনে কাজ সেধে যান। দশ পনের দিন বাদে যখন ছেলে-মেয়েরা সুস্থ হ'য়ে খেলে বেড়ায়, মা তখন একটু মুচ্‌কে হেসে বলেন,—"দেখ্‌লি, ঘা ধুয়ে দিয়ে ভাল ক'রেচি না মন্দ ক'রেচি?

মাগো, মানুষের 'আদৎ মা' ও 'আদৎ বাপ' আপনার ছেলে-মেয়ের কল্যাণ—চিরকল্যাণের জন্যে কতকটা এইভাবে

যে স'হে যায় সেই কৃপা পায়

তাঁর ধারায় নিজ কাজ সাধ্‌চেন। মানুষ কিন্তু চায়—বেছে গুছে তাঁর দানগুলো নিতে! তাই এ ধরা কান্নার হাট বা 'হায় হায়ের বড়বাজার' হ'য়ে প'ড়েচে! ওমা, যে তাঁর সামান্য দানে মহাখুসী বা মহাকৃতজ্ঞ ও যে তাঁর দেওয়া নেওয়াতে কোনও কথা কয় না,—সেই মানুষকে তিনি দিতেই থাকেন। দেন—কাচের বা পিতলের গহনার বদলে মণিমুক্তার গহনা; আবার সে দেওয়া চিরকালের জন্যে।

আচ্ছা মা, তোমাদের ছেলে-মেয়েরা তোমাদের 'বাবা' 'মা' ব'লেচে ব'লেইত তাদের জন্যে ভেবে মর? তেমনি

ভাবলে ভাবান, না ভাবলে ভাবেন

মা, তোমরাও যদি তাঁকে ঠিক্‌ঠাক্‌ 'বাবা' 'মা' বল, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্যে ভাব্‌বেন না কি? মানুষ, অমুক তমুক সেজে ভেবে মরে ব'লে,—তাই তিনি মানুষের কাছে লুকিয়ে আছেন। মাগো জেনো,—তাঁরই 'বাবা' বা 'মা' বলা ঠিক্‌ঠাক্‌ হ'য়েচে, যিনি ভাবনা বা সাধগুলোকে তাঁর শ্রীপদে ফেলে দিয়ে, জাগতিক কাজগুলো প্রাণ ঢেলে সেধে যান। এই ভাবে দু'দিনের খেলা খেল্‌তে পার্‌লে, তিনি নিজ শ্রীকরে তার সব ভার নেন; শুধু ভার নেওয়া নয়—পূর্ব্ব সাধগুলো মেটাবার আয়োজন করেন।

মাগো,—দেখায়েচেন, মানুষ যে শোক-তাপ পায় বা অভাব অশান্তির ভিতর থাকে,—তা খালি মনের জোরের অভাবে।

'সত্যই সংযম মহান্'

মানুষের যে মনের জোর নেই, তা কিন্তু কুশিক্ষার জন্যে। ওমা, দেখায়েচেন—ঠিক্-ঠাক্ দেখায়েচেন যে,—**একমাত্র সত্যকে সম্বল ক'র্‌লে, ইহ ও পরকালের কাজ হাস্‌তে খেল্‌তে সাধা সম্ভব—খুব সম্ভব।** আরো দেখায়েচেন যে,—এইগুণে যে পিতা-মাতা ভূষিত-ভূষিতা, ছেলেমেয়ে বা আত্মীয়-স্বজন কা কথা,—ধর্ম্মরাজ যমও তাঁদের কাছে হার মানেন। মাগো, এক **সত্য** হ'তে ধৈর্য্য, নির্ভরতা, নির্ভীকতা, উদ্যম ও অধ্যবসায় এসে যায় ও ঈর্ষা, কুৎসা, গর্ব্ব প্রভৃতি ছুটে পালায়। সত্য হ'তেই মানুষ বুঝ্‌তে পারে,—**ধর্ম্ম ছেড়ে কর্ম্ম হয় না, কর্ম্ম ছেড়ে ধর্ম্ম সম্ভব নয়।**

মাগো,—মানুষের আদৎ 'বাপ' বা 'মা' সত্যস্বরূপ বা সত্যস্বরূপিনী। **তাঁকে** জান্‌তে, চিন্‌তে বা **তাঁর** সঙ্গে মিশে যেতে হ'লে,—**তাঁর** প্রধান গুণ সত্যকে সম্বল

তিনি সত্যস্বরূপ—সত্যস্বরূপিনী

করা দরকার নয় কি মা? **তাঁর** প্রধান গুণ পেলে বা সেই গুণে গুণবান্ গুণ-বতী হ'লে, যার যা অভাবের মত অভাব-গুলোকে সেই শক্তিতে বা সেই বলে বলীয়ান্ হ'য়ে মোচন করা সম্ভব নয় কি? তাহ'লে কি কারুর ছেলে-মেয়ের অকালমৃত্যু হয় বা তারা বাপ-মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ সাধ্‌তে পারে? মাগো, চিরকাল একভাবে বা এক

জগতের বিধান—
'ওলট-পালট'—
পরিবর্ত্তন

নিয়মে এ ধরা বা কোন সংসার চলে নি বা চ'ল্‌বে না। এই ভারতে কত রাজা এল ও গেল; সংসারেও কত মানুষ এল ও গেল! **জগতের বিধান—পরিবর্ত্তন—ওলট পালট।** যতদিন যতটা 'মনের' রাজত্ব, ততদিন ততটা গড়া-ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা-গড়া বা অদল-বদলের কারখানা চ'ল্‌বেই চ'ল্‌বে। তা এ রাজ্যের কা কথা,—উপদেবতারা ও দেবতারা যে রাজ্যে আছেন, সেই সেই রাজ্যেও এ খেলা চ'লেচে ও চ'ল্‌বে। তবে ব্রহ্ম বা কৈবল্য-ধামে পৌঁছুলে সব খেলা চুক্তি হ'য়ে যায়।

মাগো,—কিছুদিন আগে মানুষের কেবলমাত্র জাগতিক যা-কিছুর ক্ষিদেটা বেশী ছিল। কিন্তু মা, এখন কতক লোক এ জগতের সুখের জন্যে ও কতক লোক পরলোকের সুখের তৃষ্ণায় ফিরচে ঘুরচে। এটা পরিবর্ত্তনের কাল, সুতরাং দু'চার জন বাদে দুই দলের মানুষই লাট খেয়ে যাবেই যাবে। তার মানে,—যারা কেবলমাত্র 'টাকা' 'টাকা' ক'রে বেড়াচ্চে তারাও ঠিক পথে চ'ল্‌চে না, আবার যারা 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' ক'রে বেড়াচ্চে তারাও সোজা পথের পথিক নয় ব'লে মনে হয়। এক বাড়ীতে ভাই ভাইএর মধ্যেও কালের বিধানে দুটো ও কোন স্থলে তিন রকমের দল বাঁধাবাঁধি খেলা চ'লচে!

মানুষ সোজা পথে
না চ'লে ঘুরে ম'রছে

ধর মা,—কোন বাড়ীর ছেলেরা লেখাপড়া ও স্বাস্থ্যবিধি

পালন ক'রে, হারমোনিয়ম নিয়ে গান করে ও বাড়ীতে থেকে দু-চার জনের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করে। তাদের বাপ-মা যদি সেই কাজে বাধা দেন, তাহ'লে তারা সাধ মেটাবার জন্যে এধার ওধার যাবে না কি? যতই কেন চোখ রাঙান যাক্ না, তারা একাজ সাধ্‌বেই সাধ্‌বে। আবার বাড়ীতে যদি এ সুবিধা না পায়, যার তার সঙ্গে মিশবেই মিশবে। সুতরাং অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য নয় কি তাদের সে সুবিধাটুকু দেওয়া,—আর কোনটা ভাল বা কোনটা মন্দ—শুধু মুখের কথায় নয়,—**নিজ নিজ কাজের দ্বারা** দেখান ও যথাসম্ভব সুশিক্ষা দেওয়া?

প্রকৃত শিক্ষা কাকে বলে

মানুষ মনে করে,—ছেলে-মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাচ্চি বা তাদের অভাব মোচন ক'র্‌চি—তাতেই কর্ত্তব্য হাসিল হ'ল! ওমা, তাতে কর্ত্তব্য-চুক্তি হয় না—কখন হয় না। মাগো,—"কর্ম্ম ছেড়ে ধর্ম্ম হয় না ও ধর্ম্ম ছেড়ে কর্ম্ম হয় না" এই শিক্ষা দেওয়া এইকালে বিশেষ দরকার হ'য়েচে। তা না হ'লে,—একদল যেমন বাড়ী ছেড়ে 'পিট্টান' দেবে, অন্যদল তেমনি রেষা-রেষি গণ্ডগোল নিয়ে মিথ্যাচারে থাক্‌বে। তাহ'লে বুঝা সহজ যে মানুষ নিজের নিজের গলদগুলোকে মুছে না ফেল্লে, ঘরে বাহিরে জ্ব'লবেই জ্ব'লবে। ঘরের জ্বালাটাই বড় জ্বালা নয় কি মা?

কর্ম্মই ধর্ম্ম—ধর্ম্মই কর্ম্ম

ও-বাড়ীর ছেলেরা জল-জ্যান্ত দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাচ্চে যে,

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মানুষ 'বিতিকিচ্ছি' মেরে যাচ্চে

ঘরে ব'সে সংসারের কাজ সেধে ও আমোদ আহ্লাদ ক'রে—'বড় আমোদ' পাওয়া সম্ভব। সুতরাং তাদের এ-জায়গায় ও-জায়-গায় টোক্‌লা সেধে বেড়াতে হ'চ্চে না। কিন্তু এ শিক্ষা ক'টা বাড়ীতে পাচ্চে মা ? তাই মানুষ বিতিকিচ্ছি মেরে যাচ্চে ও নিশ্চিত আরো যাবে।

সংসার ও সন্ন্যাস

প্র—ভায়া ও-বাড়ীতে আস্‌তো যেতো ব'লে বা এই 'আহাম্মকটার' সঙ্গে ভাব ক'রেচে ব'লে, যাঁর যা মনে এসেচে ব'লেচেন। তবু মা,—প্র—ভায়া নিজগুণে সংসারে থাক্‌বে ও বাপ-মা'র চোখের জল ফেলবার কারণ হবে না। কিন্তু মা, দেখায়েচেন যে,—ন—ভায়া সংসার ছেড়ে বাবা-মা'র চোখের জল ফেলার কারণ হ'য়েচে ব'লে, মহা চেষ্টাতেও ধর্ম্মরাজ্যে প্র—ভায়ার মত হ'তে—ইহ-জীবনে পারবে না। মাগো, এ মূর্খের সাধ,—দুই ভাইই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করুক, কিন্তু দু'জনের মধ্যে কেউ যেন কারুর চোখের জল ফেলবার কারণ না হয়।

মাগো,—দেখায়েচেন, যারা এই 'ধর্ম্মের দল' বেঁধেচে, তারা হয় 'ছেলে-ধরার দল' সেজেচে, আর না হয় সংসারী জীবেদের চেয়েও মহা-সংসারী হ'য়েচে! এদের কাজ,—পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়া, পরের পয়সায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, 'চিতে বাঘ' সেজে সচল 'দম্ভের স্তম্ভ' হ'য়ে জগৎটাকে—

বাহ্যিক সন্ন্যাসী সংসারী হ'তে অধম

বিশেষতঃ সংসারী জীবদের—অবজ্ঞা-চক্ষে দেখা, পিতা-মাতার বা আত্মীয় স্বজনের আঁখি-বারি-পাতের কারণ হওয়া ও কতক-পরিমাণে আলস্যকে ও অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া। ভিতরে যখন আমি সাধু হই নি ও আমি যখন ভাবনা বাসনা নিয়ে ঘর করি,—তখন আমার গৈরিক বসন পরা, বা নিজেকে "ত্যাগী" বা "স্বামী" ব'লে জগতে প্রচার করা মিথ্যাচার নয় কি? আমায় যখন এক সংসার ছেড়ে, অন্নবস্ত্রের দায়ে অন্য সংসারে ঢুক্তেই হ'ল—তখন আমি তখনও 'সংসারী' নয় কি? যাঁদের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ও যাঁদের ঋণ শোধ করা ইহজীবনে অসম্ভব, তাঁদের যারা হতাদর কর্তে প্রশ্রয় দেয়,—তারা কদাচারী নয় কি? আমার পিতা-মাতা ভূত-পেতনী হ'লে আমিও ভূত-পেতনী নয় কি? পিতা-মাতাকে দেব-দেবী জ্ঞানে সেবা না ক'রে যে 'মহাপুরুষ'দের সেবা ক'রতে যাচ্ছি, তারা কোন অংশে বা ভাবে মহাপুরুষ—এ খবর আমার নেওয়া উচিত নয় কি? সংসারে থেকেই বঙ্গমাতার বিশেষভাবে মুখোজ্জ্বল ও শ্রদ্ধেয় এক জন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, একজন শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও একজন শ্রীমৎ দুর্গাচরণ নাগ হন্ নি কি!

পিতা-মাতার চোখের জল ফেলালে—ধর্ম্ম হয় না

মনের জোর না হ'লে যখন রেহাই নেই, তখন কাপুরুষের মত এক সংসার ছেড়ে অন্য সংসার পাতা—মানুষের মত মানুষের কাজ কি? দশজনের, বিশেষতঃ পিতা-মাতার, চোখের জল ফেল্‌বার কারণ হ'লে ভুগ্‌তে হবে না কি?

বাস্তবিক তাঁর জন্যে যদি প্রাণ কাঁদে ও সংসার যদি সে পক্ষে ব্যাঘাত দেয়, তাহ'লে সে ব্যাঘাত তিনি হঠাতে পারেন না কি? এই বিশ্বাস বা নির্ভরতার যার বিশেষ অভাব, তার ধর্ম্ম করা মতিভ্রম নয় কি? কর্ম্মক্ষয় না হ'লে কাহারও কি তাঁর প্রকৃত প্রসাদ পাওয়া সম্ভব? তাঁর সন্তান সাজ্‌তে সাধ্‌ পুষ্‌লে তাঁর ভাবে চলা বিধেয় নয় কি? তাঁর কি 'সকলে থেকে কিছুতেই নেই'—এই ভাব নয়? মাগো,—এ হাবাতেও বার বছর আগে সংসার ত্যাগ কর্‌বার ফন্দি খাটিয়েছিল, কিন্তু পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্মাবলীর ও ইহজীবনের কর্ত্তব্যগুলির চিত্র দেখায়ে, অতি কৌশলে তিনি এ মূর্খকে এখনও সংসারক্ষেত্রে রেখে-চেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তানকে কোন্‌ বাপ-মা না ভালবাসেন বা সাজান গোজান? তাই মা, এ হাবাতেকে ব'লেছিলেন,—

যার বিশ্বাস-নির্ভর নেই তার ধর্ম্ম করা মতিভ্রম

"সংসারে থেকে দশ দিনে যা পাবি, সংসার ছেড়ে দশ মাসেও তা পাবি না"। "আমি একজন হবই হব, আমার হিস্যা লবই লব" —ব'লে, ও তাঁকে আপনার 'বাপ' 'মা' বা 'প্রাণবল্লভ' জেনে জাগতিক ভাবনা বাসনা-গুলোকে প্রাণ হ'তে মুছে ফেল্লেই, তাঁকে সেই সন্তানের দ্বারে দ্বারবান সেজে দাঁড়ায়ে থাক্‌তে হয়। জিজ্ঞাসা করি মা,—স্বামিজীদের মধ্যে ক'জন বিবেকানন্দ হ'য়েচেন?

সংসারে থেকে দশ দিনে যা হয়, সংসার ছেড়ে দশ মাসে তা হয় না

আদৎ কথা মা,—দেশব্যাপী কুশিক্ষার প্রভাবে, পিতা-মাতা

কুশিক্ষার প্রভাবেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর দল বাড়চে

বা অভিভাবকগণের দোষে, ও অর্থকরী বিদ্যার ও ইহজীবনের সুখের অত্যন্ত আদরের জন্যে, কেউ কেউ 'কাছাখোলা' দলে মিশবেই মিশবে। তবে মা তাও বলি, তোমাদের যদি সুমতি হয়, অর্থাৎ তাঁর শ্রীপদে সমস্ত ভাবনা ও সাধ তোমরা যদি ফেলে দাও ও সকলে যথাসম্ভব সত্যবাদী সত্যবাদিনী হও, তাহ'লে নিশ্চিত ধর্ম্মের ও সত্যের জয়-জয়কার দেখ্‌বে। কিন্তু 'বাবা মা' ব'লেও যদি বাসনা ভাবনাগুলোকে প্রাণে গেঁথে রাখ, তাহ'লে 'বাবা-মার' গালে চুণকালি লাগাবে।

সত্যেরই জয় হবে

তাই মা, তোমাদের পদধূলি এ পোড়া শিরে ধারণ ক'রে এ কাঙ্গাল ছেলে বলে,—কথা রাখ, তাহ'লেই সত্যের জয়-জয়কার দেখবে—দেখবে—নিশ্চিত দেখবে। তাঁর শ্রীচরণে কেবল মাত্র একবার যার যা সাধ জানায়ে নিশ্চিন্ত থাক,—তবেই নামের বা 'বাবা' 'মা' বলার মহিমা বুঝ্‌বে। দু'চার বার ব'লে কিম্বা প্রাণে সাধ গজ্‌গজিয়ে রাখলে সব চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। ভাবনা বা বাসনা জাগলেই, 'দূর' 'দূর' ক'রে তাড়াবে,—তবেই জিৎ—নিশ্চিত জিৎ। "যখন তাঁকে জানায়েছি, তখন সাধ নিশ্চিত মিটবে"—এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রো।

পরম চৈতন্য-শক্তি-সম্পন্ন-সম্পন্না আনন্দময়-আনন্দময়ী এই দেহে, মনে ও সংসারে আছেন,—এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে

ও সেই সঙ্গে সহ্য ও ধৈর্য্য গুণগুলোকে সম্বল ক'রে দেনা-চুক্তি বা কর্ম্মক্ষয় হিসাবে প্রাণ ঢেলে জাগতিক ও পারলৌকিক কাজ সেধে যেতে পারলে, হরদম্ হাসিখুসির দিন এগিয়ে আসে।

আজ তবে আসি মা। সকলের চরণে বিনীত প্রণাম।

মা,—লিখবো লিখবো মনে করি, কিন্তু এতদিন ঘ'টে উঠে নি। তার কারণ আর কিছুই নয়, তাগাদার চিঠি-গুলোর জবাব দিতেই দিনগুলো দৌড় দিচ্চে। তা ছাড়া, ঠাণ্ডার চোটে পোড়া হাতটা ফস্ ফস্ ক'রে এগুতে পারে না! তবুও মানুষের অভিমান হ'তে রেহাই পাবার ও কতকটা কর্ম্মক্ষয় ক'র্‌বার জন্যে—কেঁদে হ'ক আর কোকিয়ে হ'ক, রোজ রোজ অন্ততঃ তিনখানা চিঠিও লিখ্‌তে হয়। তবে সবগুলোই যে বেজায় লম্বা, তা নয়। ম—ভায়া কিন্তু বেজায় জব্দে পড়ে'চে, কারণ ফর্দ্দগুলোর নকল তাকেই রাখ্‌তে হ'চ্চে। কোন ভায়াই যে নিস্তার পায়—তা নয়। এখানে ব'সে খাবার কায়দা নেই! তা, এই ব্যবস্থার জন্যে ভায়ারা বা বাবুরা যে যা বলুন না কেন,—"ভবী ভোলবার নয়"!

এখন ম—ভায়া কেমন আছে সেই কথা বলা যা'ক্। তা না ব'ল্‌লে এ লেখাটা ছাই-ভস্মের সামিল নিশ্চিত হ'বে,—কারণ তার জন্যে তেমন ভাবনা না হ'লেও, তোমার প্রাণটা যে একেবারে ভাবনাশূন্য হ'য়েচে, সে কথা এ হাবাতে-ছেলে তোমার মনস্তুষ্টির জন্যে ব'ল্‌তে পার্‌বে না—কিছুতেই পার্‌বে না। তা কিন্তু মান্‌তে হবে,—তুমি যে ভাবে বুক-টাকে বেঁধেচ, বাবা কিন্তু ততটা পারেন নি। তাই মা, বাবার কাণ্ড-কারখানা দেখে, এ সোণা-বাঁধান মুখটা একটু মুচ্‌কে

হেসে, তাঁর আশ পাশ হ'তে ছুটে এখানে এসে ব'সে পড়ে। ওমা, ও বাড়ীর 'চেয়ার'খানা বা খাট্‌টা বেশ ভাব্‌বার আড্ডা! তা কি এক রকমের ভাবনা গা! যা'ক, সে কথায় কাজ নেই। এখন কাজের কথা ক'য়ে একটা দায় হ'তে উদ্ধার হওয়া যা'ক্।

স্ম—ভায়া ভাল—খুব ভাল আছে ব'ল্‌তে হবে; 'ভাল-টা'কে যদি মোট ষোল আনা ধরা যায়, সে হিসাবে সাড়েচৌদ্দ-আনা ভাল আছে। দেড় আনা কম লেখা হ'ল ব'লে, মনে মনে যেন গেয়ে ফেলো না,—তবে বুঝি কোন কথা গোপন ক'রচি। ওমা,—জান ত, এ হাবাতে ছেলের যা মনে জাগে ফস্ ক'রে তাই ব'লে ফেলা একটা মহারোগ!

এখন কি হিসাবে ভাল আছে, তবে শোন মা। নিজের মনের গুণে পাঁচ আনা, জলবায়ুর গুণে চার আনা, এবাড়ীতে থাকার গুণে চার আনা,—আর প্র—ভায়ার তদারকের গুণে দেড় আনা,—এই ত গেল সাড়ে চৌদ্দআনা ভালর হিসেবটা।

এখন খারাপের হিসেবটা দেওয়া যা'ক্। তার জন্যে তোমার ভাবনা—এক পয়সা, বৌমার ভাবনা—এক পয়সা, বাবার ভাবনা—তিন পয়সা ও এখানে থাকার জন্যে যা-কিছু কষ্ট—এক পয়সা,—মোট দেড় আনা খারাপ।

ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয় স্বজনাদির জন্যে ভাবলে তাদের অনিষ্ট সাধন করা হয়

বাপ, মা, বা আত্মীয়-স্বজনের ভাবনার দরুণ, যার জন্যে ভাবা যায় তার কি লাভ বা অলাভ হয়,—সে কথাটা শোন মা:—

স—দু'বছর আগে বরিশালে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গেছ্‌লো। তার বন্ধুর বাপ সেখানকার একজন নামজাদা উকীল ও জমীদার। ক'ল্‌কাতা হ'তে সেখানে যাবার সময়, তার পিসী তাকে চিঠির কাগজ, পোষ্টকার্ড ও টিকিটওয়ালা খাম দিয়েছিল; অবশ্য ব'লেও দিয়েছিল, অন্ততঃ সপ্তাহে যেন একখানা পোষ্টকার্ড লেখে। সে কিন্তু বাড়ী ছাড়তে না ছাড়তেই সে কথা হজম ক'রে ফেলে! দিন কুড়ি বাইশ তার চিঠি না পেয়ে, তার পিসীর মহা ভাবনা জুট্‌লো! এমন হ'ল যে চোখের কোণে জলও দেখা দিলে, আর এই 'পাথরের' কাছে স—র নামে নালিস্‌ ক'রে ফেল্‌লে। এ মহা পাষণ্ডটা তখন কিন্তু ব'লে ফেলেছিল,—"ত্থাখ্‌, তুই তার জন্যে ভেবে, তার উপকার না ক'রে বিশেষ অপকার ক'রচিস্‌,—তার সাক্ষী শিগ্‌গির খপর পাবি তার অসুখ ক'রেচে। আর যদি ভাবনার মাত্রাটা বাড়াস, তাহ'লে তার হয় ওলাউঠো হবে আর না হয় সে একটা বিষম বিপদে প'ড়বে। যদি ভাবনাগুলো প্রাণে জাগ্‌লেই, 'ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার' ক'রে তাড়াস্‌, তাহ'লে কিন্তু সে হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী ফিরে আস্‌বে, আর দেখ্‌বি যে, সে 'দিব্যিটী' হ'য়ে এসেচে"।

এই কথা বল্‌'বার দু'-চারদিন বাদে, স—লিখ্‌লে, তার হাম্‌-জ্বর, সর্দ্দি ইত্যাদি হ'য়েছিল, ও তারা জলপথে যেতে যেতে তাদের নৌকাডুবি হ'বার যোগাড় হ'য়েছিল! তার পর থেকে তার পিসী সাম্‌লে গেল, আর স—হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী ফিরে এলো।

ওমা,—সকলেই কুকর্ম্ম ও সুকর্ম্ম নিয়ে ঘর করে। আসল কুকর্ম্ম হ'চ্চে,—মিথ্যা কথা কওয়া ও রাগ করা ; আর সুকর্ম্ম হ'চ্চে,—এইগুলোকে বিদায় দেওয়া। বাবার এ দোষগুলো নেই, তোমার কিন্তু আছে। বাবার যদি এই দোষগুলো থাক্‌তো, তাহ'লে যে মাত্রায় তিনি এ হাবাতের ভায়েদের জন্যে ভাবেন, সেই মাত্রায় তারা শুকিয়ে শুকিয়ে—কবে এ ভবের খেলা সাঙ্গ ক'র্‌তো! কিন্তু তোমার এ দোষগুলো আছে, অথচ তুমি বাবার ও ভায়েদের জন্যে ভাব ; তাই সকলেই ভোগেন। ওমা,—বড়মানুষদের ছেলে-মেয়েরা মহাযত্নে থাক্‌লেও এইজন্যে ভোগে ও 'অক্কা' পেয়ে যায়। মাগো,—এ কাঙ্গাল ছেলে ভয়-দেখাচ্চে না—যথার্থ কথাই ব'ল্‌চে। তাই মা তোমার চরণে নিবেদন, তুমি একটু সাম্‌লে চল দেখি,—তাহ'লে ধর্ম্মের জয়-জয়কার ও শ্রীগুরুর নামের জয়-জয়কার দেখবেই দেখবে। মাগো, —এ পোড়া প্রাণ কাঁদান ব'লেই, এ কাঙ্গাল ছেলে এত আব্দার করে। ওমা, তোমাদের হনুমান ছেলে **তাঁর** সাধে সাধ পোষে —তোমাদের হাসিমুখ দেখ্‌তে। ওমা,—সত্যকে ধ'রে থাক্‌লে, মানুষ কা-কথা, ধর্ম্মরাজ যমও হার মানে! মাগো, তুমি নিজের দেহের দিকে নজর রাখ না ব'লে লাট খেয়ে যাচ্চ। মাগো, তোমার ধর্ম্ম বাবার সেবা করা,—তা তুমি খুব কর ; আর ধর্ম্ম—নিজের দেহটাকে 'তাঁর মন্দির' জেনে রক্ষা করা ; শেষ ধর্ম্ম—সত্য কথা কওয়া ও রাগ কমান। পায়ে প'ড়ি মা,—এ পোড়া ছেলেকে আর ভুগিও না, তবেই বুঝ্‌বো স্নেহময়ী সন্তান-বৎসলা মা বটে!

তবে তাও মান্‌তে হবে, ম—তায় এখানে এসে পর্য্যন্ত তুমি অনেকটা সাম্‌লে সাম্‌লে চ'ল্‌চো।

আজ তবে আসি মা। তোমাদের শ্রীচরণে এ কাঙ্গাল ছেলের বিনীত প্রণাম।

ওরে ছুঁচো,—তুই, সু—ও নি—বাবু এ হাবাতেকে চিঠি লিখেচিস্। তোর ও সু—র আবদারটা কিন্তু বাড়াবাড়ি ধরণের,—কারণ তুই দু'খানা ও সু—একখানা লম্বা-চওড়া—কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কথায় ভর্ত্তি—চিঠি লিখেচিস্! সকলের চিঠির উত্তর আলাদা আলাদা ক'রে দিতে গেলে, এ হাবাতের সঙ্গে সঙ্গে তোরা শুধু কেন, আরো দশজনে ফাঁকি—ফাঁকি—নিশ্চয় ফাঁকি পড়'বি ও প'ড়বে! জানিস্—ভাল জানিস্,—একটা কোন উদ্দেশ্যে, শ্রীগুরু তোদের হাত ছাড়িয়ে কিছুদিনের জন্যে এটাকে এখানে এনেচেন। এইজন্যেই এ হাবাতের বল—আর শ্রীগুরুর বল,—সাধ নয় যে ক'ল্‌কাতার চাক্‌রীটা হয়। কিন্তু ব'ল্‌তে কি,—ওসব সাধ, ওসব কাজ ফক্কিকারী! যা চিরদিন থাক্‌বে, যাতে বাকী ক'টা দিন অভাব-অশান্তির হাত এড়িয়ে,—হাস্‌তে হাসাতে, খেল্‌তে খেলাতে ও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে পারা যায়, সেই কাজ করাই যুক্তিসিদ্ধ বল, আর মঙ্গলকর বল—তাই নয় কি?

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য—আত্ম-দর্শন

তুই জান্‌তে চাস্,—যে লোকটা তোর কাছে আসে, সে কেমন ধারা। কথাটা হ'চ্চে, তোর তার সঙ্গে মিশা-মেশা করা উচিত কি না? তবে শোন্,—

১। চিনে যেই জন আপনারে ভাল,
সেই পারে শুধু চিনিতে অন্যেরে;

চিনিতে নিজেরে নাহি সাধ যার,
মিথ্যা দম্ভ তার—চিনে সে সবারে!
২। যে চিনে নিজেরে, তারে দশে চিনে,—
নারী-নর তাই ধায় তার পাশে ;
সুধা-বরিষণে, তবে সেই জন,
জনে জনে সবে বিধিমত তুষে।
৩। জীবের কল্যাণ—চৈতন্য বিকাশ,
এইমাত্র আশ জাগে হৃদে তাঁর ;
সাধে এ করমে, আত্ম-বলি দানে,
স্তুতি-নিন্দাবাদে না করি বিচার।
৪। হ'লে আগুয়ান এমতি করমে,
'মানুষ' বলিয়া গণ্য হ'বে তুমি,—
'মানুষ' সাজিয়া করত বড়াই—
কেমন 'মানুষ' হও বল শুনি ?
৫। গলদ—গলদ—কেবলি গলদ,—
এইমাত্র পুঁজি নহে কি তোমার ?
বেশ-ভূষা করি হয় কি মানুষ ?
হৃদে রহে পূরা দুর্বৃত্ত আচার!
৬। মাত্র তুমি অন্ন—অবস্থা এখন,
আত্মা কিন্তু মনে করিবারে হ'বে,
ভরিবে যখন মনেতে চেতন,
অভাব-অশান্তি ছুটিয়া পলাবে।

৭। জ্ঞান আর প্রেম, মিলি দুইজন,
রাজে শক্তি-ভাবে এ বিশ্ব মাঝারে;
চৈতন্য ভাষয়ে—মহান্ শক্তিরে,
পরমাত্মা বলে—জীবে আরো তাঁরে।

৮। 'চেতন' হইতে বিশ্বের বিকাশ,
'পরম-চেতনে' যেতে হবে ফিরে,—
সুখ-শান্তি-তৃষা তাই জীবে দিয়ে,
ল'ন ডাকি বিভু দিন দিন ঘরে।

৯। জড় ও চৈতন্য—এরা দুইজন,
ফিরে ঘুরে তারা করমের তরে,—
দাস আর প্রভু যেমতি সম্বন্ধ,
সেইভাবে সাধে যত করমেরে।

১০। 'আত্মায়' ভূষিত নর-নারী যত,—
এ লাগি জীবের অমূল্য জীবন;
যেচে সেধে তবু, না সাজিয়ে প্রভু,—
দাস-সম জীব করয়ে করম!

১১। এই কি! এই কি! মানুষের রীতি,—
পশু—পশুমাত্র নহ কি-সুজন?
প্রীতিমাত্র জড়, কর্ম্ম চিন্তা জড়,
শান্তি-আশা তবু করহ পোষণ!

১২। দেহ তুষিবারে কত আয়োজন,
উদর ভরহ ভোজ্য সেব্য জড়ে;

না হয় কি মন আংশিক চেতন,—
ভরিতে চেতনে না বিধি কি তারে!
১৩। বাক্যমাত্র যদি না করিয়ে পুঁজি,
সাধ-মত সাধ হৃদয়ে গাঁথিলে,—
কভুনা, কভুনা—হ'বে গো বিফল,
বিধি বাঁধি কাজ যতেক সাধিলে।
১৪। অভাব অশান্তি—যাহা হৃদে জাগে,
ধ্রুব সত্য জেনো লইবে বিদায় ;
ধৈর্য্য-রজ্জু দিয়ে না বাঁধিলে হৃদি,—
লাভ মাত্র হ'বে বাণী 'হায় হায়' !!

কৃষ্ণ পান্তী ও রামদুলাল সরকার

কৃষ্ণ পান্তী ও রামদুলাল সরকারের কথাগুলো শুনেচিস্ বা প'ড়েচিস্ ত? তাঁরা অতি হীনাবস্থায় ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মে অর্থে ভূষিত হ'য়ে দু'জনেই এখানকার খেলা সাঙ্গ ক'রে গেছেন। তোরাও এক একজন সেইরকম নিশ্চয় হ'তে পারিস্। তাঁরা লোভের সামগ্রী অর্থাৎ কাঞ্চন যখন সাম্‌নে এসেছিল, তখন লোভটাকে সাম্‌লেছিলেন ব'লে,—তাই তাঁদের নাম বাঙ্গালা দেশে অনেকেই জানে। লোকে বলে,—তাঁদের সততার জন্যে তাঁদের লক্ষ্মী-শ্রী হ'য়েছিল। তা, সততা ছিল ব'লে যে তাঁরা দশজনের একজন হ'য়ে খেলাচুক্তি ক'রে গেছেন,—সে কথাটা অযুক্তিকর নয়। তবে কি জানিস্,—মানুষের

সফলতা লাভের উপায়

সততাই বল, আর সত্যবাদিতাই বল, তার সঙ্গে আলস্য কু-অভ্যাসটা ত্যাগ হ'লে, তবেই মানুষ দশজনের একজন হয়। আবার গাধার মত খেটেও কিছু ফল ফলে না। সময়টার ফর্দ্দ ক'রে, অর্থাৎ কখন কি ক'র্‌বো—এই মতলব ঠিক্‌ঠাক্ এঁটে ও এক সময়ে যেটা প্রধান অভাব সেইটামাত্র প্রাণে গেঁথে ও চৈতন্যময়ের নামটা সর্ব্বশরীরে উজ্জ্বল শুভ্র বা হরিদ্রা বর্ণে আছে—এই লক্ষ্য রেখে, জাগতিক কাজগুলো সার্‌তে পার্‌লেই, সুফল ফ'ল্‌তেই হ'বে। তবে "ওঠ ছুঁড়ি তোর বে"—অথচ দশ বিশটা অভাবের কথা প্রাণে গেঁথে রাখলে, 'হায় হায়' ক'র্‌তে ক'র্‌তেই প্রাণবায়ুটা ছুট দেয়!

কৃষ্ণপান্তী বা রামদুলালের উন্নতির কথা সম্বন্ধে আরো কিছু শোন্। লোভের সামগ্রী যখন সাম্‌নে এসেছিল তাঁরা সে সামগ্রী নেন নি। জানিস্—ভাল জানিস্,—কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি এক একটা অগুণ,—জড়-প্রধান কার্য্য-কারিণী শক্তি। এদের যেটাকেই হ'ক হঠাতে পার্‌লে, জড়ের বদলে চৈতন্যের বিকাশ হয়। কারণটা আর কিছুই নয়,—প্রকৃতি অপূর্ণতা রাখেন না (Nature abhors vacuum)। যেখানে আগুন লাগে সেখানে চার'দিক্ হ'তে বাতাসগুলো ছুটে আসে। আগুণের উত্তাপে সেখানকার বাতাসগুলো পাৎলা ও হাল্‌কা হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ব'লে,

অগুণগুলোকে হঠাতে পারলেই চৈতন্যের বিকাশ হয়

চার'দিকের বাতাস সেই খালি স্থানটুকু পূর্ণ ক'র্‌তে দৌড়ে আসে। সুতরাং বোঝা গেল,—কৃষ্ণ বা রামদুলাল লোভটা সাম্‌লে নিয়েছিলেন ব'লে, জড়ের বদলে চৈতন্যশক্তি তাঁদের হৃদয়ে ছুটে এসে ব'সেছিল। জড়-প্রধান জীবের 'হায় হায়' ধ্বনিটা কণ্ঠহার! চৈতন্যের অভাব নেই বা অশান্তি নেই। কাজেকাজেই মানুষের কিসে চৈতন্য বাড়বে সেই চেষ্টাতেই থাকা দরকার। তাহ'লে উক্ত ব্যক্তিদের মত তোরাও স্বনামখ্যাত হ'তে পারিস্‌।

কিসে চৈতন্য বাড়ে সেই ফন্দিটা শোন্‌। এই সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেচিস্‌; তা, সে সব কথা যদি 'বাহ্যে-পেচ্ছাব' ক'রে না বের ক'র্‌তিস্‌, তাহ'লে তোরা এক একজন মানুষের মত মানুষ হ'য়ে প'ড়তিস্‌! কথাগুলো ঠিক্‌ঠাক্‌ প্রাণে গাঁথ্‌বার বা ঠিক্‌ঠাক্‌ কাজ ক'রবার অভ্যাসটা ছেলে-বেলা হ'তেই শিক্ষা পাস্‌নি ব'লে,—তোদের কতকটা 'বুড়ো শালিকের দশা' হ'য়েচে! তাই, এক কথা দশবার, বিশবার, হাজারবার ব'ল্‌তে হয়! তা শ্রীগুরু এ পোড়া-মুখটার বা পোড়া-হাতটার কতকটা শক্তি দিয়েচেন ব'লে, ও ছার কর্ম্ম-গুলো পিছন থেকে উঁকি মার্‌চে ব'লে,—এ কর্ম্ম সেধে দেনাচুক্তি ক'রে ফেলা যাক্‌। তাহ'লেই ছুটি—ছুটি—চিরদিনের জন্যে ছুটি! আর কাজটা ক'টা দিন—ও হো হো! —গণা ক'টা দিন বৈ ত নয়! তারপর হাসি—হাসি—খুব হাসি—হরদম্‌ হাসি? তাইত—তাইত—হরদম তাজা!

মরি—মরি—সেই ছবিখানা—সেই দৃশ্যটা—সেই অদ্ভুত—অদ্ভুত—মহান্—অদ্ভুত দৃশ্যটা,—ভাস্‌চে—ভাস্‌চে—চোখের সাম্‌নে ভাস্‌চে!

চৈতন্য-শক্তি বৰ্দ্ধনের উপায়

ও হো হো! কি লেখাতে কি লেখালে! কথা হ'চ্চে—চৈতন্য বাড়াতে হবে। জানিস্ ত, যতই সাধ—ততই অভাব; আর যতই অভাব ততই অশান্তি। আরো শুনেচিস্ যে,—**একটা** সাধ পুষলে ও **একটা** গুণ থাকলেই, এক একজন দশজনের একজন হ'তে পারে—পারে—খুব পারে। যদি পয়সার ক্ষিদে থাকে, তাহ'লে,—দশ বিশটা, বা হাজার দু'হাজার আর আর চিন্তা ত্যাগ ক'রে, কেবল চৈতন্যময়ের নাম জ্বল-জ্বলে ভাবে সৰ্ব্বশরীরে আছে ও 'টাকা চাই' 'টাকা চাই' ব'লে, যার যে কাজগুলো আছে সেই গুলো ধৈর্য্য ধরে ও প্রাণ ঢেলে সেধে যা। মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু টাকাটা—এই ধারণা রাখা চাই। তবে সেই ক'টা দিন কামের, ক্রোধের, লোভের, মায়ার বা অহঙ্কারের সেবা ক'রতে পার্‌বি না। তা ছাড়া,—মেশা-ঘোষা করা, অসত্য কথা কহা, অধৈর্য্য হওয়া, দশজনের কথা গায়ে মাখা বা এর-তার কথায় থাকা—এ খেলা গুলো বন্ধ রাখ্‌তে হ'বে। আর সময় পেলেই ব'সতে হবে,—সেই ছবিখানার কাছে, যেখানাকে হৃদয়ে আঁক্‌তে আদেশ হ'য়েচে। আর চাই,—যে নামে অভিরুচি সেই নামটা **তাঁরই** জেনে ও **তিনি** জ্ঞানময়, প্রেমময়, শক্তিময় ও শান্তিময় জেনে, ঐ গুণগুলি

প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত দেহে পুরচিস্—এই ধারণা বদ্ধমূল করা। যখনই অন্য ভাবনা বা অন্য সাধ প্রাণে জাগ্‌বে, 'ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার' ক'রে কিন্তু তাড়াতে হ'বে। কারণ, সেগুলো জাগ্‌লেই জান্‌বি—জড়—জড়—জড় হ'য়ে গেলি, সুতরাং আদৎ সাধটা মিট্‌তে দেরী প'ড়ে যাবে। জান্‌বি—ঠিক্-ঠাক্ জান্‌বি—সেই ছবিখানাই তোদের 'বাপ-মা' বা 'প্রাণ-বল্লভ'। আর,—কোলের ছেলে-মেয়ে হ'য়েচিস্—এই ভাবটা প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখ্‌তে পারলে, তিনি—সেই তিনি—এ হাবাতের—এ মূর্খটার—এ 'পাজির পা-ঝাড়াটার' বাপ—মা—প্রাণবল্লভ—ও-হো—সর্ব্বস্ব, তোদের—তোদেরও ভার নেবেন—নেবেন—খুব নেবেন। বাসনা ও ভাবনাগুলোকে **তাঁর** শ্রীপদে ফেলে দিতে পারলেই কোলের ছেলে-মেয়ে হওয়া খুব সম্ভব।

কি উপায়ে বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরতা আসে

ঈর্ষ্যা, কুৎসা, গর্ব্ব, রাগ, লোভ, আলস্য, অধৈর্য্য ও মিথ্যাচার বর্জ্জন ক'রলেই **বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরতা এসে যায়।**

তাঁর কথা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না

মরি মরি! কি আনন্দময় মূরতি! মরি—মরি—কি জ্ঞানের কি প্রেমের, কি শান্তির, কি শক্তির আকর! সাধ হয় কাঁদি—খুব কাঁদি—ডাকছেড়ে কাঁদি;—যদি জগতেরও সে দিন হয়, যে দিন তারাও বুঝে—প্রাণে প্রাণে বুঝে,—দেখে—খুব দেখে—

প্রত্যক্ষ করে তিনি কি সামগ্রী—কি অমূল্য সামগ্রী—কি অনন্ত সামগ্রী—কি প্রাণ-জুড়ান সামগ্রী—কি মন-ভুলান সামগ্রী—কি শান্তিময় সামগ্রী! ছি ছি ছি—পাল্লুম না—পাল্লুম না—ব'ল্‌তে পাল্লুম না—সে শক্তি নাই—নাই—ঠিক্‌ঠাক্ নাই—তাঁর কথা বলি—তাঁর গুণ গাই—তাঁর মাধুরি বাখানি! ছার—ছার—সকলি ছার তাঁর তুলনায়! গু—গু-মুৎ বৈ আর কিছু নয়!

না-না,—সে—সে—সে—আমার সেই প্রাণধন—সেই জীবন-সর্ব্বস্ব—সেই সাধন-দুর্ল্লভই যে সব—সব—সব! সে ছাড়া যে নাই—নাই—আর কিছু নাই! ওহো—সে ছাড়া সব মিথ্যা—মিথ্যা—সর্ব্বৈব মিথ্যা।

সাধকের সাধ

তাই বলি,—থাক—থাক—প্রাণসখা—প্রাণেশ—প্রাণবল্লভ,—মা—মা জননী—মা গর্ভধারিণী—মা প্রেম-প্রদায়িনী—মা অজ্ঞানতা-বিমোচিনী—মা সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বশান্তি-সর্ব্ব-আনন্দ-প্রসবিনী,—বাবা—বাবা—জন্ম-দাতা, গুরু—গুরু—শ্রীগুরু—পরমগুরু,—এই হৃদয়ে থাক—এই দেহে থাক—সামনে থাক,—দেখি—দেখি—তোমায় প্রাণভ'রে দেখি—সাধ মিটিয়ে দেখি! না—না—তা হবে না, তাতে সাধ্ মিট্‌বে না,—যাই—যাই তোমাতে মিশে যাই,—দু'দিনের তরে নয়—দশ দিনের তরে নয়—চিরদিনের তরে—অনন্ত কালের তরে। থাক—থাক—তুমি থাক,—তোমার জগৎ থাকুক। আর,—এ-এ-এ যাক্—যাক্—যাক্,—তোমার

জয়-জয়কার শুনতে শুনতে—খুব শুনতে শুনতে,—জগতের হাসি—হাসি—প্রাণ মাতান হাসি—ঢলাঢলি হাসি—দেখ্‌তে দেখ্‌তে— খুব দেখ্‌তে দেখ্‌তে !

তবে আজ বিদায়। সু—ও নি বাবুকে ব'লিস্‌,—ভয় নাই—ভয় নাই—নিশ্চয় ভয় নাই! তবে প্রাণঢালা বিশ্বাস রাখা চাই।

মায়েদের ও সকলের চরণে প্রণাম—বিনীত প্রণাম।

ওরে গোরবেটী,—তুই বাঙ্গলায় ঠিকানা লিখেচিস্ ব'লে, তোর চিঠিখানা ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সন্ধ্যার আগে এসে গেল! তা না হ'লে সকাল বেলা আস্‌ত, আর সোমবার দিন জবাবটা পেতিস্।

রাত্রে লেখা অভ্যাস না থাক্‌লেও, ঠাণ্ডার চোটে সকাল বেলা পোড়া হাতটা ফস্ ফস্ ক'রে সরে না ব'লে, রাত্রে ব'সেই তোর চিঠির খাতির করা যাচ্চে। দেখ্‌লি—কত দরদ! তবুও এ মুখপোড়ার নামে কত লোকে কত কথা বলে! এ ছার-কপালে কিন্তু সে সব কথা শুনে, গাল কাৎ ক'রে ও দাঁত বা'র ক'রে খানিকটা হেসে নেয়!

এখন কাজের কথা কওয়া যাক্, তা না হ'লে ত রেহাই পাবার যো নেই!

প্রথম,—তুই 'বিশমোল্লায় গলদ' ক'রেচিস্। গলদ,—ননদের ও নন্দাইএর নাম লিখিস্ নি। তবুও ভাসা-ভাসা যা দেখায়েচেন সেই কথা লেখা যা'ক্।

ওরে, মানুষমাত্রই কুকর্ম্ম ও সুকর্ম্ম নিয়ে ঘর করে। জড় ও চৈতন্য নিয়ে এ-বিশ্বের কারবার। জড় মানে,—যা নিয়ে মানুষ ভবের খেলা সাধ্‌চে ও ম'জে ডুবে আছে। আর চৈতন্য মানে,—জ্ঞানের ও প্রেমের সম্মিলিত শক্তি। মানুষ

জড়ই পাপ ও চৈতন্যই পুণ্য

জড়-মিশ্রিত চৈতন্য—কিন্তু এসেছে চৈতন্য হ'তে, আর ফিরে যাবে চৈতন্যে। **এই জড়টাই পাপ আর চৈতন্যটাই পুণ্য।** যে যতটা জড় ছাড়ে তার ততটা চৈতন্য এগিয়ে আসে; কারণ বিধির বিধান,—একটা গেলে আর একটা এসে পড়ে।

ধর্ম্ম বড় গোপনের জিনিস

ওরে, মানুষ মনে করে,—সংসার ত্যাগ করা, গেরুয়া পরা বা তেলক মাটীর ফোঁটা কেটে ও দশ বিশ ছড়া মালা গলায় প'রে 'চিতে বাঘ' সাজা বা পুঁথিগত বুলি আওড়ানই—'ধর্ম্ম'! ওরে গোরবেটী,—'ধর্ম্মটা' তা নয়—তা নয়। **ধর্ম্ম**—প্রাণের সামগ্রী। ভগবান যেমন লুকিয়ে আছেন, তেমনি **ধর্ম্মটাও বড় লুকান জিনিস।** সুতরাং বাহ্যিক ভাবে কিছু ক'রবার বা দেখাবার নেই। ধর্ম্ম যদি 'বারফট্‌কামো' হ'তো, তাহ'লে এ হতচ্ছাড়ার কাছে অত মেয়ে পুরুষ আস্‌তেন না ও গাদা গাদা চিঠি এখানে এসে প'ড়তো না! মানুষের **ধর্ম্ম**,—

মানুষের ধর্ম্ম কি

(১) স্বাস্থ্যরক্ষা করা; (২) সত্যকথা বলা; (৩) পরের কথায় না থাকা; (৪) সকলের মঙ্গল হ'ক—এই সাধ পোষা; (৫) বিধি বেঁধে যার যা জাগতিক ও পারলৌকিক কাজ সাধা; (৬) মনের জোর করা—তার মানে, যে যে কাজে আছে, তাতে একজন 'হ'বই হব' এই দৃঢ় সঙ্কল্প করা। (৭) যার যা **ইষ্ট**—তাঁকে 'আপনার বাপ, মা বা প্রাণবল্লভ' জেনে **তাঁর** শ্রীপদে বাসনা

ও ভাবনাগুলোকে ফেলে দিয়ে, জাগতিক কাজগুলো দেনাচুক্তি হিসেবে সেধে যাওয়া। (৮) জাগতিক দুঃখগুলোকে 'সুখের সোপান' মনে করা। এইগুলো ক'রতে পারলেই,—মনটা সাচ্চা হ'য়ে আত্মার সঙ্গে মিশে যায়। তখন সেই 'মন' হয়—শ্রীরাধা ও 'আত্মা' হয়—শ্রীকৃষ্ণ। তার মানে,—'মন' হয়—প্রেম, আর 'আত্মা' হয়—জ্ঞান।

মনে হয় তোর ননদ কোন 'নাম' করেন, আর তোর নন্দাই কোন ব্যবসা-কর্ম্ম করেন। তোর ননদ উপরোক্ত বিধানে, অবশ্য শিক্ষার অভাবে, চলেন না। তোর নন্দায়ের কথা কি ব'ল্‌বো,—তিনি ত 'টাকা টাকা' ক'রে লাট্ খেয়ে ব'সে আছেন!

চৈতন্যই জগতের কার্য্য-কারিণী শক্তি।

চৈতন্যই কার্য্যকারিণী শক্তি

মানুষে চৈতন্যশক্তি আছে ব'লে যা-কিছু কাজ সাধতে সক্ষম; কিন্তু অত্যধিক জড়-চিন্তা ক'রে বা বিধি বেঁধে না চ'লে—জড়-টাই বাড়াচ্ছে। জড় বাড়লেই মৃত্যু।

তিনি সত্যস্বরূপ বা সত্যস্বরূপিণী,—

সত্যাচারে শক্তিবৃদ্ধি ও মিথ্যাচারে শক্তিক্ষয়

সুতরাং, স্বাস্থ্যরক্ষা ক'রে সত্যের আদর ক'রে চ'ল্‌লে, মানুষের অনেকটা শক্তি এসে যায়। এমন শক্তি এসে যায় যে, ধর্ম্মরাজ যমও সত্যবাদী সত্যবাদিনীর কাছে হার মানেন! কিন্তু মিথ্যা বা কদাচার বাড়লেই আয়ুক্ষয় হয়। তার উপর স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না ক'র্‌লে অকালমৃত্যু হ'বারই কথা।

তোর ননদ মেয়েটা হ'বার আগে একটু জপ তপ ক'রেছিলেন, তাই কতকটা ভাল মেয়েই এসেছিল। কিন্তু তাঁর 'মাই'এর দুধ তত ভাল নয় ও তাঁর স্বামী ততটা সত্যাচারী ন'ন ব'লে,—মেয়েটা দাগা দিয়ে পিট্টান দিয়েচে। তোদের বাড়ীর এই দোষটা ছিল ব'লে,—তোর আগেকার ছেলেটা (যে একজন মহাপুরুষ ছিল) পিট্টান দিয়েচে। আবার এই 'হনুমান শালাকে' রাখ্‌বার জন্যে, ক'ল্‌কাতার বাড়ীর ঠাকুরঘরে বসান হয় ও এই হাবাতে তার গায়ে হাত বুলোয়। ওরে, তোদের মঙ্গলের জন্যেই শ্রীগুরু যা কিছু কাজ সাধান্‌।

তোর ননদের মেয়েটাকে কেউ 'গুণ টুণ' করে নি। ওরে,—পরমায়ু থাক্‌তেও মানুষ, দশজনের—বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজনের দোষে, অকালেই 'অক্কা' পেয়ে যায়। ওরে,—তেল স'ল্‌তে থাক্‌তেও পিদ্দিমটা নেবে! কিন্তু 'হারিকেন' লণ্ঠনের মত একটা ঢাকনা দিয়ে রাখ্‌লে, ঝড়ের ভিতর দিয়েও আলো নিয়ে চ'লে যাওয়া সম্ভব। মানুষের পক্ষে সেই ঢাকনা—সত্য ও সত্যাচার। সত্য হ'তে মনের জোর আসে ও মনের ময়লা ঘুচে যায়। সত্য ছেড়ে মহাজপ-তপ ক'র্‌লেও সুফল ফলে না; তাই ঘরে ঘরে মন্ত্র নিয়েও, মন্দিরে মন্দিরে পূজা আরতি ক'রেও, গির্জ্জায় গির্জ্জায় বা মস্‌জিদে মস্‌জিদে ভগবানের নাম গান

পরমায়ু থাক্‌লেও আত্মীয়-স্বজনের দোষে অকাল-মৃত্যু হয়

সত্যের অপলাপের জন্যে ধর্ম্ম-জীবন গঠন হ'চ্ছে না

ক'রেও,—যে মানুষ সেই মানুষই র'য়ে যাচ্চে! তাই 'ধর্ম্মের' কথা শুন্‌লে বা 'ধর্ম্ম' করার কায়দা দেখ্‌লে—এ হাবাতের গা ইস্‌পিসিয়ে উঠে! কোন কাজ সাধতে হ'লে প্রাণ ঢেলে সাধা কর্ত্তব্য।

মনে হয়, একমাত্র সত্যের অনাদর ক'রে ব্রাহ্মণ্—যে ব্রাহ্মণ জগতের পূজ্য ছিলেন—চণ্ডালবৎ হ'য়েচেন, ভারতবাসী পদদলিত হ'য়েচে ও হ'চ্চে ও জাতীয় গৌরব লুপ্তপ্রায় হ'য়েচে।

মিথ্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে বলি দেওয়া দরকার,—ঈর্ষ্যা, কুৎসা, অধৈর্য্য, আলস্য, উচ্ছ্বাস, 'বই-পড়া' বিদ্যা ও রাগটাকে। বই-পড়া বিদ্যা—টাকা রোজগার ক'রবার জন্যে রাখ্‌তে হয়।

আসল জিনিস লাভের উপায়

আর আদৎ জিনিস পেতে হ'লে,—মনটাকে দেহের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে, ধব্‌-ধবে সাদা বা উজ্জ্বল হ'লদে বা লাল রঙটা কণ্ঠা হ'তে নাভি পর্য্যন্ত একখানা থালার মত আছে—এই ভাবতে হয়। সকালবেলা লাল, দুপরবেলা ও বৈকালে হ'লদে ও সন্ধ্যায় সাদা রঙটা ধারণা করা চাই।

আসনে ব'সে বা বস্‌বার আগে, মনে মনে জল্পনা করা আবশ্যক যে,—'এই দেহ, মন ও সংসার পরম-চৈতন্য-শক্তি-সম্পন্ন-সম্পন্না আনন্দময়-আনন্দময়ীর'। মনটাকে যে যতক্ষণ দেহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে এই রকম ভাব্‌তে পারে, সে ততই শক্তি ও আনন্দ পায়। তাহ'লেই, সকলে অকাল-মৃত্যুর হাত এড়াবে ও কাজ কর্‌বার শক্তি পাবে। ভাবনা ও

বাসনা এলেই মনে করা দরকার,—"জড় হ'য়ে গেলুম"। যে না ভাবে—তার হ'য়ে তিনি খুব ভাবেন, আর যে ভাবে—তাকে তিনি ভাবান। এই ভাবে চ'ল্‌লে,—ভাল ছেলে-মেয়ে এলে টেঁকে যাবে, ভূত-পেতনীর মত ছেলে-মেয়ে আস্‌তে পার্‌বে না, বাড়ীটা ডাক্তারখানা হ'য়ে পড়ে না ও অভাব-অশান্তি ছুটে পালায়। তার সাক্ষী,—ওবাড়ীর অবস্থা ভেবে দেখ না! ওরে,—"নিজ মন ক'র্‌লে বশ, পর তবে হয় বশ"।

দ্যাখ্‌,—হনুমান শালার কথাগুলো মাঝে মাঝে মনে গজ্‌-গজিয়ে উঠে! শালা বেশ কথা কয়, আর খুব বুদ্ধিটা! তোরা সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী হ'লেই সে টেঁকে যাবে।

তোর ননদ যদি উক্তভাবে চলেন, তাহ'লে কতকটা ভাল ছেলে আস্‌তে পারে; আর সাম্‌লে না চ'ল্‌লে বা সেই মেয়েটার ভাবনা ভাবলে, একটা পেতনী পেটে এসে নিশ্চয় আড্ডা নেবে!

আজ এই পর্য্যন্ত। চিঠিখানা দশবার প'ড়িস্‌।

ভাই,—তোমার চিঠি প'ড়ে এ মূর্খ খুসী—মহাখুসী হ'য়েচে। এই 'হাম-বড়' জগতে একজন 'তাঁর' আদেশ পালন ক'র্‌তে সচেষ্ট—ইহা কি কম উল্লাসের কথা!

তুমি জান্‌তে চাও মন স্থির করা কি উপায়ে সম্ভব। শোন ভাই,—এই ধরা শিক্ষানবীসস্থল। ১ম শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী—পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ। ২য় শিক্ষক—বিদ্যালয়ের ও বাড়ীর মাষ্টারগণ। ৩য় শিক্ষক—মানুষ নিজে নিজে। চতুর্থ ও আদৎ শিক্ষক—গুরু; তবে একালের গুরুরা গুরুবাচ্য ন'ন।

শিক্ষক কে

তা ব'ল্‌তে কি ভাই, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালের শিক্ষাপ্রণালী বিলুপ্ত হ'য়েচে ব'লে,—মানুষের কাছে অর্থকরী বিদ্যার আদর হ'য়েচে, জাতীয় জীবন বিনষ্ট হ'য়েচে, জীব শূদ্রত্ব হ'তে ব্রাহ্মণত্ব না পেয়ে, ব্রাহ্মণত্ব হ'তে শূদ্রত্ব পাচ্চে ও তমোগুণ-প্রাধান্যের দরুণ ভারতবর্ষ 'বিচক্ষণ বিচক্ষণায়' পূরে গেছে! অথচ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ পুস্তকাদি রচনা ছাড়া, original (মৌলিক চিন্তাপ্রসূত) পুস্তক বাহির হ'চ্চে না। তবুও মানুষ D. L., Ph. D., M. A., I. C. S., Barrister ইত্যাদি পাশ করা ব'লে কত না উন্নতমস্তকে ও স্ফীতবক্ষে চলেন ফিরেন! এঁদের মধ্যে কাহাকে দু'দশ লাইন লিখ্‌তে বল দেখি—অমনি চোখ কপালে

আধুনিক অর্থকরী-শিক্ষার কুফল

তুলবেন! আমরি মরি,—আবার গোঁপ চোম্‌রানর ধরণ কি! এঁরা কিন্তু সমালোচনায় বিশেষ দড়,—মরি কি বাহাদুরি গা!

এখন দরকার পূর্ব্ব ও আধুনিক প্রণালী মিশ্রিত ক'রে, দেশ কাল বুঝে নূতন ক'রে জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী গঠন করা।

এ মূর্খকে Education (শিক্ষা) সম্বন্ধে যা যা শিক্ষা আদর্শ শিক্ষা-প্রণালী দিয়াছেন—তবে শোন :—

শিক্ষা (অর্থাৎ উন্নতি-সাধন বা বিকাশ)

দৈহিক	মানসিক
(১) বিধি বেঁধে কর্ম্ম সমাপন।	(১) পুস্তক পাঠ—বিধি বেঁধে যার যা উপযোগী পুস্তক মাত্র।
(২) প্রাতে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে বায়ু সেবন বা ব্যায়াম।	(২) দেখে শুনে শিক্ষা; চোক কাণ খুলে থাকলেই মানুষ মাত্রেরই প্রত্যহ অন্ততঃ একটা স্বকার্য্য সাধনের মত শিক্ষা পাওয়া নিশ্চিত সম্ভব।
(৩) আহারের নিয়ম-পালন অর্থাৎ প্রত্যহ ঠিক সময়ে খাওয়া ও রাত্রে কম খাওয়া।	(৩) কোনও আদর্শ পুরুষের মত 'হবই হব'—এই দৃঢ় সঙ্কল্প।
(৪) নিয়মিত সময়ে শয্যাগ্রহণ ও শয্যাত্যাগ (১০ টা হ'তে ৫টা পর্য্যন্ত নিদ্রা)।	(৪) বিপথ-গামী মনকে যথাসম্ভব বশে আনা।
(৫) স্নানের নিয়ম পালন।	(৫) জপ-ধ্যান; প্রাতে বায়ু সেবনের পূর্ব্বে ও সন্ধ্যার পর।

দেহের ও মনের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেহের ভর্ত্তা ও উচ্ছেদকর্ত্তা মন। আবার মনকে শৃঙ্খলে বদ্ধ ক'রে রেখেচে দেহ। উভয়ে কতকটা স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ,—অর্থাৎ গাঁট-ছড়ায় বাঁধা। সুতরাং দেহকে ঠিক্‌ঠাক্ না রাখ্‌লে, চঞ্চল মনকে স্থির করা বা একাগ্রতা, অধ্যবসায়, কার্য্যপটুতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ অর্জ্জন করা অসম্ভব। এই কাজ সাধ্‌তে হ'লে নিম্ন লিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বনীয়,—

দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

উৎকর্ষ-সাধনের উপায়

১। স্বাস্থ্যবিধি পালন।

২। প্রত্যহই একস্থানে কতক্ষণ ব'সে থাকৃতে পারি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

৩। মন এধার ওধার গেলে বা নিজ আবশ্যকীয় চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ক'র্‌লে,—নিজের গালে চড় মারা বা নিজের কাণ মলা বা নাকে খৎ দেওয়া বা নিজেকে ধিক্কার দেওয়া।

৪। 'আমি একজন হ'বই হ'ব' এই দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে গাঁথা।

৫। সর্ব্বকর্ম্মে বিধি বেঁধে চলা।

৬। নিজের আবশ্যকীয় বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের খোঁজ্-খবর না রাখা।

৭। নিজের আবশ্যকীয় অন্ততঃ একটী বিষয় শিখ্‌তে পেরেছি কি না উহা প্রত্যহ অনুসন্ধান করা।

৮। তর্কাদিতে যোগদান না করা।

৯। হৃদয়ে গেঁথে রাখা যে,—দুঃখ সমূহই সুখের সোপান।

১০। বিভুর মঙ্গলেচ্ছায় যথাসম্ভব নির্ভর করা।

বঙ্গমাতার কোন কৃতবিদ্য সন্তান তাঁর উপার্জ্জিত প্রচুর অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান ক'রে গেছেন। কিন্তু শুনা যায়, তিনি নিজ মত লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন যে, সেই অর্থ ধর্ম্ম শিক্ষা-দানে যেন ব্যয়িত না হয়! এই কাজ ক'রে তিনিই যে কেবল ধরা প'ড়েচেন তা নয়। অনেক আইনজ্ঞ, এনজিনিয়র, ডাক্তার আই, সি, এস প্রভৃতি এই দল-ভুক্ত। বিধাতা যদি তাঁদের বাস্তবিক মানুষ ক'রে পাঠাতেন,—তা হ'লে এখানকার রাজার জাতির গুণগুলো অর্জ্জন ক'রে, অঙ্গার-সম ভারতকে সোণার-ভারত ক'রতে তাঁরাই পারতেন।

চৈতন্যই কার্য্যকারিণী শক্তি

চৈতন্যই জগতের কার্য্যকারিণী শক্তি। মানুষ পূর্ব্ব ও ইহ-জীবনে সঞ্চিত চৈতন্যশক্তির জন্যেই যা-কিছু কর্ম্ম সম্পন্ন ক'রচে। কিন্তু মানুষ বেশী মাত্রায় জড় ও অল্প মাত্রায় চৈতন্য-মিশ্রিত কর্ম্মে ও চিন্তায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ১৬ ঘণ্টা নিযুক্ত বা অভিভূত। এইজন্যে চৈতন্যশক্তি বেশী মাত্রায় হ্রাস হ'য়ে বঙ্গদেশ কতকটা 'হাঁসপাতাল' হ'য়ে রয়েচে! এইজন্যে এ দেশে যাঁরাই মাথা-ধরা হ'য়ে উঠেন, তাঁরা হয় রুগ্নাবস্থায় কালাতিপাত করেন, আর না হয় অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। সুতরাং, উক্ত শক্তির হ্রাস-পূরণের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন, প্রত্যহ বায়ু সেবন ও দৈনিক চৈতন্য অর্জ্জনের প্রণালী অবলম্বনীয় নয় কি?

আর এক কথা,—পাশ্চাত্য দেশসমূহ শীত-প্রধান দেশ।

ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম ঋতুই প্রধান। প্রকৃত গ্রীষ্ম না থাক্‌লেও উষ্ণতাই প্রধান ; এই দেশে শীতকালে যে খাদ্যদ্রব্যাদি দুই তিন দিন পর্য্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় না, উহাই অন্য ঋতুতে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, একবেলার পর ব্যবহারোপোযোগী থাকে না ; চৈতন্যশক্তির হ্রাসে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা অল্পায়াসেই বুঝা সম্ভব যে, জীব-দেহস্থিত কার্য্যকারিণী শক্তির ভারতবর্ষে অতিমাত্রায় হ্রাস হয়। সুতরাং এই শক্তি অর্জ্জনের জন্যে সকলেরই বিশেষ যত্নশীল হওয়া বিধেয়।

জাগতিক কর্ম্মের সঙ্গে চৈতন্যোৎপাদক কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য

ইহা ব্যতীত যখন মানুষকে শূদ্রত্ব হ'তে ব্রাহ্মণত্ব পেতে হবে, অর্থাৎ জড় হ'তে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হ'তে হবে, তখন জাগতিক কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যোৎপাদক কর্ম্মানুষ্ঠান করা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা কর্ম্ম নয় কি? আমরা চৈতন্য হ'তে এসেছি,—সুতরাং, আমাদের প্রাপ্যগণ্ডা বা হিস্যা একমাত্র চৈতন্যই। ফলতঃ, যে মাত্রায় ক্রমশঃ জড় বর্জ্জন ক'রে চৈতন্যের দিকে গতি হ'বে, সেই মাত্রায় চির-সুখ, চির-আনন্দ, চির-জীবন ইত্যাদি জীবমাত্রই লাভ ক'রবে।

তবে ইহা জানা আবশ্যক যে, চৈতন্য অর্জ্জনের জন্যে জাগতিক কর্ম্ম উপেক্ষা করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। **একমাত্র চৈতন্যকে লক্ষ্য রেখে জাগতিক ও পারলৌকিক কাজ সাধন করাই মানুষের মত মানুষের বিধান।** তাব'লে আজন্মকাল

সংসারে আবদ্ধ থাকাও নিশ্চিত অকর্ত্তব্য। এই বিষয়ে পুরাকালের মহাজনদের পন্থা নিশ্চিত অনুসরণীয়।

পাশ্চাত্য জাতির কাছেও কি শিক্ষা করা উচিত

পাশ্চাত্য জাতি রীতি বেঁধে কাজ সাধে, সুতরাং সময়ের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করে ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম—বিশেষতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে। তা ছাড়া তাদের জাতীয় একতা কেমন! ভারতবাসীর এ সকল গুণ আছে কি? এদেশের অর্থকরী-বিদ্যাভিমানীরা সাজসজ্জায় ও চতুরতায় অনেকটা তাদের সমকক্ষ বটে, কিন্তু রাজ-জাতির প্রকৃত গুণগুলি অর্জ্জন ক'র্‌তে বা আপন আপন সন্তানদের শিক্ষা দিতে কতটা প্রয়াসী?

জাতীয়-জীবন গঠনের উপায়

আমাদের জাতীয় জীবন গঠন ক'র্‌তে হ'লে, এই গুণগুলি অর্জ্জন করা বিধেয়;—

১। সত্যবাদিতা বা সততা।

২। বিধিবেঁধে যার-যা কর্ম্ম সম্পাদন।

৩। স্বাস্থ্য-বিধি পালন।

৪। যাবতীয় উচ্ছ্বাস বর্জ্জন।

৫। 'একজন হবই হব'—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প।

৬। ঈর্ষা ও কুৎসা ত্যাগ ক'রে অন্যের গুণের সমাদর।

৭। কেবলমাত্র নিজোপযোগী পুস্তক পাঠ।

৮। প্রাতে ও সন্ধ্যায় চৈতন্যশক্তি অর্জ্জন।

শৈশব ও বাল্যকালে পিতা-মাতা ও ছাত্রজীবনে শিক্ষক

মহাশয়েরা এই গুণসমূহ হৃদয়ে প্রোথিত ক'র্‌লে, তবে কর্ম্ম কর্ম্ম বা ধর্ম্ম ধর্ম্মবাচ্য হ'বে, -তবেই ভারতের সুদিন হ'বে।

আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী ভারতকে দিন দিন হীন হ'তে কি ভাবে হীনতর ও হীনতম ক'রচে, সে কথা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হোম্‌রা চোম্‌রা উপাধিধারীরা একবার ভেবেচেন কি? সে কথা যদি তাঁদের মাথায় প্রবেশ ক'রতো, তাহ'লে মনে হয়, ভারতমাতা, বিশেষতঃ বঙ্গমাতা,—ছোট খাট ওয়াশিংটন, লিঙ্কন ও গ্লাড্‌ষ্টোন (Washington, Lincoln ও Gladstone) প্রসব ক'রতেন। তাই বলি, হায় রে! বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বঙ্গবাসী সোণা ফেলে আঁচলে গের বাধ্‌চে!

আজ এই পর্য্যন্ত।

বলি ওরে, ও কাপড়ে-হাগা বেটী,—একটা কথা শুনে অমনি মন-মরা হ'লি! ওরে, তুই আনন্দময়ী হ'য়ে নিরানন্দময়ী হ'লি! না রে না—তুই কোন দোষে দোষী নয়। তবে কি জানিস্ মা,—তোর এ হাবাতে ছেলে ঘরপোড়া গরু কি না, তাই লাল মেঘটা দেখ্‌লেই শিউরে উঠে! আর এক কথা মা, তুই এজন্মে ও দোষে দোষী না হ'লেও, যা দেখায়েচেন তাইতেই ধারণা হ'য়েচে যে, তোর এবারকার ভোগটা পূর্ব্ব কর্ম্মের জন্যে। তাই মা উল্‌টে পাল্‌টে তোকে শাসাতে ব'লে দেয়! এটাই তাঁর তোর প্রতি প্রাণের টানের লক্ষণ—নয় কি মা?

মা-বাপ ছেলে-মেয়েকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসেন। কিন্তু দরকার হ'লে ছেলে-মেয়ের ভালোর জন্যেই চোখ রাঙান্ বা একটু আধটু চড়টা চাপড়টা দেন। তবেই ত ছেলে-মেয়ে ঢিট্ থাকে!

আর এক কথা মা,—কোন সাধক-সাধিকার সঙ্গে প্রাণের টান জন্মে গেলে সেই টান হ'তে দেহের টানটাও দাঁড়িয়ে, যাবার আশঙ্কা। এমনি অ-জান্‌তে এই টান দাঁড়ায় যে, দু' জনে কোথায় এসেচে বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু তখনই বুঝ্‌তে পারে,—যখন তারা পাহাড়ের শৃঙ্গ হ'তে 'খড়ে' অর্থাৎ নিম্নতম গহ্বরের ভিতর এসে পড়ে! তখন সে জন্মে কা কথা—আবার দু'তিন জন্মেও সেই শৃঙ্গে উঠ্‌বার সুযোগ পায় না।

ওমা,—তুই কোনও জন্মে এই রকম প'ড়েছিলি। কিন্তু মা, শ্রীগুরুর কৃপায় এবার মহা সুবাতাস ব'হেচে। তাই তোর জীবনতরী পালভরে হেল্‌তে দুল্‌তে ভবনদীর পরপারের দিকে ছুটেচে! আ মরি মরি, তরীর কি গতি! তরীতে দু'চারটে বোঝা থাকলেও, সেগুলোর ভার শ্রীহরি নিজকরে নিয়েচেন। তবে নির্ভরের পালের রশিটা তোর হাতে দিয়ে রেখেচেন,—সেটাও তাঁর কৌশল!

সাধক-সাধিকার উৎকর্ষ-সাধনের জন্যেই পরীক্ষার বিধান

সেই চক্রীর এ চক্র কেন,—এ কথা প্রাণে জাগ্‌তে পারে। পাছে এই কথা নিয়ে আবার মাথাটাকে গুলিয়ে ফেলিস্‌, তাই একটু ভেঙ্গেই কথাটা বলা যাক্‌—তবে অল্প কথায়। আচ্ছা মা জিজ্ঞেস্‌ করি,— যদি কোন ছেলে-মেয়ে জন্ম হ'তে শিশু-কাল ভোর কোলে কোলে ফেরে, তাহ'লে তার চলৎশক্তি কি তেমন আর দশটা ছেলে-মেয়ের মত হয়? পোড়-খাওয়া ছেলে-মেয়েগুলোই দশজনের একজন হয় না কি? ওমা,—দশবার পোড় খেয়ে পটু হ'লেই, পূর্ব্ব চেষ্টার ও সিদ্ধির দৌলতে দশানন বা দশভূজা হওয়া সম্ভব। আর এককথা,—তোর নির্ভরতা ও ধৈর্য্য দেখেই ত আরো দশজনে শিখ্‌বে। আর তুই যখন শিখে নিবি ও ভয় ভেঙ্গে যাবে, তখন তুই ইহ ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাঁদের কাছে ঋণী আছিস্‌,—শ্রীগুরুর বলে বলীয়ান হ'য়ে তাদের দশজনকে পার ক'র্‌বি।

ওমা,—মানুষ 'আপনি ও কোপ্‌নীর' ভাবনা ভেবে ম'রে,

—"আমার আমার" বুলিগুলোকে কণ্ঠহার করে! কিন্তু মা জানিস্‌,—কেউ শুধু নিজের জন্যে আসে নি। বিরাট প্রকৃতি যেমন দশজনকে দিচ্চেন-থুচ্চেন,মানুষও তাঁর অংশ ব'লে তাদেরও নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে দশজনকে দেখা শোনা চাই। তবে—তবেই মা,—তারা কালে লক্ষ্মী-সরস্বতী বা কার্ত্তিক-গণেশ হ'য়ে প'ড়বে।

মাগো,—তাঁর সাজান'র ধরণটা একরকমের ত নয়, তাই যাঁরা যে ভাবে সেই শ্রীশ্রীজগন্নাথের কাজ সাধেন, তাঁদের জন্যে শ্রীশ্রীনাথের শ্রী-অঙ্গে সেই রকম স্থান হয়। কি রকম হয় শুন্‌বি? ওমা,—যাঁরা তাঁকে প্রভু ব'লে দেখেন, তাঁদের 'আল্‌তা' বা 'নূপুর' ক'রে শ্রীপদে স্থান দেন। যাঁরা তাঁকে সখাভাবে দেখেন, তাঁদের 'পীতধড়া'রূপে শ্রীঅঙ্গে রাখেন। যাঁরা তাঁকে 'মা', 'বাবা' বা ছেলে-মেয়ে ভাবে ডাকেন—সাধেন, তাঁদের 'বালা', 'অনন্ত' বা 'বাজু' ক'রে নিজ অঙ্গে রাখেন। আর যাঁরা তাঁকে 'প্রাণবল্লভ' ও সর্ব্বস্ব ব'লে প্রাণে প্রাণে জানেন, তাঁদের কাউকে গলহার ও কাউকে শিরোভূষণ ক'রে, তাঁদের খাতির করেন বা সোহাগ দেখান।

সাধনানুযায়ী বস্তু লাভ

মাগো—শেষোক্তভাবে যাঁরা তাঁকে সাধনা করেন তাঁদের নাম তিনি বংশীবদন হ'য়ে সাধেন। তাতেও কি তাঁর মন উঠে! তখন তিনি প্রণয়-পয়োধির কাণ্ডারী হ'য়ে—মনে হয়, এই এই বসনে ও ভূষণে তাঁদের সাজাতে বসেন :—

যাঁরা প্রণয়িনীভাবে সাধনা করেন তাঁদের কি কি বসন-ভূষণে তিনি সাজান

১। ‘বিশ্বাসের’ মুকুট, (২) ‘ধৈর্য্যের’ সিঁতি, (৩) ‘তারিপের’ কাণবালা, (৪) ‘সন্তোষের’ ইয়ারিং, (৫) ‘সরমের’ মাথার ফুল, (৬) ‘মাধুর্য্যের’ কেশরাশি, (৭) ‘কারিগুরির’ চিরুণী, (৮) ‘সোহাগের’ টিপ্, (৯) ‘সত্যের’ কাজল বা সুরমা, (১০) ‘আদরের’ নাকছাবি, (১১) ‘সুখের’ হাসি, (১২) ‘অনুরাগের’ তাম্বুল, (১৩) ‘মন-বদলের’ হার, (১৪) ‘প্রাণদানের’ নেক্‌লেস্ বা বাদলমালা, (১৫) ‘দেহ-দানের’ আংটী, (১৬) ‘নির্ভরের’ রতনচূড়, (১৭) ‘প্রীতির’ বালা, (১৮) ‘জ্ঞানের’ অনন্ত, (১৯) ‘সতীত্বের’ বাজু, (২০) ‘গরবের’ বিছে, (২১) ‘প্রেমের’ বসন, (২২) ‘নির্ভরের’ পাঁইজোর, (২৩) ‘পুলকের’ আলতা, (২৪) ‘আনন্দের’ ধ্বনি, (২৫) ‘শান্তির’ সুঠাম, (২৬) ‘হাঁসি-খুসির’ সংসার, (২৭) ‘নবজীবন লাভের’ নিদর্শন—সিন্দূর।

মাগো,—মনে হয় তোরই জন্যে এই সব তোলা আছে। ওরে, এ স্তোকবাক্য নয়,—অতি সত্য কথা। তবে এখানকার—ক’টা দিন খুব সাবধানে তাঁর কাজগুলো সেধে যেতে হ’বে, কিন্তু কাণে তুলো দিয়ে। তবে—তবেই কেল্লা মেরে দিবি। তোর সুখে যাঁরা আহ্লাদে আটখানা হ’বেন ও সেইজন্যে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে গড়াগড়ি দেবেন, তাঁরাও তোর খাতিরে তাঁর বিশাল কোলে একটু স্থান পাবেন।

তুই যখন এতদিন ধ’রে গিন্নিপনা ক’রে আস্‌চিস্, তা-হ’লে ত জানিস্ যে,—কারু মন পেতে হ’লে যথাসম্ভব তাঁরই

তাঁর মন পেতে হ'লে তাঁর ধারায় চ'লতে হবে

ধারায় চ'লতে হয়। তেমনি মানুষ যখন সেই জগন্নাথকে পতিত্বে বরণ করতে সাধ পোষে, তাদের তাঁর প্রণয়িনীর মত প্রাণ মনটাকে বাঁধা উচিত নয় কি? তিনি সবে থেকেও কিছুতেই নেই। তেমনি মানুষকে,—"জলে যেমনি ভাসে সোলা, ক'রতে হবে সব খেলা"—এইভাবে দিনগুলো কাটাতে হ'বে।

জানিস্ মা,—জাগতিক সামান্য সুখটাও ঠিক ততটা দুঃখের আয়োজন। তার মানে,—যেখানে চৈতন্যের বদলে জড়লাভ, সেখানে যতটুকু লাভ ততটুকু লোক্সান। তার সাক্ষী, ভেবে দেখ না মা,—স্বামী-স্ত্রী সেজে পাঁচ দশ মিনিটের বিহার-সুখ পেয়ে ছেলে-মেয়ের জন্যে মানুষ কত না জ্বালায় জ্বলে! তবে যদি মনটাকে বিসর্জ্জন-সুরে বেঁধে রাখতে পারে, তাহ'লে লাভ-লোক্সানে এসে যায় না।

বিসর্জ্জন-সুরে প্রাণটা বাঁধতে হবে

আজ এই পর্য্যন্ত।

প্রথম প্রবাহ সমাপ্ত।

অবতরণিকা

মানুষের সুখ-শান্তির তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল। মানুষ ভালই জানে যে সুখের মত সুখ এ ধরাধামে নাই, কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝে সেই তৃষ্ণা মিটিবার বিশেষ সম্ভাবনা কি যেন কি এক অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত রাজ্যে যাহার কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে। মানুষ কতকটা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে সুখ ও শান্তি পাওয়া বা না পাওয়া নিজ নিজ সু বা কুকর্ম্ম সাপেক্ষ এবং জীবদেহস্থিত প্রাণ, মন ও আত্মা এখানকার খেলা সাঙ্গ করিয়া কোন এক বাক্য ও মনের অগোচর রাজ্যে ধাবিত হইতেছে। উক্ত মৌলিকতত্ত্বগুলি অবগত হইয়াও অধিকাংশ জীব জড় চিন্তায় ও কার্য্যে অভিভূত ও মায়ামোহাদি জালে বিজড়িত। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত চৈতন্যবিশিষ্ট তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন ও অবশিষ্ট নর-নারী একুল ওকুল বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অভিরুচি, শিক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী পন্থা অবলম্বনে চির সুখ, চির শান্তি, চির আনন্দ ও চিরজীবন লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকেন।

শাস্ত্র, ধর্ম্মপুস্তক, সৎগ্রন্থ ও সদুপদেশ এ জগতে অপ্রতুল নহে। মানুষ যে একেবারেই সৎগ্রন্থ পাঠ করেন না বা সদুপদেশ শুনেন না—এ কথা বলা যায় না। তবুও মানুষের অভাব ও অশান্তির পরিসীমা নাই। চৈতন্য—অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেম

সম্মিলিত শক্তি হইতে বিশ্বের ও জীবের উৎপত্তি। উৎপত্তি জলবুদ্বুদসম এবং নিবৃত্তিও সেই ধারার। চৈতন্য বিশ্বের কার্য্য-কারিণী শক্তি বলিয়া জগতে অহঃরহ কর্ম্ম চলিয়াছে। সুতরাং কর্ম্মই চৈতন্যের ধর্ম্ম। জীব চৈতন্যসম্ভূত বলিয়া জীবধর্ম্ম এক-মাত্র কর্ম্ম। বিধাতার লীলায় জীব এ রাজ্যে স্বজনাদি-পরিবৃত এক একটী সংসারে প্রেরিত। চৈতন্য সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিত থাকিয়া নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। চৈতন্যই জীবের আদি জনক বা জননী বা প্রাণবল্লভ। সুতরাং তাঁহারই ধারায় জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করা জীবের কর্ত্তব্য। একজন অন্যের আয়ত্তা-ধীনে থাকিলে দুর্ব্বলের পক্ষে সবলের ও অজ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞানীর উপদেশে শিশু বা ভার্য্যার মত চলা বিধেয়। এবম্প্রকার কার্য্যের দ্বারা দুর্ব্বলের ও অজ্ঞানীর বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং যথাসম্ভব অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ না হইয়া গুরুজনাদির নিকট ঋণ মুক্ত হইতে যত্নশীল হওয়া উচিত। তাহা না করিয়া, অন্ন, বস্ত্র ও যাবতীয় দৈনিক অভাব মোচনের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইলে এবং বাসনা, ভাবনা ও দম্ভকে সম্বল করিলে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এ কথা অবিকৃত মস্তিষ্কবিশিষ্ট কোন্ ব্যক্তি না মানিবেন? যাঁহাদের আধার শঙ্করাচার্য্যের বা বিবেকানন্দের মত নহে, তাঁহাদের পক্ষে সংসার বর্জ্জন করা ও স্বামী, আনন্দ প্রভৃতি উপাধি লওয়া বা গুরুগিরি করা বা 'সোঽহং' বলিয়া আপনাকে প্রচার করা সত্যের অপলাপ নয় কি? সমানে সমানে

মিশ খাওয়াই যখন বিধাতার বিধান, তখন সত্যস্বরূপ বা সত্য-স্বরূপিণীর প্রসাদ অসত্যের বা কুকর্ম্মের দ্বারা পাওয়া সম্ভব কি? এইপ্রকার কার্য্য করার জন্য সেই সকল জীবের হৃদয়তন্ত্রীগুলি 'হায় হায়' ধ্বনি ঝঙ্কারিত করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি!

যাঁহারা পুস্তক পাঠ ধর্ম্মজীবন লাভের একমাত্র বা প্রধান পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি অবগত নহেন, যে শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু, মহম্মদ, নানক, কবীর, তুকারাম, সুরদাস, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, দুর্গাচরণ নাগ প্রভৃতি মহাত্মাগণ পুস্তক পাঠের ফল নহেন, বরং প্রত্যেকেই একমাত্র সাধনের প্রকৃষ্ট পরিণাম! ঈর্ষা, কুৎসা, দম্ভ, ক্রোধ, লোভ, অধৈর্য্য, উচ্ছাস. অসত্য, আলস্য প্রভৃতি যাবতীয় অগুণ হইতে নিজ মনকে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ করিলে ও জাগতিক বাসনা ও ভাবনা হইতে মনকে দিনের দিন মুক্ত করিলে সেই মনই আত্মাভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এ অবস্থায় মন জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে বিভূষিত হইয়া অভাব-অশান্তি-সমূহকে বিমোচন করিতে সক্ষম হয়। এইপ্রকার মনবিশিষ্ট জীব দেহাবসানে হাসিতে খেলিতে শান্তিধামে ধাবিত হয়। এই কথাগুলি অতীব সহজ, সরল, সরস ও সজীব ভাষায় পত্রের ভিতর দিয়া মুমুক্ষুজীবের বিশেষতঃ অল্পশিক্ষিতা রমণীকুলের জন্য লিখিত হইয়াছিল এক্ষণে সেইগুলিই 'ওপারের কথা'য় প্রকাশিত হইল।

ভাষার মাধুর্য্য ও প্রাঞ্জলতা এবং লেখকের সাধনপ্রসূত মস্তিষ্ক ও লেখনী নিঃসৃত সহজসাধ্য পন্থাগুলি অনেক নিরস ও

নির্জ্জীব মনপ্রাণকে শান্তিরসে ও কার্য্যকারিণীশক্তিতে আপ্লুত করিয়াছে। এইজন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহে, লেখক তাঁহার কেবলমাত্র সাধনফলের যৎসামান্য অংশ এই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই সামান্য অংশও চারি বা পাঁচ প্রবাহে বাহির হইতে পারে। তবে এই কার্য্য পাঠক-পাঠিকাবর্গের সহায়তার উপর নির্ভর করিতেছে। এই প্রবাহের স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষ আছে। প্রত্যেকের প্রাণের অভাব বুঝিয়া বিষয়গুলি লিখিত হওয়ায় পুনরুক্তি অনিবার্য্য। আমাদের মনে হয়, সদুপদেশ বিষয়ে পুনরুক্তিতে অলাভ অপেক্ষা লাভের মাত্রা বেশী। পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট এই নিবেদন যে, তাঁহারা এক একখানি পত্র অন্ততঃ তিনবার করিয়া পাঠ করেন ও পরে লিখিত বিষয়গুলি লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিরলে চিন্তা করেন। এই বিধানে চলিলে পাঠক-পাঠিকা নিজের ও পরিবারবর্গের জীবন গঠনে সফলকাম হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সংস্করণে কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। পর সংস্করণে পুস্তকখানি নির্দ্দোষ করিবার চেষ্টা হইবে।

কলিকাতা,
৫ই ভাদ্র, ১৩২৩ সাল } শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র সেন গুপ্ত।

উপায়ের কথা

প্রথম প্রবাহ।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,
২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

লভি যে প্রসাদ, ঘুচে পরমাদ
শিরে বহি তাহা এই দীনজন ;
সুখ শান্তি তরে যাঁরা ফিরে ঘুরে,
তাঁদের শ্রীকরে করিল অর্পণ।

সেবক।